পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 133 Tuesday, 14 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৩৩ সংখ্যা ❋ ৩০ চৈত্র ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১৪ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘হিরণের দু’টো বৌ, সোহমের একটাই বৌ’

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ১৩ এপ্রিলঃ কিছুদিন আগেই দ্বিতীয় বার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়। এক সময়ে অভিনেতা হিসেবে পরিচিতি থাকলেও, গত কয়েক বছরে তিনি শুধুই রাজনীতিক। সেই বিয়ে নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। অভিযোগ, প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়েই দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন বিজেপির এই নেতা। সোমবার নদিয়ার করিমপুরে অভিনেতা সোহমের হয়ে ভোটপ্রচারে গিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেও শোনা গেল হিরণের দুই বিয়ে প্রসঙ্গ। অভিষেকের খোঁচা, যাঁদের আদর্শ বলে কিছু নেই, তাঁরা বিজেপিই করে। সোহম চক্রবর্তীকে করিমপুরে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। এ দিন তাঁর হয়ে ভোটের প্রচারে গিয়েছিলেন

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভামঞ্চে বক্তব্য শেষে সোহম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘সোহম আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী। ২০১৪ সালে আমি যখন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলাম, ও তখন আমার রাজ্য কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল। ও ছিল, হিরণ ছিল। হিরণ এখন বিয়ে করেছে। বাড়িতে দু’টো বৌ। তবে সোহমের একটাই বৌ। যাঁদের আদর্শ আছে, তাঁরা তৃণমূল করেন। যাঁদের আদর্শ নেই, তাঁরা বিজেপি করেন।’’ অভিষেকের দাবি, ‘মাতাল চোর, চিটিংবাজ, পাতাখোর, বেইমান’দের স্বস্তির ঠিকানা বিজেপি। কোনও ভদ্রলোক বিজেপি করতেই পারে না, দাবি করেন তিনি। তাই তৃণমূল প্রার্থীকেই ভোট দেওয়ার আবেদন জানান বার বার। যদিও অভিষেকের এই বক্তব্য নিয়ে হিরণের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

বীরভূমে অমিত শাহর হুঁশিয়ারি

যারা কাটমানি খেয়েছে তাদের উলটো ঝুলিয়ে সোজা করা হবে

দেবশ্রী মজুমদার, ময়ুরেশ্বর, ১৩ এপ্রিলঃ মানুষের আবেগের কাছে নতি, না বাংলার পুলিশকে অপমান? সেই বিতর্ক জন্ম দিল বীরভূমের ময়ুরেশ্বরের কোটাসুরের জনসভায়। মঞ্চ থেকে বাংলার পুলিশকে নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছেন দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। এ এক বেনজির দৃষ্টান্ত। অতীতে কোথাও এমন ঘটনা কেউ দেখে নি। বাংলার পুলিশকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতেই নিজেকে সুরক্ষিত মনে করলেন তিনি। সেই সঙ্গে নিরাপত্তা বেষ্টনী শিথিল করে, কর্মী সমর্থকদের মঞ্চের কাছাকাছি ডেকে নিলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্দেশ দেওয়ার পরেই রাস্তার ধারে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে দিতে মঞ্চের ‘ডি’ জনের চারিদিক দখল করে নিল। এমত অবস্থায় এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা দিল। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। এমন পরিস্থিতিতে বাংলার পুলিশকে অপমান করলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলে মনে করছেন অভিজ্ঞমহল। সোমবার দুপুরে বীরভূমের ময়ূরেশ্বর বিধানসভার কোটাসুরে জনসভা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে ময়ূরেশ্বর বিধানসভার প্রার্থী দুধ কুমার মণ্ডলের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন লাভপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝা ওরফে হাকু। দুপুর ১২টা নাগাদ সেনাবাহিনীর চপারে কোটাসুরে আসেন অমিত শাহ। তিনি মঞ্চে উঠে দেখেন রাস্তার ধারে কাঠফাটা রোদে হাজার হাজার কর্মী সমর্থক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এরপরেই বাংলা পুলিশকে অমিত শাহ বলেন, ‘‘বাংলা পুলিশ আপনারা সরে যান। শুধুমাত্র সিআইএসএফ নিরাপত্তা দেখবে। সমস্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী খুলে দেন। কর্মী সমর্থকেরা শান্ত ভাবে মঞ্চের সামনে চলে আসুন।’’ মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই বাসুদেব বাউল এবং রিনা বাউলের নাম নিয়ে বীরভূম বাউলের জেলা বলে উল্লেখ করে, রবীন্দ্রনাথ থেকে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়দের স্মরণ করেন অমিত শাহ। তার পর কালবিলম্ব না করে হুমকির ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন তিনি। যা সমস্ত শালিনতা অতিক্রম করে, শুধু বদলা আর উত্তেজক বক্তব্যে পরিণত হয়। এমনটাই মনে করছে জেলার শান্তিপ্রিয় মানুষ। এদিন বীরভূমকে বোমা বারুদের জেলা বলে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘‘এবার বোমার বদলা ব্যালটে দিন। এবার দিদিকে বাই বাই করে দিন। আপনারা মেশিনে পদ্ম চিহ্ন খুজুন, আমরা তৃণমূলের গুন্ডাদের খুঁজে বের করব। আর গুন্ডাদের বলছি ২৩ এপ্রিল ঘরের মধ্যে থাকুন। নয়তো ৫ মে খুঁজে খুঁজে মারব। যারা কাটমানি খেয়েছে তাদের উলটো করে ঝুলিয়ে সোজা করা হবে।’’ তারপর একের পর এক অভিযোগ করে তিনি বলেন, ‘‘এই সরকারের আমলে মুর্শিদাবাদে হামলা হয়েছে, রামনবমীতে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। বন্ধ করা হয়েছে সরস্বতী পুজো। ২৩ এপ্রিল বীরভূমে ৮০ সেনাবাহিনী নামিয়ে ভোট হবে। একটা চুল কেউ সোজা করতে পারবে না। আমাদের লক্ষ্য অনুপ্রবেশকারী হঠানো। কিন্তু এই সরকার তাতে বাধার সৃষ্টি করছে। কিন্তু এই সরকার সীমান্তে জমি দিচ্ছে না। আমরা ক্ষমতায় আসার ৪৩ দিনের মাথায় সীমানা ঘিরে ফলার জন্য জমি দেব। আমরা খুঁজে খুঁজে অনুপ্রবেশকারীদের বের করে বর্ডার পার করব।’’ যদিও তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন মঞ্চে বলেছেন, বাংলার মানুষ এবার বিজেপিকে পগার পার করবে। এদিন দুর্নীতি প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, ‘‘এই সরকার পাঁচ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করেছে। আমরা ক্ষমতায় এলে সমস্ত টাকা উদ্ধার করব। আমরা ক্ষমতায় আসার পর বাংলায় আর সন্দেশখালি, আর জি কর, দুর্গাপুর ল’কলেজের মতো ঘটনা ঘটবে না। মহিলারা রাত ৮ টা নয়, রাত ১ টা পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরতে পারবে।’’

‘এসআইআরের পরে রাজ্যে এনআরসি করবে বিজেপি’

সিউড়িতে দাবি মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি, ১৩ এপ্রিলঃ বাংলায় সিএএ, এসআইআর করতে দেবেন না বলেছিলেন। তবে এই দুটোই হয়েছে। আর এবার নির্বাচনের মুখে সিউড়িতে নির্বাচনী প্রচার থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করলেন, এসআইআর-এর পর এনআরসি করার ছক কষছে বিজেপি। তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, ‘‘বাংলার ইতিহাস বদলে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপির সোনার বাংলা বলার অধিকার নেই। এসআইআরের পরে এনআরসি করার ছক কষছে বিজেপি।’’ রাজ্যে এবারের নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটে থাবা বসাতে একাধিক দল মুখিয়ে আছে। বাম-কংগ্রেস ছাড়াও ভোটয়মদানে আছে আইএসএফ, হুমায়ুন কবিরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টি, আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএম। এই আবহে ভোটে সংখ্যালঘুদের একজোট রাখতে মরিয়া তৃণমূল। তাই এসআইআর, এনআরসির মতো ইস্যুতে বেশ সরব মমতা। এদিকে সরাসরি যোগী আদিত্যনাথের বক্তব্যেরও বিরোধিতা করেন মমতা। আজ তিনি বলেন, ‘‘উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কাল এসে এখানে বলেছেন, উত্তরপ্রদেশের মতো এখানেও বুলডোজার চলবে। মানেটা কী? আমরা বুলডোজার-নীতিতে বিশ্বাস করি না। আমরা ভালোবাসার নীতি বিশ্বাস করি।’’ এদিকে বিজেপি টাকা দিয়ে ফাঁসাতে চাইতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘বিজেপির কাছ থেকে টাকা নেবেন না। ভুল করবেন না। আমার কাজ আপনাদের সতর্ক করা। অ্যাকাউন্ট বানিয়ে টাকা দেবে বলে কালো টাকা দিয়ে দেবে। তার পর ইডি-সিবিআইয়ের মামলা করবে।’’ এদিকে গত ২০২১ সালের নির্বাচনেও মমতার মুখে ছিল - ‘২৯৪ আসনে আমি প্রার্থী’। এবারও ফের মমতার গলায় সেই একই সুর। আজ সিউড়িতে তিনি বলেন, ‘‘উজ্জ্বল নয়, এখানে ধরে নিন আমিই প্রার্থী। তৃণমূলের নেতৃত্বে সরকার চাইলে ২৯৪ আসনে আমাকেই প্রার্থী বলে ভেবে নিন।’’ উল্লেখ্য, সিউড়ি কেন্দ্রে তৃণমূল এবার প্রার্থী করেছে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে। মমতা এদিন মঞ্চ থেকে বলেন, ‘‘মোদি বাবু যদি ২৯৪টি আসনেই প্রার্থী হন, তবে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিন। সরাসরি বলুন আপনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে চান।’’ উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা ঘোষণা করা কালীন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ফের গুরুত্ব পেল দেউচা পাচামি কয়লা খনি। তৃণমূলনেত্রী জানান, দেউচা পাচামি কয়লা খনি প্রকল্পে ৩২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। সঙ্গে ২ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানও হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এর আগেও দাবি করেছিলেন, আমেরিকার পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই প্রস্তাবিত কয়লা খনি থেকে কয়লা উপাদন শুরু হলে বিদ্যুতের দামও কমবে আর বহু মানুষের কর্মসংস্থানও নিশ্চিত হবে। দেউচা পাচামিতে বহু জমিদাতাদের হাতেই ইতিমধ্যে চাকরি তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। সিউড়ির জনসভা থেকে কেন্দ্রকে কর্মসংস্থান ইস্যুতে তোপ দেগে মমতা প্রশ্ন তোলেন, ‘‘মোদিবাবু বছরে ২ কোটি চাকরির কথা বলেছিলেন, সেই চাকরির কী হলো? আমরা এখানে শূন্যপদ পূরণ করতে গেলেই কোর্টে মামলা করে আটকে দেওয়া হয়।’’ এই প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি দেউচা পাচামির কর্মসংস্থানের কথা তুলে ধরেন। এদিন তিনি মঞ্চ থেকেই স্মৃতিচারনা করেন এবং তিনি বলেন, বীরভূমের মাটিতে তাঁর শৈশব কেটেছে। গরমের ছুটিতে মামাবাড়ি যেতেন। পুকুরে সাঁতার থেকে শুরু করে মাঠে ঘোরা সবই করতেন তিনি।

ট্রাইব্যুনালে আবেদন করলেই ভোটাধিকার মিলবে না। সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিলঃ ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গের কয়েক লক্ষ ‘ব্রাত্য’ ভোটারের ভাগ্য নিয়ে বড়সড় পর্যবেক্ষণ দেশের শীর্ষ আদালত। সোমবার এসআইআর মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ট্রাইব্যুনালে আবেদন করলেই ভোটদানের সুযোগ করে দেওয়ার প্রশ্ন নেই। আদালতের মতে, এমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব নয় যাতে আপিল ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের ওপর বাড়তি চাপের সৃষ্টি হয়। এই নির্দেশের ফলে কয়েক লক্ষ ভোটারের ভোটাধিকার নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বাড়ল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সোমবার শুনানির শুরুতে তৃণমূল সাংসদ তথা বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন যে, ইতিমধ্যে প্রায় ১৬ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। রঘুনাথগঞ্জ-সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশিত তালিকায় বহু ভোটারের নাম এখনও বিচারাধীন বা ‘আন্ডার অ্যাডজুডিশন’ হিসেবে রয়েছে। তিনি আর্জি জানান, ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের আগে যত দ্রুত সম্ভব এই মামলাগুলির শুনানি শেষ

করে তাঁদের ভোটদানের সুযোগ দেওয়া হোক। কল্যাণের কথায়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ সুপ্রিম কোর্টের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সওয়ালের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ‘‘আবেদন করলেই ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যদি আমরা এর অনুমতি দিই, তবে যাঁদের নাম বর্তমানে ভোটার তালিকায় রয়েছে, তাঁদের ভোটাধিকারও স্থগিত করতে হবে।’’ বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীও এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। তিনি মনে করিয়ে দেন, ৯ এপ্রিল বা তার ঠিক পরেই যদি কোনও আপিলের নিষ্পত্তি হয়, তবেই সেই ব্যক্তিদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থাকে - যা আগেই পরিষ্কার করা হয়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান দাবি করেন, যাঁদের নাম বিচারাধীন তালিকায় রয়েছে, তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। উভয়পক্ষের দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী জানান, আদালতকে এই বিষয়ে ভাবার জন্য কিছুটা সময় দিতে হবে। তিনি বলেন, ‘‘আমাদের দুই পক্ষের যুক্তিই মাথায় রাখতে হবে।’’ উল্লেখ্য, রাজ্যে ৯১ লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া নিয়ে বিতর্ক এখন তুঙ্গে। আর সোমবারের সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পর ২৩ তারিখের ভোটের আগে এই বিপুল সংখ্যক মানুষ আদৌ বুথ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গেল।

‘হেল্পলাইন’ নম্বর চালু করলেন অধীর চৌধুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ১৩ এপ্রিলঃ বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটাররা যাতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শান্তিতে এবং নিরুপদ্রবে ভোট দিতে পারেন তা নিশ্চিত করতে এবার ‘ব্যক্তিগত’ হেল্পলাইন নম্বর চালু করলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। সোমবার বহরমপুরের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীরবাবু ৪টি মোবাইল ফোন নম্বর জানিয়ে দেন এবং আগামী ২৩ এপ্রিল নির্বাচনের দিন বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কোনও এলাকায় কোনও ব্যক্তি ভোট দিতে যেতে না পারলে ওই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করলে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান। ১৯৯৬ সালের পর ২০২৬ সালে ফের একবার বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন অধীর চৌধুরী। মাঝে ১৯৯৯-২০২৪ সাল পর্যন্ত তিনি বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের সাংসদ ছিলেন। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের কাছে পরাজয়ের পর রাজনীতিতে কিছুটা ‘নিষ্ক্রিয়’ ছিলেন অধীর চৌধুরী। কিন্তু ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেসের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি অধীর চৌধুরীর উপরেই ভরসা রেখেছে। অধীর নিজে যেমন কংগ্রেসের প্রতীকে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন, তেমনই মুর্শিদাবাদ জেলার বাকি ২১ টি কেন্দ্রে কোথায় কে প্রার্থী হবে তা একপ্রকার নিজের হাতে ঠিক করেছেন।

এবছর ভয়াবহ গরমের পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃ বৃষ্টির খেলা শেষ। গরমের পালা শুরু। আর আপাতত বৃষ্টি নেই। শুধুই গরম..গরম আর গরম। এরই মধ্যে এবার বর্ষা নিয়ে দুঃ সংবাদ শোনাল মৌসম ভবন। চলতি বছর বর্ষায় কম বৃষ্টি হবে। এল নিনোর ঠেলায় ৮ কম বৃষ্টি হতে পারে বলে খবর। আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, বৈশাখের শুরুতেই গনগনে গরমের আঁচ টের পাবে সকলে। প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি পেরিয়ে যেতে পারে তাপমাত্রা। বাড়তে পারে পশ্চিমাঞ্চলের পারদ।

বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমানে তাপমাত্রা বাড়বে। ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে পুরুলিয়ার তাপমাত্রা বলে হাওয়া অফিস। আর কলকাতার তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে ৩৭ ডিগ্রির ঘরে। এই মুহূর্তে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টির আশা নেই। তবে, মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার স্থানীযভ়াবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে পশ্চিমের জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকবে। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম , মুর্শিদাবাদে। ওপরের পাঁচ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এই তিন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।

পঞ্চভূতে বিলীন ‘সুর সম্রাজ্ঞী’ আশা ভোঁসলে, শিবাজি পার্কে শেষকৃত্য করলেন ছেলে আনন্দ

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৩ এপ্রিলঃ সোমবার, ১৩ এপ্রিল মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হল তাঁর শেষকৃত্য। ৯২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই কিংবদন্তি গায়িকা। এদিন তাঁর শেষকৃত্যে মুখাগ্নি করেন ছেলে আনন্দ ভোঁসলে। চিরতরে নিভে গেল সুরের আলো। ত্রিবর্ণ পতাকায় মোড়া দেহ, শেষ শ্রদ্ধায় ভিড়- মুম্বইয়ে কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলেকে বিদায় জানাতে আবেগে ভাসল দেশ। চোখে জল সকলের! নীরবতা, প্রার্থনা আর আবেগে ভরা এক আবহে চলে শেষ শ্রদ্ধা জানানো। এদিন সকাল থেকেই লোয়ার পলে গায়িকার বাসভবনে ছিল চাঁদের হাট। তবে সেই সমাবেশে ছিল না কোনও উৎসবের মেজাজ, বরং শোকের কালো ছায়া ঢেকে দিয়েছিল গোটা এলাকাকে। বোনকে শেষ বিদায় জানাতে এসেছিলেন প্রবীণা মঙ্গেশকর কন্যা মীনা খাড়কির। এছাড়াও শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন সচিন

তেন্ডুলকর, সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমান, জাভেদ আলি, অভিনেত্রী তাবু, আশা পারেখ, নীল নীতিন মুকেশ এবং জ্যাকি শ্রফের মতো ব্যক্তিত্বরা। বাসভবনে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন শেষে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় শিবাজি পার্ক শ্মশানে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিনোদন জগৎ, রাজনীতি এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রের দিকপালরা। রবিবার ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হন এই প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী। মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আট দশকেরও বেশি সময়জুড়ে বিস্তৃত তাঁর সংগীতজীবনের অবসানে ভারতীয় সংগীত জগতে নেমে এসেছে গভীর শূন্যতা। ভারতীয় সংগীতে আশা ভোঁসলের অবদান অনস্বীকার্য। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে গজল, ক্যাবারে থেকে আধুনিক-সব ধরনের গানেই সমান সাবলীল ছিলেন তিনি। গানের সংখ্যা এবং বৈচিত্র-দুই ক্ষেত্রেই ছিলেন অনন্য। তাঁর নাম রয়েছে সর্বাধিক স্টুডিও রেকর্ডিংয়ের বিশ্বরেকর্ডে। দিদি লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে মিলেই হিন্দি চলচ্চিত্র সংগীতের সোনালি যুগ গড়ে তুলেছিলেন তিনি। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে বদলে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁকে সকলের থেকে আলাদা করেছে বরাবর। গোটা কেরিয়ারের শুরুটা হয়েছিল শৈশবে, বাবার মৃত্যুর পর। তারপর দীর্ঘ পথচলায় একের পর এক সাফল্য, স্মরণীয় গান আর অগণিত অনুরাগী-সব মিলিয়ে গড়ে ওঠে এক অমলিন উত্তরাধিকার। লতা মঙ্গেশকরের পর আশা ভোঁসলের চলে যাওয়া ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিশাল শূন্যস্থান তৈরি করল। ১৯৪৩ সালে ক্যারিয়ার শুরু করে আট দশকেরও বেশি সময় ধরে হাজার হাজার গান উপহার দিয়েছেন তিনি। তাঁর বহুমুখী কণ্ঠস্বর আর জাদুকরী গায়কী চিরকাল বেঁচে থাকবে শ্রোতাদের হৃদয়ে। তাঁর প্রয়াণে সেই অধ্যায়েরই অবসান কিন্তু রয়ে গেল তাঁর গান, যা বেঁচে থাকবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

‘কাগজে-কলমে তদন্ত চাই না, ধৃতদের কি রাজনৈতিক যোগ রয়েছে?’

এনআইএ-কে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিলঃ মালদহের কালিয়াচকে বিচারকদের আটকে রাখার ঘটনার তদন্তে কোনও রকম খামতি দেখতে রাজি নয় দেশের শীর্ষ আদালত। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানিতে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। এনআইএ-র তরফে আদালতকে জানানো হয়েছে, ওই দিনের ঘটনার ‘মাস্টারমাইন্ড’ বা মূল চক্রান্তকারীকে ইতিমধ্যেই জালে তোলা হয়েছে। তবে ধৃতদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের প্রশ্নে অস্বস্তি বাড়ল রাজনৈতিক মহলের। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অভিযোগ তুলে সম্প্রতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মালদহের মোথাবাড়ি ও সুজাপুর এলাকা। পরিস্থিতি এমন চরমে পৌঁছয় যে, এসআইআর বা ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে নিযুক্ত সাত জন বিচারককে কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লক অফিসের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখে উত্তেজিত জনতা। এই ঘটনায় আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল শীর্ষ আদালত। সোমবার শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি সাফ জানিয়ে দেন, ‘‘আমরা চাই না বিষয়টি শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকুক। মোথাবাড়িতে যা ঘটেছে, তার প্রকৃত বিচার হওয়া প্রয়োজন।’’ তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরেই প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এনআইএ-র আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, ‘‘গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কারও কি কোনও রাজনৈতিক যোগসূত্র রয়েছে?’’ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই মামলার তদন্ত যেন কেবল আইনি মারপ্যাঁচে আটকে না থাকে। ইতিমধ্যেই শীর্ষ আদালতের নির্দেশে কলকাতার বিশেষ সিবিআই আদালতে ১২টি এফআইআর দায়ের করেছে এনআইএ। তদন্তকারীরা আদালতে জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় মোট তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে এক জন আইএসএফ নেতা এবং অন্য দুই জন কংগ্রেস নেতা বলে এনআইএ সূত্রে খবর। তবে তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকার গভীরতা ঠিক কতটা, সে বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রবিবারই মোথাবাড়ি কাণ্ডের মূল চক্রান্তকারীকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। তদন্তকারীদের দাবি, ওই দিনের হামলার ঘটনা ছিল পরিকল্পিত। এসআইআর মামলা এবং বিচারকদের হেনস্থার এই জোড়া মামলার পরবর্তী শুনানিতে এনআইএ-কে ধৃতদের রাজনৈতিক প্রভাব ও চক্রান্তের জাল নিয়ে আরও স্পষ্ট তথ্য দিতে হবে।

প্রতীক্ষার অবসান, দিল্লি-দেহরাদূন এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন মঙ্গলবার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ এপ্রিলঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে মঙ্গলবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৪ এপ্রিল দিল্লি-দেহরাদূন এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করবেন। ২১০ কিলোমিটার দীর্ঘ দিল্লি-দেহরাদূন এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধনের ফলে দিল্লি ও দেহরাদূনের মধ্যে যাতায়াতের সময় অনেকটাই কমবে।৬ লেনের এই এক্সপ্রেসওয়েটি দিল্লি ও দেহরাদূনের মধ্যে যাতায়াতের সময় কমিয়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টায় নিয়ে আসবে, যা এই অঞ্চল জুড়ে যোগাযোগ, পর্যটন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে জোরদার করবে। এই এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে। দিল্লির অক্ষরধাম মন্দির থেকে শুরু হয়ে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন শহর থেকে গিয়েছে এই এক্সপ্রেসওয়ে। দিল্লিতে যানবাহনের ভি। কমাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে এই এক্সপ্রেসওয়েকে।

রোহিঙ্গাদের আশ্রয়স্থলকে 'শুকরশালার' সঙ্গে তুলনা তথাগতর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃরোহিঙ্গাদের আশ্রয়স্থলকে 'শুকরশালার' সঙ্গে তুলনা করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। সোমবার তিনি এরকম একটি আশ্রয়স্থলের ছবি যুক্ত করে এক্সবার্তায় লিখেছেন, একটি রোহিঙ্গা শূকরশালার ছবি, যা সকল বাঙালি হিন্দুর জন্য উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত। তারা তাদের শুধু ঐ অঙ্গটি দিয়েই ভারত দখল করার পরিকল্পনা করছে।আমার এক মোল্লার কথা মনে পড়ছে, তিনি বলেছিলেন, হ্যারা ফাটাইব এটম বম, আমরা ফাটামু জনসংখ্যার বম। আপনেরা যতগুলি পারেন সন্তান নেন। আমি ত এগারটা নিসি!এদিন অপর একটি এক্সবার্তায় তিনি লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় এসি কোচে পাথর ছোড়ার আরও একটি ঘটনা। আমি দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের অপরাধের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পক্ষে কথা বলে আসছি। বিশেষ করে মহিলাদের উপর অ্যাসিড হামলার ক্ষেত্রে। সরকার কি শুনবে?

আশা ভোঁসলে স্মরণ সভা আরামবাগে, প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

আরামবাগ, ১৩ এপ্রিলঃকিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলেকে স্মরণ করে রবিবার রাতে হুগলির আরামবাগে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ পৌরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী সহ দলের স্থানীয় নেতৃত্ব, কর্মী-সমর্থক-সহ বহু সাধারণ মানুষ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই আশা ভোঁসলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর তাঁর গাওয়া একাধিক জনপ্রিয় গানের মাধ্যমে স্মৃতিচারণ করা হয়। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, ভারতীয় সঙ্গীত জগতে আশা ভোঁসলের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত প্রতিভা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব জানান, সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আশা ভোঁসলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্মরণ সভা শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে তাঁর গান নিয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেশের নারীদের সেবা ও ক্ষমতানে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ এপ্রিল ঃদেশের নারীদের সেবা ও ক্ষমতায়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার নতুন দিল্লিতে নারী শক্তি বন্দন সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ২০১৪ সাল থেকে আমাদের সরকার জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নারীদের সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এখন একজন নারীর জন্মের মুহূর্ত থেকে শুরু করে তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত, আমাদের সরকার দেশের নারীদের সেবা ও ক্ষমতায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, কয়েক বছর আগে ' স্কিল ইন্ডিয়া মিশন' চালু হয়েছিল। আমরা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করেছিলাম। এখন আমরা হাজার হাজার ড্রোন দিদির মাধ্যমে ঘটা এক কৃষি বিপ্লবের রূপে তার সুফল দেখতে পাচ্ছি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের মায়েরা ও বোনেরা ' ভোকাল ফর লোকাল'-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে উঠছেন। নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন রূপকল্পের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো, এটি নারীদের প্রতি প্রচলিত পুরোনো মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। ভারতে আমরা উপলব্ধি করি যে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অর্থনীতিতে তাঁদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই, আমাদের এই প্রকল্পটি নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। প্রচলিতভাবে, বেশিরভাগ সম্পত্তিই পুরুষদের নামে নিবন্ধিত থাকত। এই সমস্যার সমাধানের জন্য, আমরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে নির্মিত বাড়িগুলি মহিলাদের নামে নিবন্ধন করা শুরু করি।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বহু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের বর্ধিত অংশগ্রহণ ব্যবস্থার মধ্যে অধিকতর সংবেদনশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা নিয়ে আসে। জল জীবন মিশনের সাফল্য এর একটি প্রধান উদাহরণ, কারণ পঞ্চায়েত স্তরে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আমাদের মেয়েরা নতুন ব্যবসায় নিজেদের পরিচয় গড়ে তুলছে। মুদ্রা প্রকল্পের অধীনে নেওয়া ঋণের ৬০ শতাংশেরও বেশি নিয়েছেন নারীরা। দেশের স্টার্টআপ বিপ্লবেও নারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বর্তমানে, নিবন্ধিত স্টার্টআপগুলোর ৪২ শতাংশেরও বেশিতে অন্তত একজন নারী পরিচালক রয়েছেন।

ইরানের সামরিক বাহিনী ধ্বংস, তাঁদের নৌবাহিনী জলের নিচেঃট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৩ এপ্রিল ঃ ইরানের সামরিক বাহিনী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তাঁদের নৌবাহিনী জলের নিচে। এমনই দাবি করলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আমি বলব এটি ভালোভাবে কার্যকর আছে। তাঁদের সামরিক বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের পুরো নৌবাহিনী জলের নিচে। ১৫৮টি জাহাজ উধাও। তাঁদের নৌবাহিনী নেই। তাঁদের বেশিরভাগ মাইন ফেলার জাহাজও নেই। আগামীকাল সকাল ১০টা থেকে আমাদের অবরোধ কার্যকর হতে যাচ্ছে।ট্রাম্প বলেন, অন্যান্য দেশগুলো কাজ করছে, যাতে ইরান তেল বিক্রি করতে না পারে এবং এটি খুব কার্যকর হবে। অনেক নৌকা আমাদের দেশের দিকে তেল ভর্তি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসছে। তাই তাঁরা হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাবে না। শেষ পর্যন্ত, এর সমাধান করা হবে। রাশিয়া এবং সৌদি আরবের মিলিত পরিমাণের চেয়েও আমাদের কাছে বেশি তেল আছে। যা ঘটছে তা হলো, নৌকাগুলো এখানে এসে তেল ভর্তি করছে। আমাদের হরমুজ দিয়ে যাওয়ার দরকার নেই।

খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমস ২০২৬-এ অংশগ্রহণকারী দলকে সংবর্ধনা মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুর

ইটানগর, ১৩ এপ্রিল ঃ ফ্ল্যাগ-ইন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমস ২০২৬-এর প্রথম সংস্করণে অংশগ্রহণকারী রাজ্যের দলকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু।রাজধানী ইটানগরের ব্যাংকোয়েট হল-এ আয়োজিত ফ্ল্যাগ-ইন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু খেলোয়াড়দের জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে ভবিষ্যতেও ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে পেমা খান্ডু রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, সাম্প্রতিক ক্রীড়া মূল্যায়নে অরুণাচল প্রদেশ জাতীয় পর্যায়ে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় রাজ্য হিসেবে উঠে এসেছে অরুণাচল প্রদেশে।অনুষ্ঠানটি অরুণাচল প্রদেশ সরকারের ক্রীড়া দফতর, স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের সহযোগিতায় আয়োজিত হয়েছে। আয়োজক ক্রীড়া দফতরের আধিকারিকরা জানান, এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য খেলোয়াড়দের সাফল্য ও অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং বিভিন্ন ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভা বিকাশ ও পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি আরও জোরদার করা।

ডায়মন্ড হারবারে টাকা ভর্তি গাড়ি-সহ ২ 'নেতা' আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি,দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৩ এপ্রিলঃডায়মন্ড হারবারে টাকা ভর্তি গাড়ি-সহ ২ জন আটক হয়েছেন। সোমবার হটুগঞ্জে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের নাকা অভিযানের সময় সন্দেহ হওয়ায় তল্লাশি চালান।সূত্রের খবর, এই ঘটনায় আটক মগরাহাট পশ্চিমের বিজেপির ইনচার্জ অরুণাভ মজুমদার এবং মগরাহাট পশ্চিমের বিজেপির আহ্বায়ক অক্ষয় চক্রবর্তী। জানা গিয়েছে, তল্লাশি চালাতেই সিটের নীচে ব্যাগে ৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা পাওয়া যায়।পুলিশের দাবি, কেন এত নগদ টাকা নিয়ে আসছিলেন বিজেপি নেতারা, তার কোনও সদুত্তর দিতে না পারায় টাকা-সহ দুজনকে আটক করা হয়। এ ব্যাপারে এখনও বিজেপি-র তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। পুরো ঘটনার তদন্ত করছে উস্তি থানার পুলিশ।

লখনউতে সংসদ খেল মহাকুম্ভের উদ্বোধন রাজনাথ সিং-এর

লখনউ, ১৩ এপ্রিল ঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সোমবার সকালে নিজের সংসদীয় এলাকা লখনউতে ' খেল মহাকুম্ভ'-এর উদ্বোধন করেন। লখনউয়ের কেডি সিং বাবু স্টেডিয়ামে তিন দিনব্যাপী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। সংসদ খেল মহাকুম্ভের এটি তৃতীয় সংস্করণ।এই মহাকুম্ভে অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, ভলিবল, কবাডি, বাস্কেটবল, হকি এবং বক্সিংয়ের মতো বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পাশাপাশি মল্লখাম্ব, কালারিপায়াত্তু এবং যোগব্যায়ামের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া প্রদর্শিত হবে। প্রায় ২৪০০ জন খেলোয়াড় এই ইভেন্টে তাঁদের ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত এই ক্রীড়া উৎসব চলবে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন বলেন, এখন গ্রামের কাছাকাছিও আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও উন্নত মানের মাঠ, আধুনিক স্টেডিয়াম এবং অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এখানে উত্তর প্রদেশেও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ক্রীড়া প্রকল্পে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছেন। লখনউয়ের ক্রীড়া কেন্দ্রগুলিরও দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে।

১৪ ই এপ্রিল ভারতীয় সংবিধানের মহা স্থপতি বি .আর. আম্বেদকর এর শুভ জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাঁকুড়াঃআজ ১৪ ই এপ্রিল । মঙ্গলবার । স্মরণীয় দিন । ডঃ বি .আর .আম্বেদকর এর শুভ জন্মদিন। ১৮৯১ সালের আজকের দিনেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।ডঃ বি .আর. আম্বেদকর ছিলেন ভারতীয় সংবিধানের প্রধান রচয়িতা। দলিত আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক। তিনি একজন বিশ্বমানের আইনজীবী ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা, দার্শনিক, চিন্তাবিদ ,ঐতিহাসিক, সুবক্তা ,বিশিষ্ট লেখক, অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্র বিপ্লবী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।।তাঁকে ভারতীয় সংবিধানের জনক বলা হয় ।তিনি ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী হিসেবে ও কাজ করেছিলেন।তিনি মনে করেছিলেন ভারতবর্ষের মতো দেশে সর্ব ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে একদিন গণতান্ত্রিক দেশ ভারত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।আজ ১৪ ই এপ্রিল। ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা বি .আর .আম্বেদকরের শুভ জন্মদিন ।আমরা বাংলা জনপ্রিয় সংবাদপত্র দুরন্ত বার্তার পক্ষ থেকে জানাই তোমাকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

গুরুগ্রামের নির্ভানা কান্ট্রি সোসাইটির পাশে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, আতঙ্কিত বাসিন্দারা

গুরুগ্রাম, ১৩ এপ্রিল ঃ সপ্তাহের প্রথম দিনেই এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী থাকল গুরুগ্রাম। সোমবার নির্ভানা কান্ট্রি সোসাইটির পাশে একটি খালি জমিতে পড়ে থাকা আবর্জনার স্তূপে এই আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ, যা এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করে।খবর পেয়ে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে দমকল কর্মীদের ধর্মঘট চলায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সিভিল ডিফেন্সের একটি দলও বিশেষ সহযোগিতা করে। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী এবং আগুনের লেলিহান শিখা দেখে পার্শ্ববর্তী আবাসনগুলির বাসিন্দারা ভয়ে তাঁদের ফ্ল্যাটের জানলা-দরজা বন্ধ করে দেন। আগুন যাতে আবাসন পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে, সেদিকে নজর রেখেছিলেন দমকল কর্মীরা।সাব-ফায়ার অফিসার নরেশের মতে, আগুন নেভানো এবং তা ছড়িয়ে পড়া রোধ করা ছিল বিশাল বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে হয়।

জোর করে বাংলা দখল নয়, বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাঁকুড়া, ১৩ এপ্রিল ঃপশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জোর করে বাংলা দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হবে বলে ক।। হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী । গত রবিবার বাঁকুড়ার ওন্দা ও ছাতনা বিধানসভা এলাকায় একাধিক নির্বাচনী জনসভা থেকে তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান এবং রাজ্যের মানুষের কাছে গণতান্ত্রিক উপায়ে জবাব দেওয়ার আহ্বান জানান।ছাতনার শালচূড়া ফুটবল মাঠে আয়োজিত জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ওরা চাইছে জোর করে বাংলা দখল করবে। কিন্তু তা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তিনি অভিযোগ করেন, যাঁরা সংকটের সময় মানুষের পাশে দাঁ।য়নি, তাঁদের ভোট দেওয়া উচিত নয়। তাঁর বক্তব্য, এসআইআরের সময় যারা আপনাদের পাশে ছিল না, তাদের ভোট দেবেন না।তিনি আরও অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় শাসক দল গোটা দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করতে চাইছে। ডিলিমিটেশন বিলের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ওরা বাংলাকে টুকরো টুকরো করার চেষ্টা করছে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, এই বিল বাংলার অস্তিত্বের ওপর আঘাত আনতে পারে। তবে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বাংলাকে ভাঙতে দেওয়া হবে না।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে সরাসরি আক্রমণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কোনওটাই পূরণ হয়নি। তাঁর প্রশ্ন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা কোথায় গেল? দু'লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি কোথায়? তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, আমি মিথ্যা বললে আমার কান কেটে নেবেন, না হলে আপনিই নাকখত দিন।এদিন তিনি এসআইআর ইস্যুতে কেন্দ্রকে নিশানা করে বলেন, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলার ক্ষতি করা হয়েছে এবং এটি একটি ব। ধরনের দুর্নীতি। পাশাপাশি তিনি জোর দিয়ে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস কোনওভাবেই জাতপাতের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। তাঁর কথায়, আমরা একটাই ধর্ম মানি-মানবধর্ম। আমরা সব ধর্মকে সম্মান করি, কাউকে আমাদের ধর্ম শেখাতে হবে না।ওন্দা বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী সুব্রত দত্ত এবং ছাতনায় প্রার্থী স্বপন মণ্ডলের সমর্থনে প্রচার করতে গিয়ে তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তাও দেন। ভোটের সময় বাইরে খাবার গ্রহণে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেন, যে যা দেবে, খাবেন না। আগে দেখে নেবেন। অনেকের কাজ ২৪ ঘণ্টার, তাই সাবধানে থাকতে হবে।মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায় আরও বলেন, আসন্ন নির্বাচন সাধারণ নির্বাচন নয়, বরং মরণ-বাঁচনের লড়াই। তিনি দাবি করেন, মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য এবারের ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে এনআরসি প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, আপনাদের নাম যাতে বাদ না পা।, অধিকার যাতে সুরক্ষিত থাকে, তার জন্য এই ভোট অত্যন্ত জরুরি।তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের উদাহরণ দিয়ে বলেন, আমরা যা বলি, তা করে দেখাই। ২০২১-এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা পূরণ করেছি। এখন বলছি, সারা জীবন এই সুবিধা পাবেন।বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন, নববর্ষ আসছে, নতুন ভোর আসছে, নতুন দিন আসছে। বিজেপির বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার দিনও আসছে-গণতন্ত্রের বাক্সে।রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে এই ধরনের তীব্র বক্তব্য রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে তুলছে এবং প্রচার যুদ্ধে নতুন মাত্রা যোগ করছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

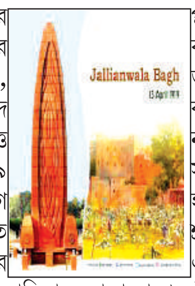

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ এপ্রিল ঃদেশজুড়ে সোমবার শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐতিহাসিক জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস পালন করা হচ্ছে। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে দমন মূলক আইন, রাওলাট আইনের প্রতিবাদে এক জমায়েতে নিরস্ত্র মানুষের উপর বর্বরোচিত গুলিবর্ষণ করা হয়। প্রসঙ্গত, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজ সরকারের প্রদত্ত নাইট হুড উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে যাঁরা প্রয়াত হয়েছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানান যে, এই দিনে আমরা জালিয়ানওয়ালা বাগের বীর শহীদদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদের জনগণের অদম্য চেতনার এক শক্তিশালী স্মারক। তাঁদের প্রদর্শিত সাহস ও অটল সংকল্প ভবিষ্য প্রজন্মকে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও মর্যাদার মূল্যবোধ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে চলেছে।অন্যদিকে জালিয়ানওয়ালাবাগের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার এক্স মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, ঠিক এই দিনেই পঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা বাগে নিষ্ঠুর ব্রিটিশ শাসনের অমানবিক চেহারা উন্মোচিত হয়েছিল, যখন শান্তিপূর্ণ সমাবেশে সমবেত নিরস্ত্র দেশবাসীর ওপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করা হয়েছিল। এই জঘন্য ঘটনা সমগ্র দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং ভগত সিং ও উধম সিং-এর মতো বিপ্লবীদের হৃদয়ে স্বাধীনতার শিখা আরও প্রজ্বলিত করেছিল। এটি ছিল সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ, যেখান থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবের চেতনা আরও বেশি গতি লাভ করেছিল। জালিয়ানওয়ালা বাগে জীবন উৎসর্গকারী সেই অমর শহীদদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং তাঁদের প্রতি মাথা নত করি।উল্লেখ্য, ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে দমন মূলক আইন, রাওলাট আইনের প্রতিবাদে এক জমায়েতে নিরস্ত্র মানুষের উপর বর্বরোচিত গুলিবর্ষণ করা হয়। প্রসঙ্গত, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজ সরকারের প্রদত্ত নাইট হুড উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ফের পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃ ভোটের মাত্র দশদিন আগে ফের পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। পর্যবেক্ষক নিয়োগ নিয়ে কমিশনকে তোপ দেগেছে তৃণমূল।ভিনরাজ্যের এক আইপিএস অফিসারকে বাংলার পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। নবনিযুক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক সর্বানা বিবেক এম। তিনি ওড়িশা ক্যাডারের আইপিএস অফিসার। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, নির্বাচনী আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, তার খেয়াল রাখবেন পুলিশ পর্যবেক্ষক। সেই সংক্রান্ত যাবতীয় রিপোর্ট তিনি কমিশনে পাঠাবেন।সোমবার তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে, ' অবাধ ও সুষ্ঠু' ভোটের নামে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এমন সব আধিকারিক পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে কোটি টাকার দুর্নীতি, এমনকি নারী নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। 'কমিশন কেবল বেছে বেছে বিজেপি ঘনিষ্ঠ বা কলঙ্কিত আধিকারিকদেরই বাংলায় পাঠাচ্ছে।' এই অভিযোগও করেছে রাজ্যের শাসক দল।প্রসঙ্গত, ভোট ঘোষণার পর থেকেই একের পর এক পুলিশ আধিকারিক, আইপিএসকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভিনরাজ্যের আধিকারিককে বাংলার ভোট পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তা নিয়ে এর আগেও একাধিকবার সরব হয়েছে শাসক শিবির তৃণমূল।

কাঁকসায় জনসভা থেকে উন্নয়নের খতিয়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি,বীরভূম, ১৩ এপ্রিল ঃ কাঁকসার রঘুনাথপুর জঙ্গলমহল মাঠে সোমবার জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি বলেন, আমি মানুষ দেখি। মা, বোনেরা তোমাদের জন্য লক্ষীর ভান্ডার বলেছিলাম, করেছি। বিজেপির মতো ভাঁওতা দিই না। দুয়ারে সরকার করব বলেছিলাম, স্বাস্থ্যসাথী বলেছিলাম আগের বার, করেছি। ঐক্যশ্রী, মেধাশ্রী, পথশ্রী, রূপশ্রী, বিনা পয়সায় স্কুলের জুতো, জামা, বইপত্র পাচ্ছে। বিয়েতে অসুবিধা হলেও রূপশ্রী পাচ্ছে। এক বার আমি বীরভূম থেকে পানাগড় যাচ্ছিলাম। আউশগ্রামের রাস্তার ধারে কিছু বাচ্চা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। কারও পায়ে জুতো নেই। তখনই ফোন করে শিক্ষামন্ত্রীকে বললাম, সব বাচ্চাকে জুতো, জামা দেওয়া হবে। ব্যাগ দেওয়া হবে। বাচ্চারা আমায় শিখিয়েছিল।মমতা বলেন, ইভিএম খারাপ হয়ে গেলে নতুন মেশিন না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। ভোট হয়ে গেলে পাহারা দিতে হবে। কেউ চা দিল খেয়ে নিলেন, অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তার পরে হয়ে গেল। বিজেপি ছক্কা মারল। এটা রাজনৈতিক যুদ্ধ। আমি যোদ্ধা হলে, মা-বোনেরা সহযোদ্ধা আর ভাইয়েরা পাহারাদার।

'আমি কোনও দলের বি টিম নই, মানুষের কণ্ঠস্বর', মন্তব্য আসাদউদ্দিন ওয়াইসির

নিজস্ব প্রতিনিধি,পশ্চিম বর্ধমান, ১৩ এপ্রিল ঃ জোট ভাঙা এবং দলীয় অবস্থান নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিলেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। হুমায়ুনের সঙ্গে বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে সোমবার তিনি বলেন, কখনও তাঁকে তৃণমূলের ' বি টিম', আবার কখনও বিজেপির ' বি টিম' বলা হয়। তবে এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ওয়াইসি দাবি করেন, তিনি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করেন।এদিন সাংবাদিকদের ওয়াইসি জানান, তাঁর রাজনীতি কোনও নির্দিষ্ট দলের সুবিধা বা অসুবিধার জন্য নয়, বরং মানুষের সমস্যা ও দাবিদাওয়া তুলে ধরাই তাঁর মূল লক্ষ্য। বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে তিনি বলেন, এ ধরণের তকমা দেওয়া এখন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আশাবাদী ওয়াইসি। তাঁর কথায়, এবারে ফল ভালো হবে বলেই তিনি বিশ্বাস করেন জানি।

আলকারাজকে হারিয়ে শিরোপা জিতে সিনার ফিরলেন শীর্ষস্থানে

মন্টে কার্লো, ১৩ এপ্রিল ঃডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজকে হারিয়ে মন্টে কার্লো মাস্টার্স শিরোপা জিতেছেন ইয়ানিক সিনার। একই সঙ্গে স্প্যানিশ তারকার কাছ থেকে র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর স্থান পুনরুদ্ধার করেছেন এই ইতালিয়ান তারকা।মোনাকোয় রবিবার ফাইনালে দুই ঘণ্টা ১৫ মিনিটের লড়াইয়ে ৭-৬ (৭-৫), ৬-৩ গেমে জেতেন সিনার।গত নভেম্বরে এটিপি চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে সিনারের সরাসরি সেটে জয়ের পর, এটিই ছিল র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দুই খেলোয়াড়ের প্রথম সাক্ষাৎ।মাস্টার্স ১০০০ ইভেন্টে ক্লে-কোর্টে সিনারের প্রথম শিরোপা এটি। দারুণ এক কীর্তিও গড়েছেন তিনি। একই মরসুমে ' সানশাইন ডাবল' ও মন্টে কার্লো জেতা দ্বিতীয় খেলোয়াড় সিনার। এর আগে ২০১৫ সালে এই স্বাদ পেয়েছিলেন নোভাক জোকোভিচ।চলতি বছর মাস্টার্স ১০০০ ইভেন্টে সিনারের তৃতীয় শিরোপা এটি। এর আগে তিনি জিতেছেন ইন্ডিয়ান ওয়েলস ও মায়ামি ওপেন। একই বছরে হার্ড-কোর্টের এই দুটি শিরোপা জয়কে বলা হয় ' সানশাইন ডাবল।'এসব ইভেন্টে টানা ২২ ম্যাচ জিতলেন সিনার।

রাশিফল

মেষঃ মেষ রাশির জন্য অনেক নতুন সুযোগ আসতে পারে। আপনি সামাজিক জীবনে সক্রিয় থাকবেন এবং নতুন পরিচিতি করার ভাল সুযোগ পাবেন। প্রেম আসতে পারে

বৃষঃ আজকের দিনটা খুবই পজিটিভ আর এনার্জেটিক যাবে।

মিথুনঃ যেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী।

কর্কট রাশি ঃ নিজে নিজে ওষুধ খাবেন না কারণ এতে ওষুধ নির্ভরতা বাড়ে। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অনেক টাকা পাবেন। ভক্তুতা লাভ করবেন। শুভদিন।

সিংহঃ আজকের দিনটা ইতিবাচক শক্তি আর আত্মবিশ্বাসে ভরা থাকবে। আপনি অনেকদিন ধরে যেসব কাজের পরিকল্পনা করেছিলেন, সেগুলোতে আজ সফলতা আসবে। শুভদিন হবে।

কন্যাঃআজকের দিনটা বিশেষভাবে উৎসাহজনক। আপনার কঠোর পরিশ্রম আর নিষ্ঠার ফল এখন ঘরে তোলার সময় এসেছে। শুভদিন।

তুলাঃ সীমাহীন শক্তি ও উদ্যম আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। আত্মীয়রা আপনার অতিরিক্ত উদার আচরণের জন্য আপনার অন্যায় সুযোগ নিতে চেষ্টা করবে। বিবাহের যোগ হবেই।

বৃশ্চিকঃ আপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন। আপনি যদি আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে থাকেন তবে আজই এটি ফিরিয়ে দেওয়া ভাল, অন্যথায় সেই সদস্যটি আপনার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে পারে। আপনার বাচ্চার কোন পুরস্কার গ্রহণের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে আপনি খুশি হবেন।

ধনুঃ আজ ধনু রাশিদের জন্য দিনটা খুবই ইতিবাচক। আজ আপনার এনার্জি অনেক বেশি থাকবে, আর আপনি জীবনে নতুন কিছু চেষ্টা করার জন্য খোলা মনে থাকবেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে

মকরঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। কাজের ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।

কুম্ভঃ আপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমেই আপনি আপনার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। বিবাহের যোগ।

মীনঃ এমন ক্রিয়াকলাপে নিজেকে নিয়োজিত করুন যা আপনাকে আপনার শান্তভাব বজায় রাখতে সাহায্য করবে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবে।

আবহাওয়া

এ বার ভোগাবে গরম, তাপমাত্রার পারদ যেভাবে চাছে, তাতে সেই ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, আগামী দু'দিন দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় হাঁসফাঁস গরম পড়বে। গরম এবং অস্বস্তির কারণে ওই জেলাগুলিতে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতা-সহ সারা রাজ্যে দিনের তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। তবে পয়লা বৈশাখে আবার উত্তরবঙ্গের আট জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি বেশি।শুষ্ক পশ্চিমী বাতাসের কারণে রাজ্যে ধীরে ধীরে বাড়বে তাপমাত্রা। আগামী চার দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। তার পরে তিন দিন তাপমাত্রার সে ভাবে হেরফের হবে না। মঙ্গলবার সংক্রান্তির দিনে দক্ষিণবঙ্গের চার জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় গরম এবং অস্বস্তির কারণে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী শনিবার পর্যন্ত ওই চার জেলায় হলুদ সতর্কতা রয়েছে। পশ্চিম বর্ধমানে বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা রয়েছে। গরমের মধ্যেই পয়লা বৈশাখ, বুধবার প।ছে, ওই দিন পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি হতে পারে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯ শত করা এবং সর্বনিম্ন ৩৭ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি সোমবার।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০১ টা ৫১ মিনিটে। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৪০মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৬মিনিটে হতে পারে।

বিজেপি ও সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান সাঁকরাইলে

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ১৩ এপ্রিল ঃ বিজেপি ও সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান সাঁকরাইলে, ডোমজুড়েও বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে বহু কর্মী। হাওড়ার সাঁকরাইলে ও ডোমজুড়ে শক্তিবৃদ্ধি হলো তৃণমূলের। সাঁকরাইলে বিজেপি ও সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন প্রায় তিন শতাধিক কর্মী-সমর্থক। এদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন সাঁকরাইলের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এবং প্রাক্তন বিধায়িকা প্রিয়া পাল। জানা গেছে, সাঁকরাইল বিধানসভা এলাকার মানিকপুর, কোলরা-১ ও সারেঙ্গা অঞ্চল থেকে প্রায় তিনশো'র বেশি বিজেপি ও সিপিএম কর্মী-সমর্থক রবিবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এর পাশাপাশি হাও।ার বালি, সাঁকরাইলের পর ডোমজুড়েও ফের ভাঙন বিজেপিতে। জানা গেছে, ডোমজুড় বিধানসভার বালি আনন্দনগরে প্রজ্ঞা ঝাঁ, অনিল রজক ও রামজীবন যাদবের মতো পদাধিকারী সহ ২৫০ জন বিজেপি কর্মী রবিবার ডোমজুড় কেন্দ্র তৃনমূল কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান তাপস আইন ও বালি অঞ্চলের সভাপতি প্রদীপ ভাওয়াল এর হাত ধরে তৃনমূলে যোগ দেন।

ভোটের আগে ফের ‘মাথা ব্যথা’-দাম ও সরবরাহ সংকটে রাজনীতির উত্তাপ চরমে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ সময় বদলেছে, ক্যালেন্ডারে এগিয়েছে নির্বাচনের বছর। কিন্তু আমজনতার নিত্যদিনের সমস্যার তালিকায় এক নম্বরেই রয়ে গিয়েছে রান্নার গ্যাস। বরং সময়ের সঙ্গে সেই যন্ত্রণা আরও প্রকট হয়েছে বলেই মনে করছেন সাধারণ মানুষ। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসছে এলপিজি সিলিন্ডার। আকাশছোঁয়া দাম এবং সরবরাহের অনিশ্চয়তা-এই দুই ইস্যুকেই হাতিয়ার করে ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গে সিলিন্ডার হাতে নিয়ে মিছিল করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় গ্যাসের দাম ৬২০.৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৮৪৫.৫০ টাকায় পৌঁছেছিল, যা সাধারণ মানুষের সংসারে বড়সড় চাপ তৈরি করেছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সেই ‘ ব্যথা’ ভোটবাক্সেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। পাঁচ বছর পর ফের এক নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়েছে বলেই অভিযোগ।বর্তমানে এক একটি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম পৌঁছে গিয়েছে ৯৩৯ টাকায়। তবে সমস্যা শুধু দামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। ক্রমশ বাড়ছে সরবরাহের সঙ্কটও। গ্রাহকদের অভিযোগ, আগে যেখানে বুকিংয়ের ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সিলিন্ডার

পাওয়া যেত, এখন সেই সময়সীমা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ থেকে ১৫ দিনে। এমনকি বুকিংয়ের ব্যবধানও বাড়ানো হয়েছে বলে দাবি বহু গ্রাহকের। এই পরিস্থিতিতে ইন্ডেন এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরদের একাংশ জানাচ্ছেন, সরবরাহ প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গিয়েছে। আগে যেখানে একটি ডিলারের জন্য দশটি সিলিন্ডার বরাদ্দ থাকত, এখন তা কমে সাতটিতে নেমে এসেছে। ফলে চাহিদা ও জোগানের ফারাক ক্রমশ বা।ছে। এই সংকট আরও গভীর হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও এই সমস্যার পিছনে বড় ভূমিকা নিচ্ছে। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘাতের জেরে জ্বালানি সরবরাহের শৃঙ্খল ভেঙে পড়েছে। যে সব দেশ থেকে ভারত এলপিজির কাঁচামাল আমদানি করত, সেই সব অঞ্চলের অনেক ঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে যুদ্ধ থেমে গেলেও স্বাভাবিক সরবরাহ ব্যবস্থায় ফিরতে সময় লাগবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও তুঙ্গে উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কেন্দ্রের কূটনৈতিক ব্যর্থতার অভিযোগ তোলা হয়েছে। মোদি ইজরায়েল সফরে গিয়ে বেঞ্জামিনের সঙ্গে ম্যাচিং করে জামা পরলেন। অথচ যুদ্ধের কোনও আগাম খবর পেলেন না। এই কূটনৈতিক ব্যর্থতার জেরে ভুগছে গোটা দেশ। কেন পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রাখা হল না? অন্যদিকে বাম শিবিরের অভিযোগ, শুধু জ্বালানি নয়, সামগ্রিক অর্থনীতিই চাপে রয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি এবং টাকার অবমূল্যায়ন সাধারণ মানুষের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলছে। তবে পাল্টা সাফাই দিয়েছে গেরুয়া শিবির। তাদের বক্তব্য, এখনও সরকার ভরতুকি দিচ্ছে বলেই সিলিন্ডারের দাম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। না হলে প্রতিটি সিলিন্ডারের দাম ১৬০০ টাকায় পৌঁছে যেত। আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতার কারণেই দাম বৃদ্ধি হয়েছে বলে দাবি তাদের। কিন্তু রাজনৈতিক যুক্তি-পাল্টা যুক্তির বাইরে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন একটাই-এই ‘মাথা ব্যথা’ থেকে আদৌ মুক্তি মিলবে কি? নাকি ভোটের আবহে এই ইস্যু শুধুই রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহৃত হবে? আসন্ন নির্বাচন সেই প্রশ্নেরই উত্তর দেবে।

ভোটের আগে কড়া নজরদারি, বাড়ি বাড়ি প্রচার থেকে লিফলেট বিলি-সবই নথিভুক্ত করতে হবে ‘অ্যাপে’

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে একাধিক কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রশাসন। এবার রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার কর্মসূচির উপর নজরদারি আরও বাড়াতে নির্বাচন কমিশনের ‘ অ্যাপ বা পোর্টালে সমস্ত কার্যকলাপ নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শুধু বড় মিছিল বা জনসভা নয়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছোটখাটো প্রচার কিংবা লিফলেট বিলির মতো ছোট কর্মসূচিও এই অ্যাপে জানাতে হবে রাজনৈতিক দলগুলিকে। এই তথ্যের ভিত্তিতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে পুলিশ প্রশাসন, এমনটাই জানানো হয়েছে। সাধারণত ভোটের আগে বড় রাজনৈতিক সমাবেশ বা মিছিল আয়োজনের ক্ষেত্রে এই অ্যাপ ব্যবহার করা হয়। এতে পুলিশ আগে থেকেই জানতে পারে কোন দল কখন, কোথায় কর্মসূচি করতে চলেছে এবং সেই অনুযায়ী নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তবে এবার ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই পাড়া-মহল্লায় ছোট ছোট সভা, মিছিল এবং স্ট্রিট কর্নার মিটিংয়ের সংখ্যা বাড়ছে। আর এই ছোট কর্মসূচিগুলিকেও গুরুত্ব দিয়ে নজরে রাখতে চাইছে প্রশাসন। লালবাজার সূত্রে খবর, মূল লক্ষ্য হল যাতে কোনওভাবেই দুই বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি কাছাকাছি সময়ে বা একই এলাকায় না হয়। কারণ, ছোটখাটো বিষয় থেকেও সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে। তাই ‘ অ্যাপে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ পরিকল্পনা করে নিচ্ছে, কোন এলাকায় কোন সময়ে কোন দলের কর্মসূচি হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এমনকী, স্ট্রিট কর্নার মিটিংয়ের ক্ষেত্রেও মাইকের শব্দ নিয়ে যাতে কোনও সমস্যা বা উত্তেজনা তৈরি না হয়, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের মতে, বাড়ি বাড়ি প্রচার কার্যক্রমও এখন গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। কোনও দল কখন কোন এলাকায় ডোর-টু-ডোর প্রচার চালাচ্ছে, তা আগে থেকে জানা থাকলে সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব। সেই কারণে রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের প্রচারও ‘ অ্যাপে নথিভুক্ত করতে হবে। একইভাবে লিফলেট বিলির মতো কার্যক্রম সম্পর্কেও আগাম তথ্য দিতে বলা হয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশাসন একদিকে যেমন রাজনৈতিক কর্মসূচির উপর নজরদারি চালাতে পারছে, অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও তা কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও সতর্ক করা হচ্ছে, যাতে কোনও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এদিকে, শুধু থানা বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নয়, ট্রাফিক পুলিশের উপরেও বাড়ানো হয়েছে দায়িত্ব। লালবাজারের পক্ষ থেকে ট্রাফিক বিভাগকেও বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। বিশেষ করে যেসব রাস্তায় রাজনৈতিক মিছিল বা সমাবেশে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেই সব জায়গায় আগে থেকেই নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে মিছিল বা সভার কারণে কোনওভাবেই যানজট তৈরি না হয়, সেদিকেও কড়া নজর রাখছেন ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিকরা। বিশেষ করে স্ট্রিট কর্নার মিটিং বা ছোট সমাবেশের ক্ষেত্রেও যান চলাচল যাতে বিঘ্নিত না হয়, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। সার্জেন্ট ও অন্যান্য ট্রাফিক আধিকারিকদের সেই অনুযায়ী প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। ফলে নির্বাচনের আগে প্রশাসনের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে, তা বলাই বাহুল্য। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে রাজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসনের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণে রেখে যাতে কোনও অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা না হয়, সেই জন্যই ‘ অ্যাপে কেন্দ্র করে এই নতুন নজরদারি ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। এখন দেখার, এই কড়াকড়ি কতটা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে কতটা সুষ্ঠু রাখতে সাহায্য করে।

ভোটের আগে ডায়মন্ড হারবারে নাকাচেকিংয়ে উদ্ধার ১০ লক্ষ টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে যখন গোটা বাংলাজু।ে জোরকদমে চলছে প্রচার, ঠিক সেই সময় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে নাকাচেকিংয়ের সময় বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। উস্তি থানার অন্তর্গত হটুগঞ্জ মো।ে পুলিশের তল্লাশিতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি নগদ অর্থ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় আটক করা হয়েছে দুই বিজেপি নেতাকে, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী তীব্র রাজনৈতিক তরজা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়মিত নাকাচেকিং চালানো হচ্ছে। বেআইনি অস্ত্র, মাদক বা অঘোষিত নগদ অর্থ যাতে এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্যই এই বিশেষ নজরদারি। সোমবার সকালে হটুগঞ্জ মো।ে পুলিশ একটি চারচাকা গাড়িকে থামিয়ে তল্লাশি চালায়। গা।রি ভেতরে থাকা একটি ব্যাগ খুলতেই চোখে পড়ে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা। প্রথমে গা।তে থাকা ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও টাকার কোনও বৈধ নথি বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলেনি। এরপরই গাড়ি, নগদ অর্থ এবং গা।তে থাকা দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ ৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা বলে জানা গিয়েছে। পরে তদন্তে উঠে আসে, আটক দুই ব্যক্তি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের নাম অরুনাভ মজুমদার এবং অক্ষয় চক্রবর্তী। অরুনাভ মজুমদার কলকাতার বাসিন্দা এবং বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য হিসেবে পরিচিত। পাশাপাশি তিনি মগরাহাট (পশ্চিম) বিধানসভা কেঃেদ্রর দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা বলেও জানা গিয়েছে। অন্যদিকে অক্ষয় চক্রবর্তী ওই একই বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি কনভেনার হিসেবে কাজ করছেন। ঘটনায় গাড়ির চালককেও আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, গাড়িটি কুলপির দিক থেকে আসছিল এবং নির্দিষ্ট কোনও গন্তব্যে যাচ্ছিল। তবে এত বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা নিয়ে ঠিক কোথায় যাচ্ছিলেন ওই দুই নেতা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ধৃতদের দাবি, এই টাকা দলীয় তহবিল এবং নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারির মধ্যে এত পরিমাণ নগদ অর্থ বহন করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে যে, বিজেপি নির্বাচনের সময় রাজ্যে বিপুল পরিমাণ টাকা এনে তা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি করে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এই ঘটনার পর সেই অভিযোগ আরও জোরালো হয়েছে বলেই দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদার এই প্রসঙ্গে বলেন, বিজেপি বহিরাগত সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে এবং টাকা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা তাদের রাজনৈতিক কৌশলের অংশ। তাঁর কথায়, প্রায় ১০ লক্ষ টাকা-সহ বিজেপির দুই নেতা ধরা পড়ায় আমাদের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। দলের একাংশের দাবি, যে টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে বলা হচ্ছে, তা আদৌ ওই দুই নেতার কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে কিনা তা নিয়েই সন্দেহ রয়েছে। বিজেপি নেতা সুফল ঘাঁটু এই ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক চক্রান্তের সম্ভাবনার কথাও উ।য়ে দেননি। তাঁর বক্তব্য, ভোটের আগে বিজেপিকে বদনাম করতে পরিকল্পিতভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হতে পারে এবং বিষয়টি দল খতিয়ে দেখছে।

ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। টাকার উস, তা কোথা থেকে আনা হয়েছে এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল-এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হচ্ছে।

ভোটের আগে কলকাতা পুলিশে বড় রদবদল, প্রশাসনিক কাঠামোয় নতুন করে দায়িত্ব বণ্টন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে কলকাতা পুলিশে ব।স। রদবদলের সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। শহরের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে যুগ্ম কমিশনার ও অতিরিক্ত কমিশনার স্তরে দায়িত্বের ব্যাপক পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। নতুন এই নির্দেশিকার ফলে কলকাতা পুলিশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখায় কাজের ধরন এবং দায়িত্বের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনকে সামনে রেখে বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা, গোয়েঃদা তপরতা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত নজরদারি আরও জোরদার করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, যুগ্ম কমিশনার স্তরে দায়িত্ব বণ্টনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদল করা হয়েছে, যা সরাসরি নির্বাচনী নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত। নতুন ব্যবস্থায় যুগ্ম কমিশনার (সদর) হিসেবে সুদীপ সরকারকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর অধীনে থাকবে শহরের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, কংেট্রাল রুমের তদারকি এবং নির্বাচন সেল। ফলে ভোটের সময় শহরের নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক তপরতা অনেকটাই তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। অন্যদিকে সোমা দাস মিত্রকে যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, সাইবার ক্রাইম শাখা এবং আদালত সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়। ফলে অপরাধ দমন ও তদন্তমূলক কাজের উপর আরও জোর দেওয়া হচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করতে ইন্টেলিজেন্স শাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দেবস্মিতা দাসকে। বিশেষ শাখা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতরও তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকবে। নির্বাচনকে ঘিরে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও অশান্তির আশঙ্কা আগাম শনাক্ত করতে এই শাখার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রশাসনিক মহল। অন্যদিকে শহরের ট্রাফিক ও পরিবহণ ব্যবস্থার দায়িত্বে রাখা হয়েছে রূপেশ কুমারকে, যাতে ভোটের সময় শহরের যান চলাচল স্বাভাবিক থাকে এবং কোনও রকম বিশৃঙ্খলা না তৈরি হয়। একই সঙ্গে অতিরিক্ত কমিশনার স্তরেও ব। পরিবর্তন আনা হয়েছে। দেবেঃদ্র প্রকাশ সিংহকে আইন-শৃঙ্খলা, নির্বাচন সেল, সশস্ত্র পুলিশ এবং বিশেষ বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভোটের সময় এই বিভাগগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তাঁর ওপর বড় দায়িত্ব বর্তেছে। পাশাপাশি সন্তোষ পাণ্ডের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ট্রাফিক, সিসিটিভি নজরদারি, ডায়াল ১০০ পরিষেবা এবং কমিউনিটি পুলিশিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এর ফলে শহরের প্রতিটি কোণে নজরদারি বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বিশেষ শাখা, নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা তৎপরতার তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন ধ্রুবজ্যোতি দে। তাঁর নেতৃত্বে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের কাজ আরও গতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে আধুনিকীকরণ, নিয়োগ প্রক্রিয়া, আর্থিক ও প্রশাসনিক দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অশেষ বিশ্বাসকে, যাতে সামগ্রিক প্রশাসনিক কাঠামো আরও সুসংহত হয়।লালবাজারের একাধিক সূত্রের মতে, ভোটের আগে এই পুনর্বিন্যাসের মূল লক্ষ্য হল প্রশাসনের ভিত শক্ত করা এবং প্রতিটি শাখাকে আরও সক্রিয় করে তোলা। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই কলকাতা পুলিশের অন্দরে নজরদারি ও প্রস্তুতি বা।ানো হচ্ছে। প্রশাসনিক এই রদবদল যে নির্বাচনী নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করে তুলবে, সে বিষয়ে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট মহল।

নরেন্দ্রপুরের ফ্ল্যাট থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,নরেন্দ্রপুর,১৩ এপ্রিল ঃ নরেন্দ্রপুর থানার রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার নবগ্রাম এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এক যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম অরূপ মন্ডল (৩৭)। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ছ’ রাউন্ড গুলি।তবে সোমবার আবাসনের বাসিন্দারা এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। পরিবারের দাবি, মধ্যরাতে প্রায়. একটা নাগাদ এক পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে খবর পান অরূপের মামা শংকর নস্কর। এরপর পরিবারের সদস্যারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। খবর পেয়ে. ঘটনাস্থলে যায় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে মৃতের মাথায় আঘাতের চিহ্ন মিলেছে বলেও জানা গিয়েছে।আর এই ঘটনায় অরূপের বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা দাস এবং তার এক বন্ধু রাজুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। নির্বাচনী আবহের মধ্যে গুলি চালানোর ঘটনা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

ভোটের দশদিন আগে ভিনরাজ্যের আইপিএস অফিসারকে বাংলায় পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আর মাত্র দশদিন বাকি। এই আবহেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর আরও কড়া নজরদারি চালাতে ফের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। ভিনরাজ্যের এক আইপিএস আধিকারিককে বাংলার পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। নবনিযুক্ত এই পর্যবেক্ষক সর্বানা বিবেক এম, যিনি ওড়িশা ক্যাডারের অভিজ্ঞ আইপিএস অফিসার। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, নির্বাচনী আইনশৃঙ্খলা রক্ষার যাবতীয় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা এবং সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট সরাসরি কমিশনে পাঠানোই হবে তাঁর প্রধান দায়িত্ব। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনে একাধিক রদবদল করেছে নির্বাচন কমিশন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা বহু পুলিশ আধিকারিক এবং আইপিএস অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের জায়গায় ভিনরাজ্যের অফিসারদের এনে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপ নিয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস একাধিকবার আপত্তি জানিয়েছে। তাদের দাবি, এভাবে বাইরে থেকে অফিসার এনে দায়িত্ব দেওয়ার মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। যদিও কমিশন তাদের অবস্থানে অনড় থেকেছে এবং নিরপেক্ষ ভোট পরিচালনার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে। বাংলার ভোট মানেই অতীতে বহুবার অশান্তির ছবি সামনে এসেছে। বোমাবাজি, সংঘর্ষ, এমনকি খুনের ঘটনাও বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে। বিশেষ করে একুশের বিধানসভা নির্বাচনের

পর ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে রাজ্যজুড়ে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের মতো জেলাগুলিতে একাধিক অশান্তির ঘটনা সামনে আসে, যা নিয়ে জাতীয় স্তরেও আলোচনা হয়। তবে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন তুলনামূলকভাবে অনেকটাই শান্তিপূর্ণ ছিল। ভোট চলাকালীন বা ভোট-পরবর্তী সময়ে বড় ধরনের হিংসার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। সেই ধারা বজায় রাখতেই এবার আরও সতর্ক নির্বাচন কমিশন। কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ভোটের কাজে যুক্ত প্রত্যেক আধিকারিককে শুধুমাত্র কমিশনের নির্দেশ মেনেই কাজ করতে হবে। কোনও রাজনৈতিক দলের প্রভাব বা নির্দেশে কাজ করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও রাজ্যের সমস্ত পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোথাও হিংসার ঘটনা ঘটলে তাক্ষণিক কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। সব মিলিয়ে, আসন্ন নির্বাচনকে কেঃদ্র করে প্রশাসনিক স্তরে নজরদারি ও প্রস্তুতি যে আরও বাড়ানো হয়েছে, তা স্পষ্ট।

নির্বাচনী আবহে সোশাল মিডিয়ায় কমিশনের ‘ সম্পর্কিত পোস্টে তোলপাড় ভোটবঙ্গ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন। আগামী সপ্তাহেই বাংলায় শুরু হতে চলেছে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। সেই আবহে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। শাসক ও বিরোধী-সব পক্ষই প্রচারে ঝড় তুলতে মরিয়া। একে অপরকে নিশানা করে ধারালো আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণে সরগরম রাজনীতি। এই উত্তেজনার মধ্যেই হঠা করেই সোশাল মিডিয়ায় এক ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করে চর্চার কেঃেদ্র উঠে এল নির্বাচন কমিশন। আর সেই পোস্ট ঘিরেই এখন তোলপাড় গোটা ভোটবঙ্গ। দক্ষিণ কলকাতার জেলা নির্বাচন আধিকারিকের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউঃট থেকে করা একটি পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সেখানে বলিউডের জনপ্রিয় দুই তারকা মাধুরী দীক্ষিত ও আমির খান অভিনীত একটি ছবির বহুল পরিচিত গানের লিঙ্ক শেয়ার করা হয়েছে। গানটির কথা-‘ প্যায়ার করনে ওয়ালে, দুনিয়া সে না ডরনে ওয়ালে, ইয়ার জ্বলনে ওয়ালে কো জ্বালায়েঙ্গে’। এই গানের মধ্যেই যেন একধরনের বার্তা লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। তবে আসল চমক ছিল সেই পোস্টের ক্যাপশনে। ক্যাপশনে ভোটারদের উদ্দেশে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, ‘ মা, বোন ও ভাইদের নির্ভয়ে. ভোট দেওযার আহ্বান করা হচ্ছে। যদিও কিছু লোক এতে জ্বলতে পারে। গুণ্ডা, অপরাধীরা সাবধান। নিজেদের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে বার্নল ও বোরোলিন মজুত রাখুন। না হলে উত্তাপ এতটাই বাড়বে যে আপনারা পুড়ে যাবেন।’ এই ভাষা এবং ‘ প্রসঙ্গ ঘিরেই শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, সাধারণত নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থার কাছ থেকে এমন রসিকতা মিশ্রিত, আবার একইসঙ্গে কটাক্ষপূর্ণ ভাষার ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না। ফলে এই পোস্টকে অনেকেই ব্যতিক্রমী বলে মনে করছেন। কেউ কেউ বলছেন, ভোটের সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে সাহস জোগাতে এবং দুষ্কৃতীদের কড়া বার্তা দিতেই এই ভঙ্গি বেছে নেওয়া হয়েছে। আবার অন্য একাংশের মতে, এই পোস্টের মধ্যে রাজনৈতিক ইঙ্গিতও লুকিয়ে থাকতে পারে। ভোটের বাংলায় রঙ্গ-রসিকতার অভাব নেই-এ কথা এখন প্রায় সর্বজনবিদিত। নির্বাচনী প্রচারে নেমে প্রার্থীদের নানা কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যেই মানুষের নজর কেড়েছে। কোথাও প্রার্থীকে দেখা গিয়েছে রুটি বেলতে, কোথাও মাছ ধরতে, আবার কোথাও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে চুল বা দাঁড়ি কেটে দিতে। এইসব কর্মকাণ্ডে ভোটের আবহে একধরনের আলাদা মাত্রা যোগ হয়েছে। সেই জায়গা থেকেই অনেকেই মনে করছেন, নির্বাচন কমিশনের এই সোশাল মিডিয়া পোস্টও সেই ‘ রঙ্গ’-এরই এক নতুন সংযোজন। তবে এই পোস্টে স্পষ্ট বার্তাও রয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, ভোটে কোনওরকম বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা হলে তা কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে। ‘ ও ‘ প্রসঙ্গ ব্যবহার করে কার্যত হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, আইন ভাঙার চেষ্টা করলে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যা সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে রসিকতার আড়ালে এক কঠোর বার্তাই তুলে ধরতে চেয়েছে কমিশন-এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের অনেকেই। প্রসঙ্গত, চলতি নির্বাচনে কমিশন ও শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পর্ক একাধিকবার উত্তপ্ত হয়েছে। ভোট ঘোষণার পর থেকেই প্রশাসনিক স্তরে একের পর এক রদবদল, পুলিশ আধিকারিকদের বদলি, এবং বিভিন্ন নির্বাচনী তালিকা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বারবার কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। কখনও চিঠি লিখে, কখনও জনসভা থেকে সরাসরি আক্রমণ শানিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বিশেষ করে মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় একাধিকবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেই কমিশনের এই সোশাল মিডিয়া পোস্ট নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। অনেকের মতে, নাম না করে এই পোস্টের মাধ্যমে শাসকদলের সমালোচনার জবাব দিতে চেয়েছে কমিশন।

ভোটার তালিকায় নাম না ওঠায় আতঙ্ক, রাষ্ট্রপতির কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন আরামবাগের ৬ বাসিন্দার

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ ভোটের মরশুমে যখন রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় আরামবাগ থেকে উঠে এল এক চাঞ্চল্যকর ও উদ্বেগজনক ঘটনা। এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাবতীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার পরও ভোটার তালিকায় নাম না ওঠায় চরম হতাশা ও আতঙ্কে রাষ্ট্রপতির কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানালেন আরামবাগের ছয় বাসিন্দা। সোমবার তাঁরা আরামবাগ মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে তাঁর মাধ্যমে এই আবেদন জমা দেন। ঘটনাটি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। এদিনের ঘটনা ছিল যথেষ্ট ব্যতিক্রমী এবং প্রতীকী প্রতিবাদের এক নজির। প্রাক্তন শিক্ষিকা তইবুন্নেসা বেগমকে সামনে রেখে ওই ছয়জন আবেদনকারী নিজেদের শরীরে বিভিন্ন নথিপত্র সেঁটে মহকুমা শাসকের দপ্তরে হাজির হন। তাঁদের দাবি, পরিচয় প্রমাণের যাবতীয় সরকারি নথি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যা তাঁদের কাছে শুধু অপমানজনকই নয়, ভবিষ্য নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তইবুন্নেসা বেগম আরামবাগ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং স্থানীয় এক উচ্চবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। দীর্ঘ ৩৪ বছর সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন তিনি। এর মধ্যে প্রায় ২০ বছর প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব সামলেছেন। বর্তমানে তিনি সরকারি পেনশনভোগী। তাঁর স্বামীও একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, যিনি আরামবাগ গার্লস কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের উভয়েরই বৈধ নথিপত্র রয়েছে, এমনকি পাসপোর্টও রয়েছে এবং বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও আছে। তা সত্ত্বেও ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ পড়ায় তাঁরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ। শুধু তইবুন্নেসা বা তাঁর স্বামী নন, অভিযোগ অনুযায়ী ওই একই ওয়ার্ডের প্রায় ২০৬ জন বাসিন্দার নাম এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাদ পড়েছে। তাঁদের মধ্যেই ছয়জন এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, স্বাধীন দেশে জন্ম নিয়েও আজ যেন তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা ও অনিশ্চয়তা তাঁদের মানসিকভাবে ভেঙে দিচ্ছে। তইবুন্নেসা বেগমের কথায়, আমি সরকারি কর্মী ছিলাম, এখন পেনশন পাই। আমার পাসপোর্ট আছে, বাইরেও গিয়েছি। এত বছর ধরে ভোট দিয়েছি। তারপরও নাকি আমার নাম ভোটার তালিকায় তোলা যাচ্ছে না। আর কী নথি দিলে ভোটার তালিকায় নাম উঠবে? এখন নাম না থাকলে যদি ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়, তার থেকে মৃত্যুই শ্রেয়। আমরা তাই মহকুমা শাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানাচ্ছি। এদিন তাঁদের সঙ্গে মহকুমা শাসকের দপ্তরে যান স্থানীয় কাউন্সিলার স্বপন নন্দীও। গোটা ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করেছে। বিজেপির পক্ষ থেকে এই ঘটনাকে ‘ বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুশান্ত ঘোষ দাবি করেছেন, নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা। তারা কী কাজ করছে না করছে, সেটা তো তারাই জানে। সেই কাজে যে ভুল হচ্ছে, তার দায় রাজ্যের তরফে যাঁরা দায়িত্বে রয়েছেনস, তাঁদের দায়। তাঁরাই মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। আর নাম বাদ গিয়েছে বলে যাঁরা স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানাচ্ছে, তাঁরা নাটক করছেন। এঁদের পিছনে কেউ না কেউ আছে। কেউ মৃত্যু চাইলে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করার কী আছে? অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বিজেপির এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের দাবি, বিজেপি নেতার কথা পুরোপুরি ভুল। এসআইআর ইস্যুতে আমরা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁ।িয়েছি। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও এত সংখ্যক মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ল। একইসঙ্গে এই ধরনের পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের মনে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, সেটাও এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ভোটের মুখে এই ঘটনা শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলেনি, বরং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকার নিয়েও নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। সব মিলিয়ে, আরামবাগের এই ঘটনা ভোটের আগে এক গভীর মানবিক সংকটের ছবি তুলে ধরেছে, যেখানে প্রশাসনিক জটিলতা আর রাজনৈতিক তরজার মাঝখানে পড়ে সাধারণ মানুষ ক্রমশ অসহায় হয়ে উঠছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৩৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩০ চৈত্র, ১৪৩২

রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কর্তা রূপে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১২ এপ্রিল ১৮৮৫- ২৩ মে ১৯৩০)। ভারতের উত্তর- পশ্চিম অঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে তিনি সিন্ধু অঞ্চলে খননকাজের সময় এমন কতগুলি নিদর্শনের সন্ধান পান যেই আবিষ্কারের ফসল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় এক দিগন্ত খুলে যায়। ১৯২২ সালে খননকাজ শুরু হয়। এই বিস্তৃত খননকাজ ও সিন্ধু সভ্যতার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বেশ কিছু প্রবন্ধ ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি হলো An Indian City Five Thousand Years Ago SCalcutta Municipal Gazette– November– 1928); মুহেন-জোদরো (বসুমতী, ১৩৩১ বা.স); Prehistoric– Ancient and Hindu India (১৯৩৪ সালে মরণোত্তর প্রকাশিত) এবং Mahenjodaro A Forgotten Report (১৯৮৪)। এছাড়াও মাত্রই ৪৫ বছরের জীবনে তাঁর বিস্তৃত গবেষণা বেশ চমৎকৃত করে। নীচে রইল তার তালিকা। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সংগ্রহে তাম্রলিপির তালিকা (১৯১০), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর জাদুঘরে রাখা মুদ্রা ও ভাস্কর্যের বর্ণনামূলক তালিকা (১৯১১) এবং অযোধ্যা রাজ্যের প্রাচীন নিদর্শন (১৯২৯)। প্রাচীন হস্তলিপি বিদ্যা ও লিপি উৎকীর্ণ বিদ্যায় রাখালদাসের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ The Origin of the Bengali Scripts' (১৯১৩)। তিনিই প্রথম আদি বাংলা লিপির প্রতি পন্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আদি বাংলা লিপিই পরবর্তীকালে বাংলা লিপির রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত তাঁর Memoir of the Asiatic Society of Bengal -এ প্রকাশিত হাতিগুমফা ও নানাঘাট অভিলেখের প্রাচীন হস্তলিপি গ্রন্থখানি ভারতীয় হস্তলিপি বিদ্যার গবেষণার ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে চিহ্নিত। Epigraphia Indica– Journal of the Asiatic Society of Bengal– Indian Antiquary– Journal of the Bihar and Orissa Research Society ইত্যাদির বিভিন্ন খন্ডে প্রকাশিত আশিটিরও বেশি অভিলেখ তিনি সম্পাদনা ও পুনঃসম্পাদনা করেছিলেন। এছাড়াও ১৯২০ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি খরোষ্ঠী লিপির বিবরণ দেন। ভারতীয় মুদ্রা গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাচীন মুদ্রা, প্রথম পর্ব (বাংলায় লিখিত) ছিল সন্দেহাতীতভাবে রাখালদাসের সবচেয়ে বড় অবদান। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত এটিই ভারতীয় ভাষায় মুদ্রাতত্ত্বের ওপর লিখিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ। এর আগে রাখালদাসের সামনে কেবল এডওয়ার্ড জেমস র‍্যাপসনের Indian Coins (১৮৯৮) বইটি ছিল। রাখালদাস সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুদ্রাতত্ত্বের ওপর গবেষণা করেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস পুনর্গঠনে এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। মধ্যযুগীয় ও পরবর্তী মধ্যযুগীয় ভারতের মুদ্রার ওপর তাঁর প্রবন্ধগুলি Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal প্রকাশিত হয়।

মানব দর্শন

উনিশ শতকে বাঙালির বৌদ্ধিক ও মননচর্চায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ধর্মচিন্তা। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা মূলত মানবকেন্দ্রিক ও মানবমুখীন, যা তাঁর মানবধর্মের সাথে যুক্ত। বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বজগৎ ও সত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মানুষের সাথে বিশ্বপ্রকৃতি যখন একসুরে বাঁধা পড়ে তখনই আমরা অনন্তের মধ্যে সত্যকে অনুভব করি।' তাঁর এই বক্তব্যে 'মানবকেন্দ্রিক বিশ্বদর্শন' ছাড়া আর কোনভাবে বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখা যায় না। এই মনোভাবের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তায় 'মানবধর্ম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে যে ঈশ্বর কল্পনা তাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল, সেই ইশ্বর অভিব্যক্ত হন মানুষের হৃদয়ের মহত্ত্বে, মানুষের মঙ্গলময় ভাবনায়, কল্যাণকর কর্মের উদ্যোগে। মানুষ ছাড়া এই ঈশ্বর অকল্পনীয়- রবীন্দ্রনাথে মতে ইনি 'নিখিল মানবের আত্মা।' প্রচলিত বিশ্বাসের ঈশ্বর ইনি নন। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টিবাদী বা প্রতঙ্গক্ষবাদী দার্শনিক কোঁতের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি ঈশ্বরের জায়গায় বসিয়েছেন মানবকে, এই জগৎ মানবজগত ; মানববুদ্ধির বাইরে আর কোন কিছুর কল্পনা অর্থহীন। তাঁর মতে বুদ্ধি দিয়ে এই প্রত্যক্ষ জগৎকে নিয়ম রূপে জানা এবং প্রত্যক্ষ এই মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করাই মানবধর্ম। কোঁতে জগতের নিয়মের পিছনে অদৃশ্য শক্তিকে অস্বীকার করেছেন তেমনি মানবসেবার জন্য কোন ঐশ্বরিক অনুপ্রাণনারও দরকার বোধ করেননি। এ কারণে তাঁর মানবধর্মে ইশ্বরের প্রতি নির্ভর শিথিল হয়ে যাচ্ছে,বস্তুজগতের চেয়ে সত্য আর কিছুই থাকছে না। অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন- 'বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় আমরা যে জগৎকে জানি বা কোন কালে জানবার সম্ভাবনা রাখি সেও মানবজগৎ। অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধির, যুক্তির কাঠামোর মধ্যে কেবল মানুষই তাকে আপন চিন্তার আকারে আপন বোধের দ্বারা বিশিষ্টতা দিয়ে অনুভব করে। এমন কোন চিত্ত কোথাও থাকতেও পারে যার উপলব্ধ জগৎ আমাদের গাণিতিক পরিমাপের অতীত। আমরা যাকে আকাশ বলি সেই আকাশে সে বিরাজ করে না। কিন্তু যে জগতের গূঢ় তত্ত্বকে মানব আপন অন্তর্নিহিত চিন্তাপ্রণালী দ্বারা মিলিয়ে পাচ্ছে তাকে অতিমানবিক বলবো কী করে। এই জন্য কোন আধুনিক পন্ডিত বলেছেন, বিশ্বজগত গাণিতিক মনের সৃষ্টি।' এভাবে উভয়ের মধ্যে মানব ধর্ম বিষয়ে সাদৃশ্য গড়ে উঠেছিল। এই সাদৃশ্যের কথা আরও বেশি করে মনে হয় আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ সংলাপ অনুসরণ করলে। আইনস্টাইন ঈশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে। রবীন্দ্রনাথের উত্তর অতি স্পষ্ট। জগৎ যে কারণে মানবিক মানুষের ঈশ্বরও সেই কারণেই মানবিক। মানব-জ্ঞানের বাইরে তাঁর অস্তিত্বের প্রশ্নটাই নিরর্থক।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন, মানব শক্তি অর্জন করতে হবে মায়ের কাছ থেকে । ঈশ্বর আছেন। তিনি সবার মনের মধ্যে বিরাজ করে থাকেন। তিনি কাউকে অবহেলা করেন না। সবাইকে ঈশ্বর গ্রহণ করেন। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

বামাক্ষ্যাপা দর্শনকে বুঝতে হবে। সবার মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান রয়েছে। সবাই ঈশ্বরের দূত হয়ে এই পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয়। ভগবান সবাইকে তাঁর দূত করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন। সব মানুষের জন্যই ঈশ্বর নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে পাঠান। সেই কাজ করতে থাকে মানুষ। বাংলায় ভগিনী নিবেদিতার খুবই প্রয়োজন ছিল। সে বাংলায় এসেছে নারী শিক্ষা উন্নয়ন করতে। নারী শিক্ষার উন্নতি না করতে পারলে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গলদ থেকে যাবে। প্রথমেই দরকার হচ্ছে নারী জাগরণ। সেটা একমাত্র শিক্ষাই করতে পারে। সৎ শিক্ষা নারী জাগরণ ঘটাতে সক্ষম। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বারবার শিক্ষার ওপরে জোর দিয়ে গিয়েছেন।নারী জাগরণ সবার আগে প্রয়োজন। তা হলে সমাজের কুসংস্কার দূরিভূত হবে। নাহলে কিন্তু সমাজ থেকে কুসংস্কার কোনও কালেই দূর হবে না। সমাজকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে গেলে প্রয়োজন হচ্ছে মহিলা শিক্ষার অগ্রগতি। বিজ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি করা। বিজ্ঞান চর্চা বেশি করে করতে হবে।

কলকাতা বিলেতি সভ্যতায় সভ্য হলেও এখনও ধর্ম মঙ্গলকাব্যকে কেন্দ্র করে গাজন উৎসব পালিত হয়

রবীন্দ্রকুমরা শীল

(কলকাতায় এখনও গাজন উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। যতই কলকাতা আধুনিক হোক না কেন এখনও শিবকে কেন্দ্র করে গাজন সন্ন্যাসীরা কাঁটা গাছে ঝাঁপ দেয় এবং তা দেখতে লোক সমাগম হয়ে থাকে। নীল পুজোর আয়োজন হয়। বাঙালি হিন্দু পরিবারের প্রতিটি বিবাহিত বা অবিবাহিত মহিলারা নীলের উপোস করে থাকে।

কলকাতায় বড় গাজন উৎসব পালিত হয় ছাতুবাবু ও লাটুবাবুদের বাজারে। এখনও তা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে দর্শকেরা এসে উপস্থিত হয়। বিডন স্ট্রিট জুড়ে মেলা বসে। লাটুবাবু এবং ছাতুবাবুদের গড়া শিব মন্দির রয়েছে ঠিক তাদের বাড়ির পাশে। সেই শিব মন্দিরে পুজো দিতে বহু ভক্তরা এসে উপস্থিত হয়। ছাতুবাবু এবং লাটু বাবুরা ছিলেন একেবারে রক্ষণশীল হিন্দু পরিবার। সেই কারণে তাদের পরিবারের সদস্যা প্রপিতামহদের ধর্মীয় সংস্কৃতি এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে)

বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্বণ। দূর্গাপূজা, লক্ষীপূজা, কালীপূজা সহ বিভিন্ন পূজা ছাড়াও নানা ধরনের লোকউৎসবও পালিত হয় আমাদের বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। এই লোক উৎসবের মধ্যে গাজন ও চড়ক অন্যতম। চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবকে কেন্দ্র করে যে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, মূলত সেটিই গাজন নামে পরিচিত। শিব ছাড়াও রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুরের গাজন ও পালিত হয়। 'গাজন' শব্দটি এসেছে গা এবং জন থেকে, যার অর্থ গ্রাম এবং জনসাধারণ। গ্রামীণ জীবনের জনপ্রিয় লোকউৎসব হল গাজন অনুষ্ঠান। বাংলার কৃষক সমাজের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় এই লোক উৎসব। গাজন সে অর্থে কৃষিকর্মের অংশ নয়, এটি যে সময় পালন হয় তখন মাঠের ফসল ঘরে তোলা হয়ে গেছে তাই তাদের কাছে অঢেল সময় আর এই সময় কাটাতেই তাঁরা বেছে নেয় এই লোকউৎসবকে। মূলত বাংলার রাঢ় অঞ্চলের দূর্গাপুর, আসানসোল, অজয় ও দামোদর নদীর তীরের বীরভূম অঞ্চল, মানভূম, বর্ধমান, মূর্শিদাবাদ এও পালিত হয় এই লোক উৎসব। পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন ধর্মের মিলনস্থল হওয়ায় এখানকার বিভিন্ন উৎসবেও তার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়, গাজন ও তার ব্যাতিক্রম নয়। আর সেই জন্যই বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন রীতির প্রতিফলন দেখা যায় এই উৎসবে। সারা বছরের বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তরে গাজন পালিত হয়ে থাকে। শিবের গাজনের সাথে সাথে নীলের গাজন, ধর্ম ঠাকুরের গাজন ও সমান ভাবে জনপ্রিয়। বাংলার লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে গাজন এক উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক। এটি শুধুমাত্র একটি ধর্ম কেন্দ্রিক উৎসব নয়, এর জনপ্রিয়তা একে এক যথার্থ লোক উৎসবের মাত্রা দান করেছে। এর জনপ্রিয়তা যে কতটা তা আমরা বিভিন্ন সাহিত্যে এর উল্লেখ দেখেই আন্দাজ করতে পারি। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই পল্লীচিত্রের বর্ণানায় আমরা এর উল্লেখ পাই। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসেও এর উল্লেখ আছে। দীনেন্দ্রকুমার রায় তার 'পল্লীচিত্র' জাতীয় একাধিক স্মৃতি কথায় সেকালের গাজনের এক জীবন্ত চিত্র নথিবদ্ধ করে গেছেন। যা বর্তমান গবেষকদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, গাজন উৎসবের দিনে দেবী হরকালীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়। বিবাহ উৎসবে সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী হিসেবে অংশ নেন। অন্যদিকে, ধর্মঠাকুরের গাজন হল ধর্মঠাকুর ও দেবী কামিনী-কামাখ্যার (বাঁকুড়া জেলা), দেবী মুক্তির বিবাহ উৎসব। রাঢ়বঙ্গের শৈব-সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে 'গাজন'। গাজন অর্থে (গাঁগু গ্রাম, জনগু জনগণ) গ্রামের জনগণের নিজস্ব উৎসব। নবদ্বীপ মহিমার লেখক কান্তিচন্দ্র রাঢ়ি 'গাজন'-কে ধর্মগাজনের অপভ্রংশ বলেছেন। গাজন বিষয়ে ভারত কোষকার জানান, বাংলাদেশের লৌকিক উৎসব। ইহা নিম্নশ্রেণির লোকের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ... বাংলাদেশে ইহা নানা পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার নামের সহিত যুক্ত হইয়াছে, যেমন শিবের গাজন, ধর্মের গাজন, নীলের গাজন, আদ্যের গাজন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই উৎসবের লক্ষ্য সূর্য এবং তাহার পত্নী বলিয়া কল্পিত পৃথিবী। সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ দেওয়াই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। চৈত্র মাস হইতে বর্ষার প্রারম্ভ পর্যন্ত সূর্য যখন প্রচণ্ড অগ্নিময় রূপ ধারণ করে তখন সূর্যের তেজ প্রশমন ও সুবৃষ্টির আশায় কৃষিজীবী সমাজ এই অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করিয়াছিল। গ্রাম্য শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। যে শিবকে সারা বছর আগলে রাখেন ব্রাহ্মণেরা, গাজনের কদিন সেই শিব সমাজের নিম্ন কোটির মানুষের হাতে পূজা গ্রহণ করেন। এখানে কোনও ভেদাভেদ নেই, জাত নেই, কুল নেই, উচ্চবর্ণের অবজ্ঞা অবহেলা নেই। এ কদিন সবাই সমান মর্যাদায় সমাসীন। এখানেই শৈব সংস্কৃতির সঠিক উত্তরণ। গাজনের সময় শিব প্রকৃত অর্থে গণদেবতা। গাজন যে মূলত শিবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় তা আগেই বলা হয়েছে। তবে বাংলায় অতীতে জৈন ধর্মের অস্তিঃত্ব থাকায় শিব ছাড়াও আরও অনেক দেবতা পূজিত হন। তাঁদের মধ্যেই একজন হলেন ধর্ম ঠাকুর। যিনি সূর্যের দেবতা হিসেবে পূজিত হন। প্রাক্ঙ্ধ দ্রাবিড় যুগ থেকেই রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুরের পূজা হয়ে আসছে। লোকবিশ্বাস ধর্ম ঠাকুরের পূজা প্রসঙ্গে বলা চলে, বাংলার বহু গ্রামে নরনারী রোগ থেকে সুস্থ হবার জন্য, নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভের আশায় এবং চাষীরা অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি হওয়ার আশায় এই পূজা করে থাকেন। একটি নিরাকার পাথরকে, গাছের মাঝখানে বা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা হয়। সারা বছর ধরে পূজিত হন ধর্ম ঠাকুর। পূর্ণিমাতে বিশেষ পূজার আয়োজনও করা হয়। তবে অনেক স্থানে কুর্মামূর্তি, চৌকো, কোথাও বা একাধিক শিলাখন্ডকে পূজা করা হয়ে থাকে। ধর্ম ঠাকুরের পূজারী মূলত ডোম, বাগদী, জেলে হলেও অনেক স্থানে ব্রাহ্মণ পূজারীও রয়েছেন। ধর্মরাজের বাৎসরিক পূজা বা গাজন-উৎসব সাধারণত বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমা, জৈষ্ঠ পূর্ণিমা, পৌষ সংক্রান্তি বা কোন নির্ধারিত দিনে (যা 'আপন-গাজন' নামে পরিচিত) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ধর্মরাজের গাজনেও শিবের গাজনের মতো বাণফোঁড়া, কাটাঝাঁপ, ধুনা পোড়ানো, বটি ঝাঁপ ইত্যাদি হয়ে থাকে। বর্ধমান জেলায় শতাধিক ধর্ম ঠাকুরের পূজা-উৎসব, অনুষ্ঠান বিভিন্ন রীতি বা পদ্ধতিতে, বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ধর্ম ঠাকুরের বাৎসরিক পূজা ও উৎসব উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন স্থানে মেলা ও বসে। যার মধ্যে জামালপুরের মেলাটি সব থেকে বড়। ওদিকে শিব বা মহাদেব 'নীল' নামেও পরিচিত। নীলের বিবাহ হচ্ছে পার্বতীর সাথে। তাদের বিয়ে উপলক্ষেই এই গাজন পালিত হয়ে থাকে। বিশেষত বিবাহিত মহিলারা শিবকে পূজা করে থাকেন। সারাদিন উপবাস যাপন করার পর তারা শিবের মাথায় দুধ ঢেলে উপবাস ভেঙে থাকেন। সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই পূজা করা হয়ে থাকে। এই গাজন ও চৈত্রমাসে হয়ে থাকে। প্রাগ্-বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে র্তমান কাল পর্যন্ত শিব পূজা পেয়ে আসছেন। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতায় ও শিব পূজার নির্দশন মেলে। রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ও শিব পূজা খুবই জাঁকজমক সহকারে পালিত হয়। তাই বাংলার মানুষের কাছে 'শিব' হলেন তাঁদের ঘরের লোক। আর এই শিবের পূজাতে যে তাঁরা আনন্দে মেতে উঠবেন তা বলাই বাহুল্য। এই আনন্দেরই বহিঃ প্রকাশ ঘটে গাজনের মধ্যে দিয়ে। চৈত্র সংক্রান্তির সময় অনুষ্ঠিত গাজন মূলত শিবের গাজন নামেই পরিচিত। শিবের গাজনের ব্যাপারে একটি পৌরাণিক কাহিনী কথিত আছে। বলা হয়, শিব এর সাথে পার্বতী বা হরকালীর বিবাহ হচ্ছে এবং এই বিবাহতে খুশি হয়েই শিব ভক্তরা নাচ গান করে থাকে। চড়ক হল এই গাজনের এক আনন্দময় প্রকাশ। চড়ক পূজাতে একটি চড়ক গাছকে পূজা করা হয় এবং সন্ন্যাসীরা সেই চড়ক গাছের চারপাশে ঘুরে বিভিন্ন ধরনের ব্রত কর্ম পালন করে থাকেন। গাজনের রীতি অনুযায়ী চৈত্র সংক্রান্তির ১০/১৫ দিন আগেই গ্রামীণ পুরোহিতের উপদেশে কয়েকজন স্নান করে পুরোনো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করেন। নিজস্ব গোত্র ত্যাগ করে শিবগোত্র ও ধারণ করেন। এরা হলেন গাজনের সন্ন্যাসী। গাজনের এই সন্ন্যাসীদের ভক্ত্যা বা ভক্তিয়া বলা হয়। এই সন্ন্যাসীরা যে কোন সম্প্রদায় থেকে আসতে পারেন। ব্রতপালন, সংযমরক্ষা, হরিষ্যন্ন ভোজন, ব্রহ্মচর্য পালন, চুল দাড়ি না কাটা ইত্যাদি নিয়ম পালন করে থাকেন।

নবদ্বীপ ডায়েরি ঃ নবদ্বীপ চৈতন্য স্থান হলেও শিবের গাজন হয়

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

আজ ফল। নবদ্বীপের পথে পথে আজ মহাদেব এর দেখা মেলে, আজকের দিনে বাবা সাঙ্গ পাঙ্গ সন্ন্যাসীদের সাথে করে সন্ন্যাসীদের বাড়ি ফল সেবা নিতে যান। আমাদের বাড়িতে জন্ম ইস্তক দেখেছি সাত শিব আসেন ফল গ্রহণ করতে যেহেতু পকাই ওরফে ছোটকাকু সন্ন্যাসী হন। তাই সকাল সকাল স্নান সেরে বাড়িতে মহা যজ্ঞ, নবদ্বীপের বাড়িতে আসার পর থেকে এই বাবার ফলের থালা নৈবেদ্য পুজোর আরতির আলাদা আলাদা থালা সাজানোর দায়িত্ব আমার ওপরই, যেহেতু মা আর মেয়ে ছাড়া ছোঁয়া যায় না। ঠাম্মা ছাড়া মাম একসময় এই দায়িত্ব পালন করতো, যেহেতু বড় বৌদি মা সমান। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার একসাথে সাতজন আসেন না,সারা দিন থেকে রাত পর্যন্ত দফায় দফায় আসেন আবার কোন কোন সময় এক সাথে হয়ে যায়। প্রতি জনের আলাদা আসন আলাদা থালা চন্দন অঘ্যু বেলপাতা দিয়ে প্রস্তুত, স্নান এর উপাচার এর পর ভোগ নিবেদন আরতি জলশঙ্খ চামর ময়ূর পাখা রুমাল ফুল,এই সময়ে একদিকে পুজো অন্যদিকে বাড়ির মেয়ে বৌরা জল ঢালে বাবার মাথায়, কারণ হাতে সময় কম,বাবা আগে রিক্সা চেপে এলেও এখন টো টো দৌলতে পরিধি নবদ্বীপ ছাড়িয়ে পূর্বস্থলী পর্যন্ত হয়েছে তাই সময় কম প্রচুর সন্ন্যাসী। আগের থেকে নেমন্তন্ন করে আসতে হয় মহাদেবকে । আজ পোদ্দার বাড়ির লোকজনদের সদা জাগ্রত কান এই বুঝি ঢাকের শব্দ কানে এল মানেই কোন বাবা আসছেন। পাড়া প্রতিবেশীদের ভিড় গদি ঘর এর সামনে,পুজো দেখার, পুজোর পর মাটিতে পকাই জল সন্ন্যাসী হয় ঠাকুরকে পেটে ওপর নিয়ে গঙ্গা জল ঢেলে। এ প্রসঙ্গে মজার ব্যাপার সে ভদ্রলোক আমার পিঙ্গু ওরফে ছোটকাকুর একমাত্র ছেলে, আমার ভাই তখন সবে দুই। আমাদের বাড়িতে ওর জন্ম নেওয়ার আগে দাদু চলে যাওয়ার ১৫ দিন ও ওর একমাত্র মামার অপমৃত্যু মূলতঃ ঘিরে একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে ছোটমা কে ভুতে ধরা (বিশ্বাস অবিশ্বাস এর ফাঁক ফোকর নেই শিক্ষিত বহু মানুষ এই ঘটনার জলজ্যান্ত সাক্ষী) । তার পরের বছর ওর আগমন কিন্তু বেচারা হঠাৎ হঠাৎ খুব ভয় পেত কোন অদৃশ্য শক্তি ওকে ভয় দেখাতো তাই যোগনাথের গুরুদেব জল সন্ন্যাসী হওয়ার বিধান দেন ভয় কাটাতে। ছোট্ট পিঙ্গুকে সেবার বাবাই গামছা পড়িয়ে কোলে নিয়ে রেডি,সে অবশ্য সে সবের কিছুই জানা বোঝার বয়স হয়নি,সে জানে জেঠুর কোলে চাপা মানেই ঘুরতে যাব। লজেন্স গাড়ি কিনব। জেঠুর গায়ে লেপ্টে গল্প শুনব। যেহেতু পকাই ছোঁবে না কোন মহিলা ধরতে পারবে না তাই বাবাই ওকে কোলের মধ্যে শুইয়ে জল সন্ন্যাসী হয়। আমাদের বাবা শ্মশান এর শিব দুধ সাদা লাল চোখ মোটা গোঁফ, সেই শিবকে যেই ওর ওপর রেখে জল ঢালা হয় সে বেচারা চিল চিৎকার,আর তারপর থেকেই গামছা দেখলেই ভাবতো জল ঢালা হবে তাই গামছা নিয়ে সামনে গেলেই দৌড় মারতো সে। পুজোর পর হয় সন্ন্যাসী সেবা, দাদুর আমল থেকে, বাবাই আগের দিন এসে সব ফল মিষ্টি দই কিনে রেখে যেত বর্ধমান, দাদু সকাল সকাল গঙ্গা স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র পড়ে বেলের পানা, তরমুজ এর রস,লস্যি বানিয়ে বালতি করে রেখে দিতেন ঠাকুর ঘরে। আমাদের বাড়িতে ও মামের বাপের বাড়িতে ১৯৮৫ সালে মামা বাবাই এর বিয়ের কিছুদিন পর গোডরেজ ফ্রিজ আসে একসাথে দুধ সাদা। তখন ফ্রিজে আমিষ কিছু রাখা হতো না,দুই বাড়ির এখনো সেই ফ্রিজ নিরামিষই আছে, তবে কিছু বছর আগে গোডরেজ ফ্রিজটা ওদের শোরুম থেকে সারিয়ে হালকা নীল রং করে এনেছে বাবাই। সেই ফ্রিজ ভর্তি ঠাকুর এর ফলের থালা সন্ন্যাসী সেবার মিষ্টি দই আর বরফ। তখন নবদ্বীপ শহরে ফ্রিজ ছিল না। আইসক্রিম পাওয়া যেত না একমাত্র কুলফি বা ববি মালাই। তা ছাড়া সে সময় গরমে হেঁটে সন্ন্যাসীরা আসতেন খালি গা খালি পা,গদি ঘরে পুজোর পর দাদু কখনো বাবাই অসিতদা নিজের হাতে পরিবেশন করে ঠাণ্ডা বেলের পানা লস্যি আর ফল মিষ্টি দই নিবেদন করতেন সন্ন্যাসীদের। বড় তৃপ্তি করে খেতেন সেই তেতে পুরে আসা মানুষ গুলো। দেখে মনে হত স্বয়ং শ্মশান চারী ভুতনাথ সেবা নিচ্ছেন । সকাল থেকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত আসতেন মহাদেব, সন্ধ্যায় বিশেষ আকর্ষণ আমাদের হংসরাজ শিব। সন্ধ্যায় হংস ঝিল থেকে পুজোর পর ঢাঙায় উঠে চর্তুদোলা চেপে আসতেন পোড়ামা তলায়, মাথায় হাত দেওয়া না থাকলে উড়ে নাকি ঝিলে চলে যায় বাবা, নবদ্বীপের লোকের লৌকিক বিশ্বাস। পোড়ামা কোঠায় নামিয়ে পুজোর পর, চরণামৃত নিয়ে বাড়ির মেয়ে বৌরা উপোস ভাঙতেন সেদিন এর,রাতে গোবিন্দ ভোগ চাল সৈন্ধক লবন ঘি দিয়ে একঢালা সংযম নীলের উপোস এর পরের দিন নির্জলা উপবাস করে বিকালে দলবেঁধে পাড়ার মেয়ে বৌরা একসাথে যেত গঙ্গায়। দিদি মাম ছোটমা ববি পিসি ঠাম্মা। ফিরে নতুন পাট ভাঙ্গা শাড়ি সিঁদুর পরে সবাই মিলে ডালা সাজিয়ে পোড়ামাতলায় বাবা তিলেশ্বর এর কোঠায় ঘিয়ের বাটি দিয়ে। বলা নীলের ঘরে দিয়ে বাতি জল খাও গো পুণ্যবতী। ফিরে এসে ঠাণ্ডা লস্যি দিয়ে উপোস ভেঙে সাবু মাখা, তার দায়ভার দাদুর পর মাম হয়ে আমি। সবাই একসাথে,এর আগে নীলের পুজোর থালা সাজানো, মাটির থালাতে।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা ও মৈত্রী সুদৃঢ় হচ্ছে

অনিকেত নস্কর

পাকিস্তান ইরান বাণিজ্যিক চুক্তি এমন সময়ে তৈরি হল যখন ইরান ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। ইসলাম যেখানে বিপন্ন হবে বা ইসলাম ধর্মের রাষ্ট্র বা নাগরিকেরা বিপন্নবোধ করবে তখনই ইরান তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। পাকিস্তানকে রক্ষা করতে চিন এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের বড় বন্ধু আমেরিকা। এখন সেখানে হয়েছে চিন। চিন যে আগামি দিনে বিশ্বের অন্যতম একটি শক্তিতে পরিণত হচ্ছে সেটা পরিস্কার। খুব ধীর গতিতে এগোতে শুরু করে দিয়েছে চিন। করোনা সংক্রমণের হাত থেকে চিন রক্ষা পেয়ে গিয়েছে। চিন এখন পাকিস্তানের বড় বন্ধু বলা যেতে পারে। পাকিস্তান ভরসা ছিল আফগানের ওপরে। কিন্তু আফগানিস্তানে তালিবান সরকার বলেই দিয়েছে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে না। তার ফলে এখন ইরান ছাড়া পাকিস্তানের সেরা আর্থিক সহায়তা রাষ্ট্র বলে আর কিছুই নেই। কাতার পাকিস্তানের পাশে রয়েছে। ইরাক তুরস্ক পাকিস্তানের পক্ষে। তার ফলে একটি বিশাল জোট দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে যার নেপথ্যে রয়েছে চিন। চিন নেটোর মতো একটি অলিখিত সামরিক বেল্ট তৈরি করা চেষ্টা করছে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া জুড়ে। চিনের একটি মাত্র লাভ হবে এই বেল্টের মধ্যে আমেরিকা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। চিন নেপোয় মারে দই হয়ে থাকবে। বরাবরই চিন তাই করে এসেছে। চিনকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়ে এসেছিল আমেরিকার প্রাক্তন বিদেশ সচিব হেনরি কিসিঙ্গার। চিনকে যখন আমেরিকা কোনঠাসা করে রেখে দিয়েছিল তখন হেনরি কিসিঙ্গার চিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেলল। কাউকে না জানিয়ে রাতের বেলায় চিন সফর করলেন আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রী কিসিঙ্গার। তার ফলে চিনের সঙ্গে আমেরিকার মৈত্রী পথ সুগম হতে থাকলো। তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন চিন সফর করলেন সরকারি ভাবে। তার ফলে চিনের সঙ্গে আমেরিকার বন্ধুত্বের দরজা উন্মুক্ত হয়ে উঠল। যদিও সেই সময়ে চিন আমেরিকার সঙ্গে মিশে রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থায়ী সদস্য পদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। আমেরিকা চিনের দরজা

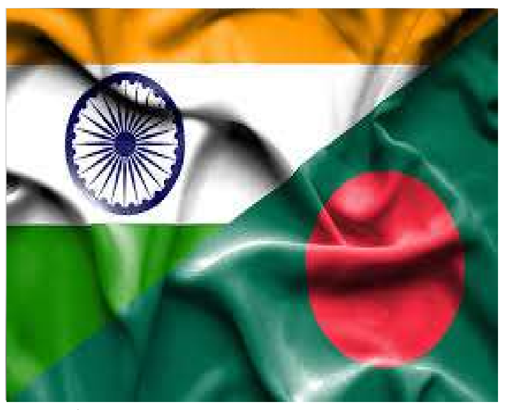

আটকে রেখে দিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে চিনের রাস্তা পরিস্কার করতে শুরু করে আমেরিকা। চিন যে একটি শক্তি রাষ্ট্র হিসাবে প্রকাশ করতে শুরু করবে সেটা বুঝতে পেরে যান হেনরি কিসিঙ্গার। সেই কারণে আর বিবাদ বৃদ্ধি না করে চিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেলেন কিসিঙ্গার। তার ফলে দেখতে পাওয়া গেল যে চিন আমেরিকা এখন একই পথ ধরে এগোতে শুরু করেছে। চিন বাজার খুঁজতে বের হয়েছে। ভারতের একচেটিয়া বাজারের ওপরে হাত দিতে শুরু করেছে। শ্রীলঙ্কা এবং মলদ্বীপের ওপরে চিন প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের ওপরে চিন ব্যবসায়িক প্রভাব বিস্তার করছে। নেপালের অভ্যন্তরীন রাজ নীতিতে প্রবেশ করে রয়েছে চিন। সেখানকার রাজতন্ত্রের পতনের মূল কারণ হচ্ছে চিন। চিন দেখলো নেপালে রাজতন্ত্র থাকলে ভারতের লাভ হচ্ছে। আর রাজতন্ত্রকে নেপাল থেকে বিদায় দিতে পারলে সেটা লাভ হবে চিনের। বহু অঙ্ক কষে নেপাল থেকে রাজতন্ত্রকে সরিয়ে দিল। বিদ্রোহ করিয়ে দিল নেপালে। তার ফলে রাজতন্ত্রের পতন ঘটল এবং সেখানে চিন সমর্থিত সরকার প্রতিষ্ঠা হল। ভারতের সঙ্গে নেপাল একটি সময়ে সব সম্পর্ক বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। চিনের লক্ষ্য হচ্ছে চিটাগাং বন্দর লিজ নেওয়া। সেটা করতে দিচ্ছে না বাংলাদেশ সরকার। শ্রীলঙ্কার গৃহ যুদ্ধের এক মাত্র কারণ হচ্ছে চিন। চিন যেভাবে শ্রীলঙ্কার ওপরে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপ দিতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে শ্রীলঙ্কার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। কোষাগার থেকে টাকা দিয়ে চিনের ঋণ মেটায় শ্রীলঙ্কার সরকার। শ্রীলঙ্কার জ্বালানির অভাব দেখা দিয়েছিল। তার ফলে দ্রব্যমুল্যের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি লাভ করে। যার ফলে শ্রীলঙ্কা জনগণ ক্ষিপ্ত হয় এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেই বিদ্রোহকে সামাল দিতে এগিয়ে এসেছিল ভারত। ভারত সেই সময়ে কম মূল্যে জ্বালানি দিতে শুরু করে যা রাশিয়া থেকে নিতে শুরু করেছিল ভারত। বাংলাদেশকে জ্বালানি দিয়ে সাহায্য করেছে ভারত। তার ফলে চিন এখন আর বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারছে না। বাংলাদেশের উন্নয়নে চিন এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে বটে। তবে সেখানে ভারতের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। কানাডার সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক পরিস্থিতি খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই। খলিস্তান নেতা নির্জ্জর খুনের দায় ভারতের ওপরে চাপানোর চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিল কানাডা সরকার। পাশাপাশি পাকিস্তানও একই সুরে ভারতের ওপরে দোষ চাপাতে শুরু করে। যদিও ভারত সরকার থেকে নির্জ্জর হত্যা ব্যাপারে তারা জড়িত নয় বলে পরিস্কার বার্তা দিয়েছিল। কিন্তু কানাডা সরকার তবুও ভারতকে দোষী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল। এখনও সেই ঝামেলা মিটলেও কানাডা সরকার ভারত এর ব্যাপারে সতর্ক পা ফেলতে শুরু করেছে। এদিকে পাকিস্তান পরিস্কার করে ভারতের ওপরে দোষ চাপাতে শুরু করেছে। তারা বলতে শুরু করেছে যে পাকিস্তানের ভিতরে যেসবসন্ত্রাসবাদীদের চিহ্নিত করে খুন করা হচ্ছে তার পিছনে ভারতের হাত রয়েছে। এমনকী বালুচিস্তানকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে তাতেও নাকি মদত দিচ্ছে ভারত সরকার বলে দাবি করেছে পাকিস্তান। লাহোরের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ভারতের সঙ্গে বিবাদ বন্ধ করে দিয়ে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করা উচিত। বাংলাদেশের নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। নতুন সররার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আওয়ামি লিগ সেখানে সরকার গঠন করতে পারেনি। বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী ভারতের সঙ্গে মৈত্রী বজার রাখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে বারতের সঙ্গে কোনও রকমভাবে বিবাদে জড়িয়ে পড়বে না বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করবে।

লিভার চিকিৎসা বিজ্ঞানে মণিপাল

বুদ্ধদেব মিশ্র

মণিপাল হসপিটাল পূর্ব ভারতে ডাইজেস্টিভ হেলথ কেয়ার পুনঃসংজ্ঞায়িত করে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি লিভার এবং জিআই ইনস্টিটিউট উন্মোচন করেছে।
পূর্ব ভারতে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করার একটি পদক্ষেপে, মণিপাল হাসপাতাল ইএম বাইপাস, মণিপাল হাসপাতাল গ্রুপের একটি ইউনিট তার লিভার

এবং পাচক রোগের ইনস্টিটিউট এবং লিভার কেয়ার সেন্টার চালু করেছে।
উন্নত গ্যাস্ট্রো এবং লিভারের যত্নের জন্য একটি ব্যাপক হাব হিসাবে ডিজাইন করা, ইনস্টিটিউটটি একক, সমন্বিত ইকোসিস্টেমের মধ্যে অত্যাধুনিক ডায়াগনস্টিকস, বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে বহু-বিভাগীয় যত্ন এবং লিভার ট্রান্সপ্লান্ট পরিষেবা সহ জটিল হস্তক্ষেপগুলিকে একত্রিত করে।
নির্বিঘ্ন, রোগী-কেন্দ্রিক যত্নের উপর ফোকাস করার সাথে কেন্দ্রের লক্ষ্য হল যেভাবে লিভার এবং পাচনজনিত ব্যাধিগুলি সারা অঞ্চল জুড়ে চিকিৎসা এবং পরিচালনা করা হয় সেভাবে একটি নতুন মান নির্ধারণ করা।
লঞ্চ ইভেন্টে ডাঃ সুমন্ত দে, সিনিয়র কনসালটেন্ট এবং এইচওডি - রোবোটিক, অ্যাডভান্সড ল্যাপারোস্কোপিক, ব্যারিয়াট্রিক এবং গ্যাস্ট্রো ইনটেস্টাইনাল সার্জারি, মনিপাল হাসপাতাল ইএম বাইপাস, ডাঃ জয়ন্ত রেড্ডি, লিড কনসালট সার্জন এবং মাল্টি-মিনাল ডিপার্টমেন্টের হেড- সার্জারি এবং এইচওডি সহ ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে একন লিভার সংক্রান্ত ব্যধি নিয়ে বিশাল গবেষণা হচ্ছে সর্বত্র। লিভারকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে নিত্য নতুন ওষুধ এবং নয়া চিকিৎসা । **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

অক্ষয় তৃতীয়ায় দিঘা জগন্নাথ ধামে নয়া সংযোজন, জগন্নাথ দেবের পাশেই অধিষ্ঠিত হবেন চৈতন্য মহাপ্রভু-নিতাইয়ের বিগ্রহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ১৩ এপ্রিল ঃ জগন্নাথ ধামে এবার বড়সড় নয়া সংযোজন হতে চলেছে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মন্দিরের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ আয়োজন করছে কর্তৃপক্ষ। এবার জগন্নাথ দেবের বিগ্রহের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করা হবে চৈতন্য মহাপ্রভু ও নিতাইয়ের বিগ্রহ। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। মন্দির চত্বরে সাজো সাজো রব। ভক্তদের আকর্ষণ বাড়াতে এবং আধ্যাত্মিক গুরুত্ব আরও বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। আগামী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আধ্যাত্মিক নিয়ম মেনে গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেই উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই শুরু হবে বিশেষ পুজোপাঠ। দিঘার জগন্নাথ ধাম গত এক বছরে বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগম দেখেছে। মন্দির সূত্রে জানা গেছে, এক কোটিরও বেশি দর্শনার্থী এখানে এসেছেন। এই জনপ্রিয়তাকে সামনে রেখেই বর্ষপূর্তির দিনটিকে আরও স্মরণীয় করে তুলতে নানা আয়োজন করা হয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে,

জগন্নাথ দেবের বিগ্রহের ঠিক বামদিকে স্থাপন করা হবে চৈতন্য মহাপ্রভু ও নিতাইয়ের বিগ্রহ। বৈষ্ণব মতে, চৈতন্যদেব রাধা-কৃষ্ণের অবতার। তাই তাঁর উপস্থিতি জগন্নাথ দেবের সঙ্গে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। এই ভাবনাকেই গুরুত্ব দিয়ে দিঘার জগন্নাথ ধামে এবার এই নতুন সংযোজন করা হচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে পুরীর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। জীবনের শেষ ১৮ বছর তিনি পুরীতেই কাটিয়েছিলেন। সেই সময় পুরী ছিল তাঁর ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারায় প্রভাবিত বহু মঠ ও মন্দিরে জগন্নাথ দেবের সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর উপস্থিতি দেখা যায়। সেই ধারাকেই অনুসরণ করে এবার দিঘার মন্দিরেও এই প্রথা চালু করা হচ্ছে। বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে মন্দিরে বিশেষ আয়োজনের মধ্যে থাকবে ১০৮টি তীর্থক্ষেত্রের জল দিয়ে অভিষেক। এরপর নতুন পোশাকে সজ্জিত করা হবে জগন্নাথ দেব-সহ অন্যান্য বিগ্রহ। মন্দির প্রাঙ্গণ আলোকসজ্জায় ভরে উঠবে। কয়েক হাজার প্রদীপ জ্বালানো হবে। একই সঙ্গে শুরু হবে রথযাত্রার প্রস্তুতি। রথ পুজোর মাধ্যমে আচার বিধির সূচনা করা হবে বলে জানিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। বিশেষ দিনে ভক্তদের ভিড় সামাল দিতে সারাদিন মন্দির খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলা নববর্ষেও থাকবে বিশেষ পুজোর আয়োজন। এছাড়াও বিদেশি ভক্তদের অংশগ্রহণে কীর্তন ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুষ্ঠান হবে। জগন্নাথ ধাম ট্রাস্টের সদস্য রাধারমন দাস বলেন, নববর্ষ এবং অক্ষয় তৃতীয়ায় মন্দিরের বর্ষপূর্তিতে বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। জগন্নাথ দেবের সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখে আমরা এবার চৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবো।

পাল্লাভারী বিজেপি প্রার্থী সিন্টু সেনাপতি তৃণমূলের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বে তৃণমূল প্রার্থী সিরাজ খাঁন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাঁশকুড়া, ১৩ এপ্রিলঃ পূর্ব মেদিনীপুর তথা পাঁশকুড়ার ইতিহাস এক অনন্যকম। একসময় পাঁশকুড়ার লড়াকু মেয়ে সিপিআই এর প্রাক্তন সাংসদ গীতা মুখার্জী লোকসভায় দাবী তুলেছিলেন মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ হোক। মহিলাদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে হাতিয়ার করে পাঁশকুড়ার ঘরের মেয়ে ঐ সিপিআই নেত্রী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন পাঁশকুড়াবাসীর কাছে। অথচ গোটা পূর্ব মেদিনীপুরের কোন দলই কেবলমাত্র হলদিয়ার তৃণমূল প্রার্থী তাপসী মণ্ডল বাদে লড়াকু মহিলা প্রার্থী দিতে পারেনি। একসময় তৃণমূল লোকসভায় প্রবল শক্তিশালী সিপিএম কে হারিয়ে ডঃ বিক্রম সরকার লোকসভায় গিয়েছিলেন। সেইসময় থেকে তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে একটা বার্তা গিয়েছিল ক্ষমতায় আসতে গেলে পাঁশকুড়া লাইন ধরতে হবে। কেটে গিয়েছে বহুদিন। গত দুইবার এই পাঁশকুড়া বিধানসভায় জয় পেয়েছিলেন তৃণমূলের নন্দীগ্রামের শহীদ মাতা ফিরোজা বিবি। কিন্তু এবার সেই পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে গত লোকসভার নিরিখে বিধানসভাভিত্তিক মাত্র ১৭৬ ভোটে এগিয়ে থাকা বিজেপি। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে পাঁশকুড়া পশ্চিম থেকে তৃণমূল কংগ্রেস মেছো থেকে বিশিষ্ট মৎস্য ব্যবসায়ী সিরাজ খাঁনকে প্রার্থী করেছেন। আর বিজেপি নেতৃত্ব ভরসা রেখেছে গতবারের সেই পাঁশকুড়ার ছেলে সিন্টু সেনাপতিকেই। অপরদিকে আইএসএফ প্রার্থী আফজল আলি শা, কংগ্রেস প্রার্থী কল্যাণ রায়। ২০২১ সালে নন্দীগ্রামের শহীদ জননী বিদায়ী বিধায়ক ফিরোজা বিবির কাছে ৮৮৮৯ ভোটে পরাজিত হন এই বিজেপি প্রার্থী সিন্টু সেনাপতি। গত পাঁচ বছরে রাজনীতির প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়েছে অনেকটাই। টিকিট পাননি জনপ্রিয় তৃণমূল কাউন্সিলার সুমনা মহাপাত্র এর স্বামী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ড. সৌমেন মহাপাত্র। পাঁশকুড়া পৌরসভার চেয়ারপার্সন থেকে অপসারিত নন্দকুমার মিশ্র। যিনি এক সময় তৃণমূল দল গঠনের সময় তৃণমূলের পতাকা কাঁধে করে নিয়ে এসেছিলেন পাঁশকুড়ায়। যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা কাছের ভাই নন্দকুমার মিশ্র। তৃণমূলের দাপুটে নেতা আনিসুর রহমানের জেলযাত্রার কারণে বর্তমানে জামিন পেলেও পাঁশকুড়ার প্রচার কার্যে আসতে পারেননি। এই বিধানসভার মধ্যে পাঁশকুড়া পৌর এলাকা ও পাঁশকুড়া পঞ্চায়েত এলাকাটির বেশ কিছু অংশ মুসলিম অধ্যুষিত। পাঁশকুড়া প্রায় ৬০ শতাংশ মুসলিম মানুষের বসবাস রয়েছে। সেই দিক দিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো সিরাজ খাঁনকে প্রার্থী করলেও বিজেপি নেতৃত্ব বহিরাগত তকমা দিচ্ছে। অপরদিকে পাঁশকুড়ার আইএসএফ প্রার্থী আফজল আলি শা সিপিএম এর জোট প্রার্থী, পাঁশকুড়া তথা মাইশোরা গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে ওনার। তিনি এক বেসরকারী বড়মা হাসপাতালের মালিক তথা একদা পাঁশকুড়া ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত কুরবান শা এর দাদা। পাঁশকুড়াবাসীর অভিমত তার ভাই কুরবান শা রাজনৈতিক যাঁতাকলে বিগত দুর্গাপূজায় নবমীর দিনে খুন হন ঐ মাইশোরা এলাকায় নিজ পার্টি অফিসে। গত ৩০ মার্চ ২০২৬ সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় প্রার্থী সিরাজ খাঁন এর প্রচারে আধঘন্টার সভা করে যান পাঁশকুড়ায়। বক্তৃতা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন না বিদায়ী বিধায়ক ফিরোজা বিবি। তিনি ক্ষোভ গোপন না করেই জানান দল তাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। তার বক্তব্য আমার বলার কিছু নেই। নন্দীগ্রামের শহীদদের রক্তের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। আমারও প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। তাই হয়তো দলের তরফ থেকে ডাক পাননি। ফিরোজার অনুগামী দলীয় কর্মীদেরকেও ঐ দিনের সভাতে দেখা যায়নি। ছিলেন না তাঁর ছেলে জহিরুল ইসসামকেও। সভায় উপস্থিত ছিলেন পাঁশকুড়া পৌরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান নন্দকুমার মিশ্র ও জেলা সভাপতি সুজিত রায় সহ অনেক নেতৃবৃন্দ। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের ঘটনার পরিবর্তনে মমতার বক্তব্যে উঠে এসেছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কথা দিল্লীর বঞ্চনার কথা। প্রথম বিজেপি প্রার্থী তালিকা প্রকাশে সিন্টু সেনাপতির নাম আসায় পাঁশকুড়া পশ্চিম বিধানসভায় তিনি প্রচার কার্য শুরু করে দেন। প্রচার কার্যের সময় রাস্তায় প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পাঁশকুড়ার বাসিন্দা ড. সৌমেন মহাপাত্রকে প্রণাম করে

আশীর্বাদ নেন। যদিও ড. সৌমেনবাবু এটাকে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ বলেন। কিন্তু পাঁশকুড়াবাসী এটাকে অন্যভাবে নিচ্ছেন না। পাঁশকুড়ায় তৃণমূলের কাঁটা আদি-নব্য দ্বন্দ্ব। তেমনি বিজেপির প্রার্থী এক প্রচারে শীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হতে বলেন। এই বিধানসভায় বহুদিন আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিজেপি এখানে হিন্দুভোট একত্রিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। পাঁশকুড়া পুরাতন বাজারে এক অরাজনৈতিক সংগঠন এক হরিনাম সংকীর্ত্তন এর অনুষ্ঠানে বিজেপির কিছু নেতৃত্বকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। মেচোগ্রামের মণ্ডল সভাপতি তারক ব্যানার্জি বলেছেন স্পষ্ট হিন্দু ভোট একত্রিত করতে পারলে প্রায় ৩০ হাজার ভোটের মার্জিনে বিজেপি জয়লাভ করবে। গত লোকসভায় তৃণমূল পাঁশকুড়া পুর এলাকায় এগিয়ে থাকলেও শহরের ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৭টি ওয়ার্ডে এগিয়ে ছিল বিজেপি। ১ নং ওয়ার্ডে ১৯৫ ভোটে পিছনে ফেলে দেয় তৃণমূলকে। ২০২৪ এর লোকসভায় পুর এলাকায় বিজেপির উত্থান এবং ব্লক এলাকায় তৃণমূলের ভরাডুবি তৃণমূলের মাথাব্যাথার কারণ। তেমনই পাঁশকুড়া শহরে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল ভাবাচ্ছে শাসক দলকে। এই গোষ্ঠীকোন্দল মানতে নারাজ তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজিত কুমার রায়। তিনি বলেছেন তৃণমূল একটি বড় পরিবার। সেখানে মান অভিমান থাকতেই পারে। কিন্তু সকলেই দলের অনুগত সৈনিক। ভোটে সবাই একসঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। তৃণমূল সমর্থক যাই বলুক না কেন পাঁশকুড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পীতপুর গ্রামের এক বিজেপি আদিবাসী কর্মী নিবারণ মুমু বলেন বিজেপি প্রার্থী সিন্টু সেনাপতির জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। বালিডাংরি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বলিউড তারকা গোবিন্দাকে নিয়ে স্টেজ প্রোগ্রাম করায় বহু মানুষের কাছে পরিচিত মুখ সিন্টু সেনাপতি। অপরদিকে বহিরাগত মাছ ব্যবসায়ী সিরাজ খাঁনকে পাঁশকুড়াবাসী চেনেন না। ভোটের ব্যবধান যাই হোক না কেন এই নির্বাচন যুদ্ধে যে সেনাপতি সাহেব এগিয়ে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের অপেক্ষা করেতে হবে আগামী ৪ মে ২০২৬ বিকাল বেলা পর্যন্ত।

নদীয়ার জোড়া সভা থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৩ এপ্রিল ঃ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন বন্ধু, বাংলার মানুষকে তুমি যদি ভাবো আঘাত করবে বাংলার মানুষ প্রত্যাঘাত করতে জানে। এটা ইউপি বিহার গুজরাট নয়, যদি এটা ভাবেন তাহলে ভুল করছেন। টাকা বন্ধ করে দিয়ে বাংলাকে

শাস্তি দেবেন? আগামী চার তারিখ যোগ্য জবাব দেবে বাংলার মানুষ। বিজেপি মানেই ডিটেনশন তৃণমূল মানে 'নো টেনশন'। আর কিছুদিনের মধ্যে দেখবেন জ্ঞানেশ কুমারের খেলা শেষ। বিজেপি পাঁচ বছরে বাংলার জন্য কিছুই করেনি, কিন্তু আমাদের মা-বোনেরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবেন। আগামী ৪ মে আমরা পুনরায় সরকার গঠন করব। সোমবার নদীয়ার করিমপুর ও নদীয়ার রানাঘাটের মেগা সমাবেশ থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোমবার বেলা বারোটায় নদীয়ার করিমপুরের তৃণমূল প্রার্থী সোহম চক্রবর্তীর সমর্থনে করিমপুরের মাটিতে মেঘা জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুর দুটো নাগাদ নদীয়ার রানাঘাটের কুপার্সের নাসরা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী তাপস ঘোষের সমর্থনে মেগা জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুটি জনসভা থেকে একই ভাষায় বিজেপিকে আক্রমণ করেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে এস আই আর নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তার হুঙ্কার, বাংলার ভোটারদের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। যেখানে প্রায় কুড়ি মাস ধরে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দিল্লিতে বসিয়ে ইলিশ মাছ খাওয়াচ্ছেন, আর এই বাংলার মানুষকে বাংলাদেশী তকমা দিচ্ছেন। বিজেপির ডিটেনশন ক্যাম্প পরিকল্পনা কোনদিন সার্থক হবে না এই বাংলায়। বিজেপি নেতারা বাড়িতে গিয়ে ভোট চাইলে সবাইকে আশ্বস্ত করবেন, কিন্তু ২৯ এপ্রিল ভোট দেবেন জোড়া ফুলে। কারণ যে যে ভাষায় বোঝে তাকে সেই ভাষায় বোঝাতে হবে। অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি জনসভা কে কার্যত নিরাপত্তা ছিল জোরদার। জন প্লাবনে পরিণত হয়েছিল দুটি জনসভা। এই জনসভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি বার্তা দেন সেই দিকে তাকিয়ে ছিল কর্মী সমর্থকরা। যদিও করিমপুর বিধানসভা এবং রানাঘাট উত্তর পশ্চিম বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা এই দুই মেগা জনসভা। দুটি বিধানসভায় আরো যাতে উন্নয়ন হয় দুই প্রার্থীকে জেতানোর আবেদন জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জয়যুক্ত হওয়ার পর আরো উন্নয়ন নিয়ে কথা দিলেন অভিষেক। তার দাবি, আমি যে কথা বলি তা ভেবে বলি, আর যা বলি, সেটা করে দেখাই। এখন দেখার করিমপুর বিধানসভা ও রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভায় ফুটবে কি ঘাসফুল, বিধানসভা নির্বাচনের আগে অভিষেকের টোটকার জের কতটা কাজ করে।

‘বুলডোজার নীতি’র হুঁশিয়ারি দিলীপ ঘোষের, পাল্টা তোপ শাসক শিবিরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ১৩ এপ্রিল ঃ ভোটের মুখে আবারও আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ধরা দিলেন বিজেপি নেতা তথা খড়গপুরের প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সোমবার খড়গপুর স্টেশন সংলগ্ন বোগদা এলাকায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, বাংলায় ক্ষমতায় এলে উত্তরপ্রদেশের ধাঁচে 'বুলডোজার নীতি' প্রয়োগ করবে বিজেপি। তাঁর দাবি, রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনা, দুর্নীতি বন্ধ করা এবং আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য যা যা প্রয়োজন, সবই করা হবে। একইসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, বাংলা রামরাজ্য হবে। এই মন্তব্য ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে কলকাতার মেয়র তথা বিদায়ী মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে সরাসরি নিশানা করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লি, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি প্রশ্ন তোলেন, বাংলার বহু মুসলিম শ্রমিক কেন কাজের সন্ধানে ওই সব রাজ্যে পাড়ি দেন। তাঁর বক্তব্য, বাংলায় মুসলমানদের সুরক্ষা নেই, অথচ যেসব রাজ্যে বিজেপি শাসন করছে সেখানে তাঁরা নিরাপদে রয়েছেন। এমনকি তিনি আরও বলেন, ‘বাংলায় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে, ফিরহাদের অসুবিধা হলে অন্য রাজ্যে চলে যাবেন।’ এছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে দিলীপ ঘোষ দাবি করেন, যাঁরা বর্তমানে তৃণমূলের সঙ্গে ঘুরছেন, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত দিলীপ ঘোষকে জেতাবেন। এই মন্তব্যও রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ভোটের আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির সক্রিয়তা নিয়েও এদিন প্রশ্ন ওঠে সাংবাদিকদের তরফে। তৃণমূলের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে সেই অভিযোগ খারিজ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, দুর্নীতির তদন্তের সঙ্গে নির্বাচনের কোনও সম্পর্ক নেই এবং আইনের পথে চলেই বিচার হবে। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি ক্ষমতায় এলে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সবাইকে জেলে যেতে হবে। এদিনের বক্তব্যে জাতীয়তাবাদী ইস্যুতেও সুর চড়ান দিলীপ ঘোষ। ‘বন্দেমাতরম’ নিয়ে তিনি স্পষ্ট মত প্রকাশ করে বলেন, এই স্লোগানের বিরোধিতা করা মানেই দেশের বিরোধিতা করা। যাঁরা এমন করবেন, তাঁদের দেশের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। একইসঙ্গে বাঙালি পরিচয় ইস্যুতে কীর্তি আজাদ এবং জুন মালিয়ার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন। উল্লেখ্য, এর আগের দিনই বাংলার এক নির্বাচনী সভায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ‘বুলডোজার নীতি’ প্রসঙ্গ তুলে মন্তব্য করেছিলেন। সেই মন্তব্যের জেরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়ে যায়। সোমবার তারই পাল্টা জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, তাঁর সরকার কোনওভাবেই ‘বুলডোজার নীতি’তে বিশ্বাস করে না, বরং ভালোবাসা এবং সহমর্মিতার রাজনীতিতেই আস্থা রাখে। ভোটের আগে বাংলার রাজনৈতিক আবহে ‘বুলডোজার’ ইস্যু নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে।

বাঁকুড়ায় মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে হোম ভোটিং, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিতে তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৩ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার, ১৪ এপ্রিল থেকে বাঁকুড়া জেলায় শুরু হচ্ছে হোম ভোটিং প্রক্রিয়া বা ঘরে বসে ভোটদান। আগামী ১৬ এপ্রিলের মধ্যেই এই প্রক্রিয়া শেষ করা হবে। সোমবার জেলাশাসকের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই খবর জানান জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত, পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য এবং ডিস্ট্রিক্ট ফোর্সের কো-অর্ডিনেটর সুধাংশু কুমার। মূলত ৮৫ বছরের ঊর্ধ্বে প্রবীণ নাগরিক এবং প্রতিবন্ধী ভোটারদের সুবিধার্থেই নির্বাচন কমিশনের এই ‘হোম ভোটিং’ ব্যবস্থা। জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক জানান, আসন্ন নির্বাচনকে ভয়মুক্ত, ছাপ্পামুক্ত ও ঝামেলামুক্ত করতে সব রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন সম্পূর্ণ তৎপর। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, নির্বাচন কমিশনের ছয় দফায় নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী-ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোটদান, ছাপ্পা রোধ, প্রলোভন দেখিয়ে ভোট কেনা বন্ধ করা এবং ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর মতো বিষয়গুলিকে ১০০ শতাংশ কার্যকর করতে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। পাশাপাশি এসএসটি নাকা চেকিংয়ের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার স্পষ্টভাবে জানান, গোটা জেলায় কড়া নজরদারি চালানো হবে এবং নির্বাচনে কোনওরকম অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না।

বাম তৃণমূলের জমজমাট লড়াই জঙ্গিপুরে, পিছিয়ে নেই কংগ্রেসও

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৩ এপ্রিল ঃ আগামী ২৩ এপ্রিল রাজ্যের বিধাননসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট গ্রহণ পর্ব। সেখানে এবার ৫৮ জঙ্গিপুর নজর কেড়েছে সবার। মুর্শিদাবাদ এর ২২ টি আসনের মধ্যে জাঙ্গিপুরের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে আসলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। যেখানে এবার জঙ্গিপুর বিধানসভার মোট ভোটার ২ লক্ষ ২০হাজার ৭৬৯। মামুষের মনে জায়গা করে নিয়ে নিজের জায়গা ধরে রাখতে মরিয়া জঙ্গিপুরে সব দলের প্রার্থীরাই। তার মধ্যে আবার লেগে রয়েছে দল বদলের খেলা। কখনো জোড়া ফুলে ভাঙ্গন,আবার কখনো কংগ্রেসের হাতে, আবার কখনো পদ্মে। বামদের দলের কর্মী সংখ্যা কম তাই তাদের দলের ভাঙ্গন সেভাবে চোখে পড়ছে না। কিন্তু গত লোকসভার নিরিখে জঙ্গিপুরে ভোট বেড়েছে বামেদের। তবে তাকে গুরুত্ব দিতে রাজি নন দুবারের জয়ী প্রার্থী জাকির হোসেন। অপর দিকে বাম ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা বাম প্রার্থী পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক আলোক কুমার দাসের বক্তব্য, জঙ্গিপুর এর মানুষ দেখতে পাচ্ছে উন্নয়ন শুধু মাত্র এলাকার যিনি বিধায়ক ছিলেন তার হয়েছে। এলাকাতে বিভিন্ন মাফিয়াদেরকে নিয়ে অবৈধ ভাবে তিনি বিশাল অট্টালিকা তৈরি করছেন। সেই সঙ্গে এলাকাতে সরকারি শিক্ষার মান কমিয়ে নিজের বেসরকারি স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন। তিনি তো বিশিষ্ট শিল্পপতি, আমরা জঙ্গিপুর বাসীরা ভেবেছিলাম তার হাত ধরে এলাকার যেমন শিল্পের উন্নতি হবে তেমন শিক্ষার প্রসার ঘটবে। আমি সাধারণ মানুষকে বলেছি, যদি আমি নির্বাচিত হয় তাহলে, বিধায়ক ভাতার টাকাতে এলাকার দুঃস্থ ছাত্র -ছাত্রীদের শিক্ষার প্রসার ঘটাবো। অপরদিকে কংগ্রেস প্রার্থী মোহাম্মদ ইমরান আলি এলাকাতে পরিচিত একজন সমাজসেবী হিসেবে। বিভিন্ন সময় তার তৈরি চ্যারিটেবলে ট্রাস্ট দিয়ে মানুষের সেবার কাজ করতে দেখা গেছে তাকে। তাই নির্বাচনে তার কথা মানুষকে যেভাবে আমরা পরিষেবা দিয়ে এসেছি তাতে মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়াবে।এই এলকাতে এর আগে কংগ্রেসের বিধায়ক এবং সাংসদ ছিলেন। আমাদের সংগঠন এখানে শক্ত।তবে জয়ের বিষয়ে সব প্রার্থীরাই নিশ্চিত। যে কারণে ভোট যুদ্ধের লড়াইয়ে কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নয়। তবে শেষ কথা বলবে জনতা জোনার্দন আগামী ২৩ এপ্রিল। এবং আগামী ৪ ঠিক হবে জঙ্গিপুরের মানুষের হয়ে কে বিধানসভায় কথা বলবে তা এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

খেজুরিতে উন্নয়নের রূপরেখা সামনে এনে ইস্তাহার প্রকাশ তৃণমূল প্রার্থী রবিনচন্দ্র মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৩ এপ্রিল ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনের প্রাক্কালে জোরদার রাজনৈতিক তৎপরতার মাঝে নিজেদের উন্নয়ন ভাবনাকে সামনে রেখে ইস্তাহার প্রকাশ করলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রবিনচন্দ্র মণ্ডল। আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ইস্তাহার ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। প্রকাশিত ইস্তাহারে খেজুরি বিধানসভার সামগ্রিক উন্নয়নের এক বিস্তৃত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলির দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ইস্তাহারে উল্লেখযোগ্যভাবে উঠে এসেছে খেজুরিকে একটি সাংস্কৃতিক ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা, যা এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও রাসুলপুর নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের প্রস্তাব রাখা হযেছে, যা বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন গতি আসবে। মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এই এলাকায় মাছ সংরক্ষণের জন্য হিমঘর নির্মাণের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে, যা মৎস্যজীবীদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ইস্তাহারে আরও উল্লেখ করা হয়েছে খেজুরির ঐতিহ্যবাহী ডাকঘর সংরক্ষণ ও আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা, নতুন বাস টার্মিনাস ও ওপেন কালচারাল মার্কেট গড়ে তোলা, এবং একটি সুসজ্জিত খেজুরি গেট নির্মাণের উদ্যোগ। পাশাপাশি মহিলাদের নিরাপত্তা জোরদার করতে মহিলা থানা স্থাপন ও দমকল কেন্দ্র তৈরির কথাও বলা হয়েছে। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও একাধিক উদ্যোগের কথা উল্লেখ রয়েছে। কামারদা অঞ্চলে রাধাকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন, নতুন অডিটোরিয়াম হল এবং খেলাধূলার মানোন্নয়নে আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা ইস্তাহারে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রার্থী রবিনচন্দ্র মণ্ডল জানান, এই ইস্তাহার শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতির তালিকা নয়, বরং খেজুরির সার্বিক উন্নযনের একটি রোডম্যাপ। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এলাকার মানুষ উন্নয়নের স্বার্থে এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করবেন এবং আগামী দিনে খেজুরিকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ বিধানসভা হিসেবে গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নেবেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, স্থানীয় ইস্যুগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে তৈরি এই ইস্তাহার ভোটারদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এখন দেখার, নির্বাচনের ময়দানে এই উন্নয়ন- প্রতিশ্রুতি কতটা সাড়া ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত জনসমর্থন কোন দিকে সেটাই এখন দেখার।

NIQ & NIT, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: Provision for temporary IT infrastructure arrangement for the programine to be attended by VVIP in connection with the celebration programme of Bengali New Year and State Foundation Day of Himachal Pradesh to be held on 15th April 2026 and 18th April, 2026 respectively at Lok Bhavan, Kolkata" **[Job No. KIT/RW/014 Of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-004/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing: **14.04.2026 up to 05.00 PM** 2. Name of Work: "Provision for temporary High Speed internet service for the programme to be attended by VVIP in connection with the celebration programme of Bengali New Year and State Foundation Day of Himachal Pradesh to be held on 15th April 2026 and 18th April, 2026 respectively at Lok Bhavan, Kolkata" **Job No. KIT/RW/015 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-005/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing: **14.04.2026 up to 05.00 PM** 3. Name of Work: "Logistics and manpower arrangements of Appellate Tribunal Kolkata: Deployment of technical manpower." **[Job No. KIT/RW/016 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-006/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing: **14.04.2026 up to 05.00 PM** 4. Name of Work "Subscription charges of DTH Yearly Package for VII' Users at State Govt. Circuit House, 9/1, Hungerford Street, Kolkata-700 017. **[Job No: KIT/RW/008 of 26-27-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-006/T/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5013803_ 1** Bid Submission Closing: 27.04.2026 upto 03.00 PM 5. Name of Work: "Annual Comprehensive Maintenance of CCTV Surveillance System for safety and security of Sukanya Home, Salt lake, Kolkata for 01 (One) Year. **[Job No: KIT/OW/001 of 26-27]" -TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-007/T/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5013804_ 1** Bid Submission Closing: **27.04.2026 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division

সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

আমি সুকুল বাস্কি পিতা- বাদল বাস্কি সাকিম কামারপাড়া, পোঃ- দারন্দা, জেলা-বীভূমের বাসিন্দা, আমি নিম্ন তপশিল বর্ণিত (suiri) ব্লকের বিদ্যাধরপুর মৌজায় জে.এল. নং-৩৪ দাগ নং-১৬৮ খতিয়ান ৩০-৮৮০ পরিমান ১২ শতক সম্পত্তির মালিক ও দমলিকার আছি। আমার সম্পত্তির মূল্য ৯,৫০,০০০ /-টাকা।
এই সম্পত্তি স্বজাতি আদিবাসী সম্প্রদায়কে বিক্রি করতে চাই (যোগাযোগ নং ৯০৪৬৯৯৬৩৩৩)।

নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন

ই-টেন্ডার নং.ঃ এসএনটি-০৩-এলএমজি-২০২৬-২৭, তারিখঃ ১০-০৪-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম এবং স্থানঃ** লামডিং ডিভিশনের এসএসই/ টেলি/ আইসি/লামডিং -এর অধিক্ষেত্রে টেলিকম গিয়ার্স-এর পুনর্নির্মাণ/ প্রতিস্থাপন/উন্নয়নের দ্বারা নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৮১,৬৩,৮৫৭.৮৯ টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ১,৬৩,৩০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৪-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৪-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

হাওড়া ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

হাওড়া ডিভিসনের ব্যাণ্ডেল-শক্তিগড় শাখায় এসি-ডিসি রূপান্তরণ কাজের জন্য, খন্যান ও ব্যাণ্ডেল স্টেশনের মধ্যে ডাউন, রিভার্স ও মগরা ল্যুপ লাইনে **১৫.০৪.২০২৬ ও ১৬.০৪.২০২৬ তারিখে ২ ঘন্টার (রাত্রি ৩.১৫ মিনিট থেকে ভোর ৫.১৫ মিনিট পর্যন্ত)** এবং **১৭.০৪.২০২৬ ও ১৮.০৪.২০২৬ তারিখে ৩ ঘন্টার (রাত্রি ৩.১৫ মিনিট থেকে সকাল ৬.১৫ মিনিট পর্যন্ত) ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের** প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে :— **• ইএমইউ লোকাল বাতিল : ১৫ ও ১৬.০৪.২০২৬ তারিখ: বর্ধমান থেকে :** ৩৭৮১২ ও ৩৭৭৮৬। **হাওড়া থেকে :** ৩৭৮১১। **ব্যাণ্ডেল থেকে :** ৩৭৭৮১। **১৭ ও ১৮.০৪.২০২৬ তারিখ : বর্ধমান থেকে :** ৩৭৮১২, ৩৭৭৮৬ ও ৩৭৮১৪। **হাওড়া থেকে :** ৩৭৮১১ ও ৩৭৮১৩। **ব্যাণ্ডেল থেকে :** ৩৭৭৮১। **• পথিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ : ১৫ ও ১৬.০৪.২০২৬ তারিখ: ১৩১৮৬** জয়নগর-শিয়ালদহ গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস ৩০ মিনিটের জন্য। **১৭ ও ১৮.০৪.২০২৬ তারিখ: ৩৭৮১৬** বর্ধমান- হাওড়া লোকাল ১৫ মিনিটের জন্য ও **১৩১৮৬** জয়নগর-শিয়ালদহ গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য। **• ব্লকের আগে শেষ ট্রেন: ১৫.০৪.২০২৬ থেকে ১৮.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত : ১৩১৫৪** মালদা টাউন-শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস। **• ব্লক শেষ হওয়ার পর প্রথম ট্রেন: ১৫.০৪.২০২৬ ও ১৬.০৪.২০২৬ তারিখ : ৩৭৮১৪** বর্ধমান-হাওড়া লোকাল (বর্ধমান ছা. ০৪.০৫ ঘ.) ও **১৭.০৪.২০২৬ ও ১৮.০৪.২০২৬ তারিখ : ৩৭৮১৬** বর্ধমান-হাওড়া লোকাল (বর্ধমান ছা. ০৫.০৫ ঘ.)। **বিশেষ দ্রষ্টব্য:** ব্লক চলাকালীন কোনও স্পেশাল অথবা দেরিতে চলা ট্রেন ও সদ্য প্রবর্তিত ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি-র ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে সেটির পথ পরিবর্তন/নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের ঘোষণা শুনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SHRIRAM Asset Reconstruction

শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (এসএআরপিএল)

(বিভিন্ন এসএআরসি ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন)

নিবন্ধিত অফিসঃ। শ্রীরাম হাউস, নং ৪, বুর্কিত রোড, টি. নগর, চেন্নাই - ৬০০০১৭।

কর্পোরেট অফিসঃ। ইউনিট নং এফএফ-ক-০৫, এ উইং।, প্রথম তলা, আর্ট গিল্ড হাউস, ফিনিক্স মার্কেট সিটি, এলবিএস মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০৭০, **ওয়েবসাইটঃ www.shriramarc.com** ফোন নং-ঃ **১৮০০ ১২০ ২৩৮৯, customercare@shriramarc.com**

পাবলিক নোটিশঃ স্থাবর সম্পত্তির ই-নিলাম-সহ-বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট -IV-A অনুসারে সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৬, ৮ (৬) এবং ৯ এর বিধান সহ পঠিত।

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা, সহ-গ্রহীতা ও বন্ধকদাতাদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি একজন সুরক্ষিত পাওনাদারের নিকট বন্ধক / দায়বদ্ধ রাখা হয়েছিল। বর্তমানে ‘Shriram Asset Reconstruction Private Limited’ (যাকে পরবর্তীতে SARPL হিসেবে উল্লেখ করা হবে)-বিভিন্ন SARPL ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায়-SARFAESI আইনের ধারা ৫-এর অধীনে একটি নিবন্ধিত হস্তান্তর চুক্তির মাধ্যমে আর্থিক সম্পদসমূহ অধিগ্রহণ করেছে। এই অধিগ্রহণের আওতায়, নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতাসহ বিভিন্ন ঋণগ্রহীতার সংশ্লিষ্ট আর্থিক সম্পদসমূহ এবং সেই সম্পদের বিপরীতে সৃষ্ট অন্তর্নিহিত জামানত স্বার্থ -তদুপরি উক্ত সম্পত্তিতে তাদের যাবতীয় অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ-মূল ঋণদাতা / হস্তান্তরকারী প্রতিষ্ঠান ‘Aditya Birla Capital Limited’ (পূর্বে যা ‘Aditya Birla Finance Limited’ নামে পরিচিত ছিল) থেকে SARPL-এর নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। উক্ত সম্পত্তির ভৌত দখল ইতিমধ্যেই মূল ঋণদাতাহস্তান্তরকারী প্রতিষ্ঠান ‘Aditya Birla Finance Limited’ (ABCL)-এর একজন অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত কর্মকর্তা SARC-Trust-3-এর ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, এই SARC-Trust-3 হলো সেই প্রতিষ্ঠান, যার নিকট মূল ঋণদাতা ‘Aditya Birla Capital Limited’ (পূর্বে যা ‘Aditya Birla Capital Limited’ নামে পরিচিত ছিল) কর্তৃক অনুমোদিত ও বিতরণকৃত ঋণের অধিকার হস্তান্তরিত হয়েছে। এখন, ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতাদের নিকট থেকে SARPL (অর্থাৎ সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর প্রাপ্য বকেয়া অর্থ-তদুপরি এর ওপর আরোপিত অতিরিক্ত সুদ, চার্জ, খরচ ও অন্যান্য ব্যয়সমূহ-উদ্ধারের লক্ষ্যে, নিচে উল্লিখিত নিলামের সময়সূচি অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তিটি ‘যে অবস্থায় যেখানে আছে, যে অবস্থায় যা আছে এবং যা কিছু আছে’ ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। এই বিক্রয় কার্যক্রমটি ২০০২’-এর বিধি ৮(৬)-এর শর্তাবলী এবং বিধি ৯(১) অনুযায়ী পরিচালিত হবে, যা নিচের সারণীতে উল্লেখ করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতাগণের বিবরণ পাওনা অর্থের পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং উক্ত সম্পত্তির ওপর বিদ্যমান কোনো দায়বদ্ধতা (যদি থাকে), সংরক্ষিত মূল্য, বায়না জমার পরিমাণ, নিলামে বিড বৃদ্ধির ন্যূনতম পরিমাণ, নিলামের তারিখ এবং পরিদর্শনের তারিখ-নিচে প্রদান করা হলো।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর, ট্রাস্টের নাম এবং অ্যাসাইনর / মূল ঋণদাতার নাম	ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদের নাম	১৩(২) চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য, জামানত (ইএমডি), বিড বৃদ্ধির পরিমাণ, বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ			নিলাম এবং পরিদর্শন তারিখ ও সময়	যোগাযোগের ব্যক্তির বিবরণ-AO এবং পরিষেবা প্রদানকারী
			আরপি	ইএমডি	জমা দেওয়ার তারিখ		
ABFLKOLDSB 0000123893, আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর নিকট ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট নং SARC TRUST-3- এর অধীনে।	**মিঃ সনৎ পাল, সুরেন পালের পুত্র, মেসার্স অরিন্দম স্পোর্টস এন্ড গেমস,** এর স্বত্বাধিকারী শ্রী সনৎ-র মাধ্যমে এবং শ্রীমতি রত্না পাল সনৎ পালের স্ত্রী	**দাবি নোটিশ, তারিখ ২২-মে-২০২৩ যার মাধ্যমে ১৬-মে-২০২৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী সুদসহ মোট ২০,০৫,০৬৬.৮৬ টাকা (বিশ লক্ষ পাঁচ হাজার ছেষট্টি টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা মাত্র) দাবি করা হয়েছে।**	টাকা ৮,৪০,০০০ /- (টাকা আট লক্ষ চল্লিশ হাজার মাত্র)	টাকা ৮৪,০০০ (টাকা চুরাশি হাজার মাত্র)	২৯ এপ্রিল ২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৪ টা	নিলামের তারিখ ও সময়ঃ **৩০ এপ্রিল** ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত। তারিখ ও পরিদর্শন সময়ঃ **২৯ এপ্রিল** ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।	সুমেশ মিত্তলঃ ৯৯৯৩৫৮৭৭৯৭ বিজয় দেঃ ৯৭৩৫৬১১১৫৬ অপূর্ব দান্তিঃ ৯৯৩০৯০৭২৫ রামপাল গৌতমঃ ৯৯৯৯০৭৭৭৯২
			বিড বৃদ্ধির পরিমাণঃ ২৫,০০০ টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ২৯ এপ্রিল, ২০২৬				

বন্ধকী সম্পত্তির বর্ণনা

মোট আনুমানিক ২ কাঠা ৪ ছটাক ২৫ বর্গফুট পরিমাপের জমি এবং তার ওপর দণ্ডায়মান আনুমানিক ৭২৯ বর্গফুট পরিমাপের কাঠামোসহ সম্পূর্ণ সম্পত্তি। যা সাবেক দাগ নং ১২৭৬-এর অংশবিশেষ (যা হাল দাগ নং ১৩৬৭ এবং এল.আর. দাগ নং ১৪৪০-এর সমতুল্য) সাবেক খতিয়ান নং ১০৮-এর অন্তর্ভুক্ত (যা হাল খতিয়ান নং ৩১১ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৬৮৩-এর সমতুল্য) জে.এল. নং ২৪, আর.এস.এ. নং ১০৩, তৌজি নং ২৫০ মৌজা-চম্পাহাটি, থানা-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানাধীন। চতুঃসীমা নিম্নরূপঃ উত্তর-রবিন মজুমদার-এর বাড়ি পূর্ব-শ্রী মন্ডল-এর খালি জমি দক্ষিণ-পুকুর পশ্চিম-৪ ফুট চওড়া রাস্তা।
দখলের ধরন ও তারিখঃ ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রত্যক্ষ দখল গ্রহণ করা হয়েছে জ্ঞাত দায়ভার কোনো দায়ভার জানা নেই।

১. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলী, বিড ফর্ম এবং অন্যান্যদের তথ্যের জন্য আপনারা সুরক্ষিত পাওনাদার/ হস্তান্তরগ্রহীতা/ শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট https://www.shriramarc.com অথবা আমাদের নিলাম সংস্থার ওয়েবসাইট https://BidDeal.in পরিদর্শনন করতে পারেন। এই নিলামকারী সংস্থার কার্যালয় মুম্বাইতে অবস্থিত। যেকোনো সহায়তার জন্য আপনারা accounts@valuetrust.org এবং auction.manager@biddeal.in ইমেল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদার মেসার্স আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর সাথে ওপরের সারণিতে উল্লিখিত যোগাযোগ নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করতে পারেন। এই শর্তাবলি নিলামকারী(গণ)-কে বিড ফর্মের সাথে স্বাক্ষর করে জমা দিতে হবে। বর্তমান বিজ্ঞপ্তিটি সুরক্ষিত পাওনাদারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে।
২. আগ্রহী দরদাতাদের তাদের ইএমডি বাবদ অর্থ SARC-TRUST-3 এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট এর মাধ্যমে অথবা SARC-TRUST-3 এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে RTGS/NEFT জমা দিতে হবে **ব্যাঙ্কের নামঃ** ICICI ব্যাংক লিমিটেড **শাখার ঠিকানাঃ** মুম্বাই - কামানি কুর্লা পশ্চিম, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ১৯৬২০৫০০৪৬২৯ IFCL কোড- ICIC0001962।

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৯(১)-এর শর্তাবলি] অনুযায়ী ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা / বন্ধক/ জামিনদারদের ই-নিলামের তারিখের আগে উপরে উল্লিখিত অর্থ, তারিখ অনুসারে সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে, তা না হলে সম্পত্তি নিলাম/ বিক্রয় করা হবে এবং বাকি পাওনা, যদি থাকে, সুদ এবং খরচ সহ আদায় করা হবে।

স্থানঃ উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ১৪.০৪.২০২৬

স্বা /- অনুমোদিত কর্মকর্তা
শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
(SARCTrust-3-এর ট্রাস্টি হিসেবে তার ক্ষমতাবলে)

গরমে শরীর চর্চা

গরমেও কেন ফাটছে ঠোঁট? গ্রীষ্মে ঠোঁটের যত্নে জরুরি ৮টি কার্যকর টিপস

শীতকালেই ঠোঁট ফাটে-এই ধারণা অনেকেরই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, তীব্র গরমেও একই সমস্যা ভোগাচ্ছে বহু মানুষকে। ক্রমশ বাড়তে থাকা তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, ধুলো-দূষণ এবং ডিহাইড্রেশন-সব মিলিয়ে গ্রীষ্মকালেও ঠোঁট শুষ্ক হয়ে ফেটে যাচ্ছে। শুধু মুখ, হাত বা ত্বক নয়-এই সময়ে ঠোঁটেরও সমান যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। গরমে আমরা অনেকেই বুঝতেই পারি না যে শরীরের ভেতরে জলের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে। অতিরিক্ত ঘাম, রোদে বেরোনো, অনিয়মিত জলপান-এসবের ফলে শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়ে। তার সরাসরি প্রভাব পড়ে ঠোঁটে। ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায়, চামড়া উঠতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তা ফেটে গিয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করে। তাই প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল-পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা। দিনে অন্তত ৮-১০ গ্লাস জল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুললে ঠোঁট অনেকটাই স্বাভাবিক থাকবে। অনেকেরই একটি খারাপ অভ্যাস রয়েছে-ঠোঁট শুষ্ক লাগলেই বারবার জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া। এতে সাময়িক স্বস্তি মিললেও দীর্ঘমেয়াদে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। লালারস দ্রুত শুকিয়ে গিয়ে ঠোঁটকে আরও বেশি শুষ্ক করে তোলে। পাশাপাশি বাইরে ধুলো, ধোঁয়া এবং জীবাণুও ঠোঁটে লেগে সমস্যা বাড়ায়। তাই যতই শুষ্ক লাগুক, এই অভ্যাস থেকে দূরে থাকাই ভালো। গরমে সূর্যের তাপও ঠোঁটের ক্ষতির একটি বড় কারণ। আমরা সাধারণত মুখ বা ত্বকে সানস্ক্রিন ব্যবহার করি, কিন্তু ঠোঁটকে প্রায়ই উপেক্ষা করি। অথচ সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ঠোঁটের কোমল ত্বককে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই বাইরে বেরোনোর সময় টুপি, ছাতা বা স্কার্ফ ব্যবহার করা উচিত, যাতে সরাসরি রোদ

ঠোঁটে না পড়ে। পাশাপাশি এসপিএফ যুক্ত লিপ বাম ব্যবহার করলে অতিরিক্ত সুরক্ষা পাওয়া যায়। গরমকালে খাদ্যাভ্যাসও ঠোঁটের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। অতিরিক্ত মশলাদার, ভাজাভুজি বা ঝাল খাবার শরীরে জলশূন্যতা বাড়াতে পারে এবং ঠোঁটকে আরও শুষ্ক করে তুলতে পারে। তাই এ সময় হালকা, সুষম খাবার খাওয়া উচিত। বিশেষ করে জলসমৃদ্ধ ফল ও সবজি-যেমন শসা, তরমুজ, লাউ, ঝিঙে-এসব খাদ্য তালিকায় রাখা অত্যন্ত উপকারী। এগুলি শরীরকে ঠান্ডা রাখার পাশাপাশি ভেতর থেকে আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ঠোঁটের আর্দ্রতা বজায় রাখা গ্রীষ্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত লিপ বাম ব্যবহার করা উচিত। বিশেষ করে এমন লিপ বাম যাতে ময়েশ্চারাইজিং উপাদান এবং এসপিএফ থাকে। দিনে কয়েকবার লিপ বাম লাগালে ঠোঁট ফাটা অনেকটাই কমে যায়। রাতে শোবার আগে লিপ বাম বা প্রাকৃতিক তেল (যেমন নারকেল তেল বা বাদাম তেল) ব্যবহার করলে ঠোঁট নরম থাকে। বর্তমানে অনেকেই দীর্ঘ সময় এয়ার কন্ডিশনড (এসি) ঘরে থাকেন-বাড়ি হোক বা অফিস। এসির ঠান্ডা পরিবেশে বাতাস শুষ্ক থাকে, যা ঠোঁটের আর্দ্রতা দ্রুত কমিয়ে দেয়। ফলে ঠোঁট ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই এসিতে থাকলেও নিয়মিত লিপ বাম ব্যবহার এবং পর্যাপ্ত জলপান জরুরি। যাঁরা নিয়মিত লিপস্টিক ব্যবহার করেন, বিশেষ করে লিকুইড ম্যাট লিপস্টিক, তাঁদের একটু বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের লিপস্টিক ঠোঁটকে দ্রুত শুষ্ক করে দেয়। তাই লিপস্টিক লাগানোর আগে অবশ্যই একটি হাইড্রেটিং লিপ বাম ব্যবহার করা উচিত। এতে ঠোঁটের উপর একটি সুরক্ষার স্তর তৈরি হয় এবং ক্ষতি কম হয়। সবশেষে, ঠোঁট ফাটার সমস্যাকে অবহেলা না করাই ভালো। অনেক সময় তা সংক্রমণ বা রক্তপাতের কারণ হতে পারে। নিয়মিত যত্ন, সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং সচেতনতা-এই তিনটি বিষয় মেনে চললেই গ্রীষ্মকালেও ঠোঁট থাকবে নরম, সুস্থ এবং আকর্ষণীয়। গরমে ত্বকের যত্নের পাশাপাশি ঠোঁটের যত্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ-এই সচেতনতা যত বাড়বে, ততই এই সমস্যার থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

ইদানীং অনেকেই লক্ষ্য করছেন, মুখে কালো দাগছোপ বা পিগমেঃটশন আগের তুলনায় বো।ে যাচ্ছে। রোদে বেরোনো, দূষণ, অনিয়মিত জীবনযাপন কিংবা স্ট্রেস-সব মিলিয়ে ত্বকের জেল্লা হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। সমস্যা আরও বা।ে যখন নামী-দামি প্রসাধনী ব্যবহার করেও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত ফল। এতে হতাশ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জানেন কি, খুব সাধারণ একটি উপাদানই আপনার এই সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে? এই সহজলভ্য উপাদানটি হল ভিটামিন ই ক্যাপসুল। প্রায় সব ওষুধের দোকানেই এটি পাওয়া যায়, এবং এর দামও অত্যন্ত সাশ্রয়ী। বহুদিন ধরেই ঘরোয়া রূপচর্চায় এর ব্যবহার প্রচলিত, তবে সঠিক নিয়ম মেনে ব্যবহার করলে এর কার্যকারিতা যে কোনও দামি ফেশিয়াল বা স্কিন ট্রিটমেঃটকেও টেক্কা দিতে পারে। ভিটামিন ই মূলত একটি শক্তিশালী অ্যাঃিট-অক্সিড্যাঃট। এটি ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে কোষের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে। দূষণ ও সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মির কারণে ত্বকে যে ক্ষতি হয়, তা প্রতিরোধে ভিটামিন ই অত্যন্ত কার্যকর। এর মধ্যে থাকা টোকোফেরল ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং অকাল বার্ধক্যের লক্ষণ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।বিশেষ করে যাঁদের ত্বক অত্যন্ত শুষ্ক, তাঁদের জন্য ভিটামিন ই যেন আশীর্বাদ। এটি ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং ত্বককে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায়। ফলে ত্বক হয়ে ওঠে নরম, মোলায়েম এবং উজ্জ্বল। শুধু তাই নয়, নিয়মিত ব্যবহারে রোদে পো।া দাগ, পিগমেঃটেশন বা কালচে ছোপ অনেকটাই হালকা হয়ে আসে। চোখের নিচে কালো দাগ বা ডার্ক সার্কেল কমাতেও ভিটামিন ই দারুণ কার্যকর। এমনকি সূক্ষ্ম বলিরেখা কমিয়ে ত্বককে আরও তরুণ দেখাতে সাহায্য করে। এছা।া, ত্বকের গভীরে জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করে এটি ত্বকে নতুন প্রাণ ফিরিয়ে আনে। ফলে ত্বক হয়ে ওঠে সতেজ এবং প্রাণবন্ত। এবার আসা যাক ব্যবহারের নিয়মে। ভিটামিন ই ক্যাপসুল সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা যায়। একটি ক্যাপসুল ফুটো করে এর তেল বের করে মুখে আলতোভাবে ম্যাসাজ করতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে, এই তেল বেশ ঘন এবং আঠালো। তাই অনেকের ক্ষেত্রে এটি সরাসরি ব্যবহার করতে অস্বস্তি হতে পারে। সেক্ষেত্রে একটি সহজ উপায় হল, আপনার নিয়মিত ব্যবহৃত নাইট ক্রিম বা ময়েশ্চারাইজারের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ভিটামিন ই তেল মিশিয়ে নেওয়া। এতে তেলটি সহজেই ত্বকের সঙ্গে মিশে যাবে এবং অতিরিক্ত ভারী লাগবে না। রাতে শোয়ার আগে এই মিশ্রণ ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়, কারণ তখন ত্বক বিশ্রামে থাকে এবং পুষ্টি শোষণ করতে পারে বেশি। আরও একটি কার্যকর পদ্ধতি হল স্পট ট্রিটমেঃট। অর্থা, সারা মুখে না লাগিয়ে শুধুমাত্র যেখানে কালো দাগ বা সমস্যা রয়েছে, সেখানে আলতো করে ভিটামিন ই তেল লাগানো। এতে নির্দিষ্ট জায়গায় দ্রুত ফল পাওয়া যায়।তবে সব ধরনের ত্বক একই রকম নয়।

'১ বিলিয়ন ডলার ও তুরস্কের সুন্দরী নারী চাই'-বিতর্কে ফের উগান্ডার সেনাপ্রধান মুজুহি কাইনেরুগাবা, কূটনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য

১৩ এপ্রিল ঃ আন্তর্জাতিক কূটনীতির মঞ্চে আবারও বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এলেন উগান্ডার সেনাপ্রধান মুজুহি কাইনেরুগাবা। তাঁর অদ্ভুত এবং বিতর্কিত মন্তব্য নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বিশ্বজুড়ে। এবার তিনি সরাসরি টার্কি-এর কাছে দাবি জানিয়ে বসেছেন-১ বিলিয়ন ডলার এবং সেই দেশের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে চান তিনি। এই মন্তব্য ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে বিস্ময়, সমালোচনা এবং কৌতূহল-সবকিছুরই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কারণ, এমন দাবি শুধু অস্বাভাবিকই নয়, বরং কূটনৈতিক শালীনতার পরিপন্থী বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ঘটনার সূত্রপাত শনিবার, যখন মুজুহি কাইনেরুগাবা তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লেখেন, তুরস্কের কাছ থেকে তিনি ১ বিলিয়ন ডলারের পাশাপাশি সে দেশের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে চান। এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। তবে এই দাবির পেছনে তিনি একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সোমালিয়া-র রাজধানী মোগাডিসু-তে তুরস্ক বিভিন্ন অবকাঠামোগত প্রকল্প, বিশেষ করে বন্দর ও বিমানবন্দর থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে। অন্যদিকে, ওই অঞ্চলে সক্রিয় জঙ্গি সংগঠন কড-ক্ষঞ্জজ্রজ্বজ্র-কে দমন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে উগান্ডার সেনাবাহিনী। কাইনেরুগাবার দাবি, এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণেই তুরস্ক সেখানে ব্যবসায়িক সুবিধা পেয়েছে। তাই সেই সহযোগিতা-র মূল্য হিসেবেই তিনি এই অদ্ভুত দাবি তুলেছেন। এমনকি তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ৩০ দিনের মধ্যে যদি তাঁর দাবিগুলি পূরণ না করা হয়, তাহলে উগান্ডা তুরস্কের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার দিকেও যেতে পারে। দূতাবাস বন্ধ করার মতো কঠোর পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। এই মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই কূটনৈতিক মহলে অস্বস্তি তৈরি করেছে। কারণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের

ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যক্তিগত ও অবাস্তব দাবি অত্যন্ত বিরল এবং অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। তবে যারা মুজুহি কাইনেরুগাবা-এর অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে জানেন, তাঁদের কাছে এই ঘটনা খুব একটা নতুন নয়। এর আগেও তিনি একাধিকবার বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন, যা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছে। ২০২২ সালে তিনি আরেকটি চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন,ইতালি-র প্রধানমন্ত্রী কে তিনি বিয়ে করতে চান। বিনিময়ে তিনি দিতে রাজি ছিলেন উগান্ডার ঐতিহ্যবাহী আঙ্কোল জাতের ১০০টি গরু। শুধু তাই নয়, সেই প্রস্তাবে সাড়া না দিলে তিনি রোম দখল করার হুমকিও দিয়েছিলেন। এই মন্তব্যে আন্তর্জাতিক স্তরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। পরিস্থিতি এতটাই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে যে, তাঁর বাবা তথা উগান্ডার প্রেসিডেন্ট Yoweri Museveni প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন। নতুন করে তুরস্ককে নিয়ে করা মন্তব্য সেই পুরনো বিতর্কগুলিকেই আবার সামনে নিয়ে এসেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের মন্তব্য শুধু ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি নয়, বরং একটি দেশের কূটনৈতিক অবস্থানকেও প্রভাবিত করতে পারে। অন্যদিকে, তুরস্কের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই মন্তব্যের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এই ঘটনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল-আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা। আজকের দিনে কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির একটি মন্তব্য মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বজু।ে ছ।িয়ে পড়ে এবং তা বড় ধরনের কূটনৈতিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁ।াতে পারে। কাইনেরুগাবার এই মন্তব্য তারই একটি উদাহরণ। সব মিলিয়ে, উগান্ডার সেনাপ্রধানের এই নতুন দাবি আবারও প্রমাণ করল যে, তাঁর মন্তব্য প্রায়শই প্রচলিত কূটনৈতিক রীতিনীতির বাইরে চলে যায়। এখন দেখার বিষয়, এই বিতর্ক কতদূর গড়ায় এবং উগান্ডা-তুরস্ক সম্পর্কের ওপর এর কী প্রভাব পড়ে। একদিকে নিরাপত্তা সহযোগিতার যুক্তি, অন্যদিকে ব্যক্তিগত ও বিতর্কিত দাবি-এই দুইয়ের সংঘাতে আন্তর্জাতিক কূটনীতির মঞ্চে তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি, যা নিয়ে আলোচনা চলছেই।

কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে নতুন বিতর্ক-দ্বিতীয় ডোজের পর মনে হয়েছিল মরেই যাব, দাবি এলন মাস্কের

১৩ এপ্রিল ঃ কোভিড-১৯ মহামারিকে ঘিরে ভ্যাকসিন বিতর্কে আবারও নতুন করে আগুন জ্বলল। এবার সেই বিতর্কে সরাসরি মন্তব্য করলেন বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী প্রযুক্তি উদ্যোক্তা এলন মাস্ক। তাঁর দাবি, কোভিট-১৯ ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পর তিনি এতটাই অসুস্থ হয়ে প।েছিলেন যে তাঁর মনে হয়েছিল তিনি হয়তো বাঁচবেন না। এই মন্তব্য সামনে আসার পর বিশ্বজুড়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে ভ্যাকসিনের নিরাপত্তা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে। ঘটনার সূত্রপাত একটি ভাইরাল ভিডিওকে কেন্দ্র করে। সেই ভিডিওতে জার্মানির এক প্রাক্তন টক্সিকোলজিস্ট ড. Helmut কোভিড ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি দাবি করেন, ডজ্ঞাক প্রযুক্তির ভিত্তিতে তৈরি ভ্যাকসিনগুলো যথেষ্ট পরীক্ষা ছা।াই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও তাঁর এই দাবির পক্ষে নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবুও ভিডিওটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং কোটি কোটি মানুষ তা দেখে ফেলেন। এই ভিডিও নজরে আসার পরই মন্তব্য করেন ক্লড্ডাচ গ্বত্মণ্ঠ। তিনি বলেন, কোভিড ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পর আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল, হয়তো আমি আর বাঁচব না। তাঁর এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঘিরেই শুরু হয় নতুন বিতর্ক। একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন কেন এমন গুরুতর দাবি মূলধারার সংবাদমাধ্যমে তেমনভাবে গুরুত্ব পায়নি। ড. Helmut -এর বক্তব্য অনুযায়ী, mRNA ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি-যেমন ক্যানসার বা প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যার সম্ভাবনা-সম্পর্কে পর্যাপ্ত গবেষণা করা হয়নি। তিনি আরও দাবি করেন, জার্মানির একটি রিপোর্টে টিকা নেওয়ার পর প্রায় ২,০০০-র বেশি মানুষের মৃত্যুর

উল্লেখ রয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই মৃত্যুগুলোর সঙ্গে সরাসরি ভ্যাকসিনের সম্পর্ক রয়েছে-এমন কোনও নিশ্চিত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাংশ অবশ্য এই দাবিগুলিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের মতে, কোভিড মহামারির সময় জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ভ্যাকসিন তৈরি ও প্রয়োগ করা হয়েছিল ঠিকই, তবে তার আগে বিভিন্ন পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালও সম্পন্ন হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্যাকসিন গুরুতর অসুস্থতা ও মৃত্যুর ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে বলেই প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রেও কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে নানা ধরনের দাবি সামনে এসেছে। বিশেষ করে হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি, তরুণদের মধ্যে আকস্মিক মৃত্যু, এবং বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে পরিচালিত একাধিক গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল পাওয়া গেছে, এবং অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই সরাসরি ভ্যাকসিনকে দায়ী করার আগে আরও তথ্য ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এই পরিস্থিতিতে এলন মাস্কের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই জনমনে প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক নয়। কারণ কোনও ভ্যাকসিন বা ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হতে পারে। অন্যদিকে, সোশ্যাল মিডিয়ার দ্রুত বিস্তার এই ধরনের বিতর্ককে আরও তীব্র করে তুলছে। একটি ভিডিও বা মন্তব্য মুহূর্তের মধ্যে কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, ফলে যাচাই-বাছাই না করেই অনেক সময় ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য ছ।িয়ে প।েছে। তাই বিশেষজ্ঞরা সাধারণ মানুষকে নির্ভরযোগ্য উস থেকে তথ্য যাচাই করার পরামর্শ দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে, কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে এই নতুন বিতর্ক আবারও প্রমাণ করল যে মহামারির প্রভাব এখনও পুরোপুরি কাটেনি। ভ্যাকসিন নিয়ে প্রশ্ন, উদ্বেগ ও আলোচনা এখনও চলছেই। তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং দায়িত্বশীল যোগাযোগই এই বিতর্কের সঠিক দিশা দেখাতে পারে-এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের প্রথম শ্রেণির অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শ্রী পঙ্কজ কুমার সিংহের সম্মানে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

গোরখপুর, ১৩ এপ্রিল ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের প্রথম শ্রেণির অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গোরখপুরে মহাপরিচালকের সভাকক্ষ ' ১৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক শ্রী পঙ্কজ কুমার সিংহের সম্মানে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্থার সভাপতি ও প্রধান প্রকৌশলী (টি.এম.সি.) শ্রী সঞ্জয় যাদব শ্রী পঙ্কজ কুমার সিংহকে স্মারক প্রদান করে সম্মানিত করেন। এই অনুষ্ঠানে অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ডঃ ফহিম আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র সিংহ, যুগ্ম সম্পাদক শ্রী অক্ষয় মিশ্র এবং প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা শ্রী সুমিত কুমারসহ অন্যান্য প্রবীণ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অকাল-প্রয়াণ, শিলচরে শোকসভা

শিলচর (অসম), ১৩ এপ্রিল (হি.স.)ঃ বরাক উপত্যকা সাংবাদিক সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সাংবাদিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অকাল-প্রয়াণে বরাক উপত্যকা সাংবাদিক সংস্থা গভীর শোক প্রকাশ করেছে। আগামীকাল রবিবার শিলচরের সুভাষনগরে অবস্থিত পরিতোষ পালচৌধুরী স্মৃতি পর্ষদের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে শোকসভা।সংস্থার সভাপতি ড. হারাণ দে এক বিবৃতিতে সাংবাদিক চক্রবর্তীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, কর্মতপর এই সাংবাদিকের মৃত্যুতে বরাকের সংবাদ জগতে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। ড. দে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেছেন। উল্লেখ্য, ৫৫ বছর বয়সে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী শুক্রবার (১০ এপ্রিল) ভোরে শিলচরের তারাপুরে তাঁর নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর প্রতি শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে গত রবিবার (১২ এপ্রিল) বিকাল পাঁচটা বরাক উপত্যকা সাংবাদিক সংস্থা এক সভায় মিলিত হবে।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

দুরন্ত বার্তা

পড়ুন ও পড়ান

নাম পরিবর্তন

আমি Arun Kumar Das, S/O Late Nata Narayan Das নিশ্চিন্তপুর, দিঘিরপাড়, ওয়ার্ড নম্বর ৩, পোঃথানাঃ রামপুরহাট ৭৩১২২৪, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার বাবার নাম Nata Narayan Das, যা আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং আমার W.B.B.S.E. এডমিড কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আবার আমার W.B.B.S.E. সার্টিফিকেট এবং জাতিগত শংসাপত্রে বাবার নাম Natanarayan Das নথিভুক্ত রয়েছে। আবার বাবার ভোটার কার্ডে বাবার নাম Natanarayan Let নথিভুক্ত রয়েছে। ০৭.০৪.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট (নম্বর ৩৮৮৩) বলে ঘোষণা করছি Nata Narayan Das @ Natanarayan Das @ Natanarayan Let এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Mohammad Anisur Rahaman & Md Anisur Rahaman (old name) Son of Nesh Mohammad residing at Vill.- Radhanagar, P.O.-Goraksha, P.S.- Ratua, Dist-Malda, Pin-732205 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD ANISUR RAHAMAN, MD ANISUR RAHAMAN to ANSUR ALI and henceforth I shall be known as ANSUR ALI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 13/04/2026. MOHAMMAD ANISUR RAHAMAN, MD ANISUR RAHAMAN (old name) and ANSUR ALI (new name)both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, LAKSHMAN GUPTA (Old Name) S/o BAIJANATH SAH Residing at 13/2,T N Mukherjee Road, P.o - Makhla, P.s-Uttarpara, District Hooghly, Pin - 712245, West Bengal, India, have Changed my name and shall hence-forth be Known as LAKSHMAN SAH (New Name) as declared before the Notary public Howrah vide affidavit Dated 08-04-2026. LAKSHMAN GUPTA (Old Name) and LAKSHMAN SAH (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MAIDUL SEKH (Old name) son of Late JAHANGIR SEKH (Old name) residing at Majer Para Dakshin Nibra PO-Nibra PS-Domjur Dist-Howrah Pin-711409 (West Bengal) have changed my name and father's name will hence forth be known as SK MAIDUL ISLAM (new name) and SK JAHANGIR ALI (New name) at Notary Public Metro politan court West Bengal affidavit no 17/26 date 13/04/2026 MAIDUL SEKH (old name) and SK MAIDUL ISLAM (new name) and JAHANGIR SEKH (old name) and SK JAHANGIR ALI (new name) are same and Identical person.

NAME CHANGE

I, Syed Hossain Ahamad, S/O- Syed Asad Hosen, resident of Vill-Barishali, P.O.- Khandaghosh, P.S.- Khandaghosh, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713142, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SYED HOSEN AHAMMAD vide Affidavit No.- 1374 dated 13/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That Syed Hossain Ahamad and Syed Hosen Ahammad both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Arikul Islam (old name) Son of Ansur Ali residing at Vill.- Radhanagar, P.O.-Goraksha, P.S.- Ratua, Dist-Malda, Pin-732205 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD ARIKUL ISLAM to MD ARIKUL ISLAM and henceforth I shall be known as MD ARIKUL ISLAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 13/04/2026. MOHAMMAD ARIKUL ISLAM (old name) and MD ARIKUL ISLAM (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MD Iyasin Sekh @ Sekh Yasin @ SK Yasin, S/O- Iunus Sekh, resident of Vill.- Taraposh, P.O.- Amila, P.S.- Khandaghosh, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713423, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH MOHAMMAD YASIN vide Affidavit No.- 1372 dated 13/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That MD Iyasin Sekh, Sekh Yasin, SK Yasin and Sekh Mohammad Yasin all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Basudeb Hajra, S/O- Jyotiprakash Hazra, resident of N. Basu Telmarui Para, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as BASUDEB HAZRA vide Affidavit No.- 1373 dated 13/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That Basudeb Hajra and Basudeb Hazra both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, PREM CHAND ROUTH (Old Name), S/o.- Late Lalchan Routh R/o. Central Govt. Quarter No.1, Flat No.1, 14/A, Lee Road, Nizam Palace, Kolkata-700020 WB, that have change my name & shall henceforth be known as PREM CHANDRA ROUTH (New Name),vide an Affidavit No. 622 dtd. 08.04.2026, before the Notary Public at Kolkata. That, PREM CHAND ROUTH (Old Name) & PREM CHANDRA ROUTH (New Name) both are same & one identical person.

সিঁড়ির বাধা পেরিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের পথে, পূর্ব রেলওয়ে দূর করছে সাধারণ যাত্রীদের 'সিঁড়ি-ভীতি'

কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃ ৮৫ বছর বয়সী শান্তি দেবীর কাছে রেলওয়ে স্টেশনে যাওয়া মানেই ছিল পাহাড় জয়ের সমান। দীর্ঘস্থায়ী হাঁটুর ব্যথায় ভোগা এই বৃদ্ধার কাছে খাড়া ওভারব্রিজ আর অন্তহীন সিঁড়ি দেখা মানেই ছিল ঘরে বন্দি থাকার সংকেত। একইভাবে, বিশেষভাবে সক্ষম তেজস্বী যুবক রাজেশের কাছে স্টেশনে আসার অর্থ ছিল প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া। এই শারীরিক বাধাগুলো কেবল ইটের দেওয়াল ছিল না এগুলো ছিল এক একটি দুশ্চিন্তার কারণ। কিন্তু আজ চিত্রটা বদলেছে। শান্তি দেবী এখন লিফটের মাধ্যমে অনায়াসেই প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে যান, আর রাজেশও খুঁজে পেয়েছেন নিজের আত্মনির্ভরতা। পূর্ব রেলওয়ের প্রায় প্রতিটি স্টেশনে 'সিঁড়ি-ভীতি' এখন দ্রুত অতীত হয়ে যাচ্ছে। পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি এবং ভারী মালপত্র বহনকারী যাত্রীদের জন্য ভ্রমণকে মর্যাদাপূর্ণ ও নিরবিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে রেল। ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই জোন জুড়ে মোট ৯৩টি লিফট সফলভাবে স্থাপন ও চালু করা হয়েছে। এই অবকাঠামোগুলো বিভিন্ন বিভাগে সুপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২৩টি লিফট আসানসোল বিভাগে, ১৯টি হাওড়ায়, ৩৭টি মালদায় এবং ১৪টি শিয়ালদহ বিভাগে যাত্রী পরিষেবা দিচ্ছে। এর পাশাপাশি, যাত্রী চলাচল সহজতর করার জন্য নেটওয়ার্ক জুড়ে মোট ৭৭টি এসকেলেটর বা চলন্ত সিঁড়ি বর্তমানে সচল রয়েছে। এর মধ্যে আসানসোলে ৯টি, হাওড়ায় ২৬টি, মালদায় ১৬টি এবং শিয়ালদহ বিভাগে আরও ২৬টি এসকেলেটর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অ্যাক্সেসিবিলিটি বা সহজগম্যতা উন্নত করার এই মিশন ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষের জন্য একটি স্পষ্ট রূপরেখা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। পূর্ব রেলওয়ে আরও ১৪টি নতুন লিফট স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে, যার মধ্যে আসানসোল বিভাগে ৫টি, মালদায় ৬টি এবং শিয়ালদহে ৩টি নতুন ইউনিট বসানো হবে। এর পাশাপাশি, যাত্রী চলাচল আরও আরামদায়ক করতে এবং ভিড় সামলাতে আসানসোল বিভাগে আরও ৪টি নতুন এসকেলেটর চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অত্যাধিক ভিড় হওয়া এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করে এবং বিভাগীয় প্রয়োজনগুলো পূরণ করার মাধ্যমে রেলওয়ে নিশ্চিত করছে যে প্রতিটি যাত্রী যেন স্টেশনে এসে নিজেকে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল বোধ করেন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মালিগাঁওয়ে গড়ে তুলল 'জুবিন গ্রাগ' রেলওয়ে বিহুতলি

মালিগাঁও, ১৩ এপ্রিলঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মালিগাঁওয়ে বিহু এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য নতুন 'বিহুতলি' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণ গড়ে তুলেছে। অসমীয়া গায়ক জুবিন গার্গকে শ্রদ্ধা জানাতে এক আন্তরিক নিবেদন হিসেবে, এর নামকরণ 'জুবিন গ্রাগ রেলওয়ে বিহুতলি' করা হয়েছে এই নাম সমগ্র অসমে শ্রদ্ধার শিল্পীর প্রতি গভীর সাংস্কৃতিক সংযোগ ও শ্রদ্ধাবোধকেই প্রতিফলিত করে।বিহুতলিটি বিভিন্ন আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে গ।ে তোলা হয়েছে, যার মধ্যে একটি স্থায়ী মঞ্চ এলাকা, ভোজনকক্ষ, শৌচাগার কমপ্লেক্স, কমিউনিটি স্পেস, বাউন্ডারি ওয়াল এবং একটি সর্ব-আবহাওয়োপযোগী মাঠ রয়েছে। নতুনভাবে গড়ে তোলা প্রাঙ্গণটি ১৪ থেকে ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত মালিগাঁওয়ের 'পাণ্ডু বিহু সম্মিলনী'-র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে চলা বার্ষিক 'রঙালি বিহু' উদযাপনের আতিথ্য দিতে পুরোপুরি প্রস্তুত। এই উপলক্ষ্যে সম্প্রতি নবনির্মিত মাঠে প্রি-বিহুর একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐতিহ্যবাহী বিহু উদযাপনের মধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এই অনুষ্ঠানকে অলঙ্কৃত করেন। এই অনুষ্ঠানে রেলওয়ে আধিকারিক, স্থানীয় বাসিঃদা এবং সংস্কৃতিপ্রেমীরা উসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন।অনুষ্ঠানের শোভা বৃদ্ধি করতে, জুবিন গার্গের বোন পালমি বরঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরিবারের পক্ষ থেকে কিংবদন্তি শিল্পীকে অর্পিত সম্মানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।এই পদক্ষেপটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির উদযাপন এবং সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে।

হুমায়ুনের দলের জোট ছেড়ে মুর্শিদাবাদে নির্বাচনী প্রচারে তাঁর নামই নিলেন না আসাদউদ্দিন, তৃণমূল-বিজেপিকে সমানে আক্রমণ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৩ এপ্রিল ঃ হুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক দল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র সঙ্গে জোট ভাঙার পর সোমবার থেকে পশ্চিমবঙ্গে 'একলা' পথ চলা শুরু করলো আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল মিম। সম্প্রতি হুমায়ুন কবীরের একটি বিতর্কিত ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এবং তাঁর রাজনৈতিক দল এআইএমআইএম সমাজ মাধ্যমে জানিয়ে দেয় তারা পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে স্বাধীনভাবে একা লড়াই করবে এবং কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের জোট থাকবে না। মিমের সঙ্গে জোট ভেঙে যাওয়ার পর 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর, আসাদউদ্দিন ওয়াইসির উদ্দেশ্যে কোনও বিরূপ মন্তব্য না করলেও তার 'ফেক ভিডিও' নিয়ে ভুল রিপোর্ট দেওয়ার জন্য মিমের রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি এবং মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি আসাদুল শেখকে একহাত নিয়েছে হুমায়ুন কবীর। তাঁর অভিযোগ এই দুই মিম নেতার সঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্বের প্রায় কুড়ি কোটি টাকার 'ডিল' হয়েছে। তার মধ্যে ২ কোটি টাকা ইতিমধ্যে এই দুই নেতা 'অ্যাডভান্স' হিসেবে নিয়ে নিয়েছেন বলে হুমায়ুন অভিযোগ করেছেন। হুমায়ুন কবীর দলের সঙ্গে জোট বাঁধার পর পশ্চিমবঙ্গে আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, হুমায়ুন কবীরের সমর্থনে তাঁর প্রথম রাজনৈতিক জনসভা মুর্শিদাবাদের নওদা বিধানসভা এলাকায় করেছিলেন, যেখান থেকে হুমায়ুন কবীর 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতীকে লড়াই করছে। দুই নেতার রাজ্য জুড়ে আরও ২০ টি সভা করার কথা ছিল। তবে তার আগে দুই দলের জোট ভেঙে যায়। তবে সোমবার যখন আসাদউদ্দিন ওয়াইসি মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় তাঁর দলের প্রার্থী ইমরান সোলাঙ্কির সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার করতে আসেন তার কিছুক্ষণ আগেই ফরাক্কা থেকে দলীয় প্রার্থী ইমতিয়াজ আহমেদ মোল্লার সমর্থনে নির্বাচনী সভা শেষ করে সেখান থেকে বেরিয়ে যান হুমায়ুন। মিম দল সূত্রে জানা গেছে, ইমরান সোলাঙ্কির সমর্থনে আসাদউদ্দিন ওয়াইসি আজ থেকে পরপর তিনদিন রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত চাঁদপুর, কাশিয়াডাঙ্গা এবং নুরপুরে নির্বাচনী জনসভা করবেন। আজকের জনসভায় মিম প্রধানের বক্তব্যের সিংহভাগ অংশ জুড়ে তিনি তৃণমূল এবং বিজেপিকে আক্রমণ করেন। তাঁর বক্তব্যে একবারও 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র নাম শোনা যায়নি। ইমরান সোলাঙ্কির হয়ে ভোট প্রচারে আজকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, রঘুনাথগঞ্জের জনগণ তৃণমূল কংগ্রেসকে বারে বারে ভোট দিয়েছেন এবং এখান থেকে বিধায়ক এবং অনেককেই সাংসদ করে দিল্লিতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ রঘুনাথগঞ্জে শিল্পের কথা বলেননি। আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, আমার সম্পর্কে বারবার বলা হয় আমি নাকি ভোট কেটে বিজেপিকে সাহায্য করতে আসি। কিন্তু আমি প্রশ্ন তুলতে চাই মমতা ব্যানার্জির আমলে এই রাজ্যে বিজেপির চারজন বিধায়ক থেকে থেকে ৭৭ জন জন এমএলএ হলো কী করে? পাশাপাশি আজকের বক্তব্যে আসাদউদ্দিন অভিযোগ করেন -মুর্শিদাবাদের ১৬ লক্ষ যুবক এখন পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করছে। মিম প্রার্থীরা রাজ্যে জয়ী হলে শিল্পের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়ি শ্রমিকদের জন্য মজুরি বৃদ্ধি পাবে বলে আজ আসাদুদ্দিন ঘোষণা করেন। তিনি অভিযোগ করেন- গত বছর কলকাতা হাইকোর্ট প্রায় ৫ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দিয়েছিল। তার মধ্যে ৩.৫ লক্ষ মুসলিম মানুষের সার্টিফিকেট বাতিল হয়েছে। তাঁদের জন্য মমতা ব্যানার্জি কিছুই করেননি। নির্বাচনী প্রচারে আজ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি আরও অভিযোগ করেন, মমতা ব্যানার্জির মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য 'নফরত' আছে। তিনি হলদিয়া খড়গপুরের মত জায়গায় শিল্প করলেও এখানকার গরিব মুসলমানদের কর্মসংস্থানের জন্য কোনও শিল্প করেননি। তিনি এখানকার মুসলমানদের বিজেপির ভয় দেখিয়ে ভোট নেওয়ার জন্য ব্যবহার করেন। নির্বাচনী বক্তব্যে হুমায়ুন কবীরের 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র নাম উল্লেখ না করে আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বললেন, একটি ভিডিও দেখে আমি বলেছিলাম বাংলার মুসলমানদের 'সওদা' করতে পারবো না। ভিডিওটি দেখেই আমি সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছিলাম (পড়ুন হুমায়ুনের দলের সঙ্গে)। কিন্তু আমি প্রশ্ন তুলতে চাই তৃণমূল কি বিজেপির সঙ্গ কখনও ছেড়েছে। এই রাজ্যের সংখ্যালঘু মানুষদেরকে তৃণমূল শুধু বিজেপির ভয় দেখিয়ে গেছে। মমতা এবং মোদী আপন ভাই বোন। আসাদউদ্দিন আজ আরও অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন এই রাজ্যে ওয়াকফ আইন চালু হবে না। কিন্তু সেটা এখন মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই রাজ্যে তৃণমূলের বিকল্প হল আমাদের দল মিম। মমতা ব্যানার্জি মালদা, মুর্শিদাবাদ বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে ভালবাসেন না। তিনি শুধু আপনাদের ভোটকে ভালোবাসেন।

বিজেপির মহিলা জনসংযোগ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, রতুয়া, ১৩ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মালদার রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির সংগঠন মজবুত করতে মহিলা জনসংযোগ কর্মসূচির আয়োজন করা হল। সোমবার পুখুরিয়া মোড় এলাকায় এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বহু মহিলা সমর্থক। মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও বেশ কিছু মহিলা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন বলে জানা গেছে।কর্মসূচিতে বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করেন, রাজ্যজুড়ে মহিলারা নানাভাবে নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন। পাশাপাশি শাসকদলের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগও তোলেন তাঁরা। উপস্থিত মহিলাদের সামনে দলের নির্বাচনী ইস্তেহারের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয়। বিজেপি নেতৃত্ব জানায়, ক্ষমতায় এলে মহিলাদের জন্য মাসিক তিন হাজার টাকা ভাতা চালু করা হবে এবং সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা দেওয়া হবে। এছাড়াও মহিলাদের স্বনির্ভর করতে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়। এই জনসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে ভোটের আগে মহিলা ভোটারদের কাছে পৌঁছনোর কৌশল নিয়েছে বিজেপি। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের উপস্থিতি নিয়ে আশাবাদী দলীয় নেতৃত্ব।

বাম কর্মী-সমর্থকের তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৩ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের মুখে চাঁচল বিধানসভায় শক্তিপ্রদর্শন করল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘগারপার গ্রামে আয়োজিত এক যোগদান কর্মসূচিতে বহু বাম কর্মী-সমর্থক এদিন তৃণমূলে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া ভাষায় বিরোধীদের আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস বা সিপিআইএম-কে ভোট দেওয়া মানে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেছন থেকে ছুরি মারা। এরা আদতে বিজেপির হাত শক্ত করছে। প্রসূনবাবুর দাবি, চাঁচলের মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই রায় দেবেন এবং বিরোধীদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। যদিও এত বাম কর্মী-সমর্থকের তৃণমূলে যোগদানের দাবিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছে বাম শিবির।

TENDER NOTICE

Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub- Division-I, Govt. of W.B. vide Short **NIQ No. 05/AE/BKPSD-I OF 2026-27** for the work of "Erection of temporary kitchen Shed cum Dinning Hall for the use of CAPF to be installed at i) **Halisahar Adarsa High School, Ramprasad Khelar Math, Kanchrapara (01 No School)** under **Halisahar P.S** within Barrackpore Police Commissionerate for upcoming General Assembly Election- 2026." **(SL NO 01)** , " Erection of temporary kitchen Shed cum Dinning Hall for the use of CAPF to be installed at **i) Municipal Polytechnic Girls High School, Kanchrapara, ii) Kanchrapara Udbodhoni Girls High School (02 Nos School)** under **Bizpore P.S** within Barrackpore Police Commissionerate for upcoming General Assembly Election- 2026." **(SL NO 02).**, Erection of temporary kitchen Shed cum Dinning Hall for the use of CAPF to be installed at **i) Madarpur Surobala Girls High School (01 no school) under Shibdaspur P.S** within Barrackpore Police Commissionerate for upcoming General Assembly Election- 2026." **(SL NO 03)**, Erection of temporary kitchen Shed cum Dinning Hall for the use of CAPF to be installed **at i) Kankinara Arya Vidyalaya, Bhatpara, Kankinara, ii) Kankinara Urdu Girls High School, Kankinara, (2 nos School)** under **Bhatpara P.S** within Barrackpore Police Commissionerate for upcoming General Assembly Election- 2026.**(Sl. No. 04).** Intending tenderers are requested to visit the website **http://https://wbpwd.gov.in/tender/page.html**

Sd/-
Assistant Engineer, PWD
Barrackpore Sub-Division-I

ভোটের আগে উত্তেজনা, পূর্বস্থলীতে বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ১৩ এপ্রিল ঃ ভোটের আগে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি। পূর্বস্থলীর সুলতান পঞ্চায়েতের হৃদয়পুর গ্রামে বিজেপির পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার বুলবুলিতলার ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধে সামিল হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হৃদয়পুর গ্রামের বিজেপির বুথ সভাপতি অশোক বাগ দলীয় পতাকা লাগানোর উদ্দেশ্যে এলাকায় বেরিয়েছিলেন। সেই সময় অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত কিছু দুস্কৃতী তাকে লক্ষ্য করে চড়াও হয় এবং মারধর করে। প্রাণভয়ে তিনি কোনওরকমে বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে রক্ষা করেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। এরপর পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রাণকৃষ্ণ তপাদারের নেতৃত্বে বহু বিজেপি কর্মী বুলবুলিতলার ফাঁড়িতে জড়ো হন। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে প্রথমে তারা বিক্ষোভ দেখান। পরে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে ফাঁড়ির সামনে পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ জানান, যার ফলে এলাকায় সাময়িকভাবে যান চলাচল ব্যাহত হয়। এই প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী প্রাণকৃষ্ণ তপাদার অভিযোগ করে বলেন, আমাদের কর্মীদের ভয় দেখানো হচ্ছে, মারধর করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে, এবং পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনার কাজ জোরকদমে চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ ভোট পর্ব চলাকালীনই চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনার কাজ জোরকদমে চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য। চলতি খরিফ মরশুমে সরকারি উদ্যোগে ইতিমধ্যেই ৪৮ লক্ষ টনের বেশি ধান কেনা হয়েছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করে উপকৃত হয়েছেন ২৭ লক্ষেরও বেশি কৃষক। তবে ধান কেনার সাফল্যের পাশাপাশি সামনে এসেছে অন্য সমস্যা। খাদ্যদপ্তরের সাম্প্রতিক পর্যালোচনা বৈঠকে দেখা গিয়েছে, কেনা ধানের তুলনায় চাল সরবরাহের হার অনেকটাই কম। হিসেব অনুযায়ী, ৪৮ লক্ষ টন ধান থেকে প্রায় ৩২ লক্ষ টন চাল পাওয়ার কথা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মজুত হয়েছে মাত্র ১৫.২০ লক্ষ টন। জেলা ভিত্তিক রিপোর্টে স্পষ্ট, একাধিক জেলায় চাল সরবরাহের গতি আশানুরূপ নয়। উত্তর দিনাজপুরে মাত্র ৩৫ শতাংশ, মুর্শিদাবাদে ৩৬ শতাংশ, মালদায় ৪২ শতাংশ, পূর্ব মেদিনীপুরে ৪৩ শতাংশ, কোচবিহারে ৪৪ শতাংশ এবং বীরভূমে ৪৫ শতাংশ চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এই জেলাগুলিতে বিশেষ নজর দিতে নির্দেশ দিয়েছে খাদ্যদপ্তর।

বাংলা-বিহার সীমান্তে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৩ এপ্রিল ঃ বাংলা- বিহার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম আজমল হোসেন (২১)। তিনি মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর -২ ব্লকের মালিওর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ তালশুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, আজমলকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। তাঁরা দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিযেছেন। মৃত যুবকের মোবাইল ফোনটি এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি, যা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। তথ্য অনুযায়ী, রবিবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ আজমল তাঁর শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। সোমবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে বাংলা- বিহার সীমান্তের কাছে ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নোয়াপাড়া বাঁধ রোডের পাশ থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দেহের বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থল থেকে যুবকের বাইকটি উদ্ধার হলেও তাঁর মোবাইল ফোনটি মেলেনি। পরিবারের দাবি, আজমল একটি লেদ কারখানায় কাজ করতেন। রবিবার রাতে কারখানা মালিকের বাইক নিয়ে তিনি শ্বশুরবা।রি দিকে রওনা দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর থেকে তাঁর আর খোঁজ মেলেনি। সোমবার সকালে দেহ উদ্ধারের পর পুলিশ তা ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃতের পরিবারের এক সদস্য জানিয়েছেন, মাথার পিছনে গভীর ক্ষত রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে লোহার রড দিয়ে মারা হয়েছে। শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন আছে। বাইকটি দেখেও মনে হচ্ছে সেটি ভাঙচুর করা হয়েছে। মোবাইল নিখোঁজ থাকায় আমাদের নিশ্চিত, এটি একটি খুনের ঘটনা। পুলিশ দ্রুত অপরাধীদের ধরুক। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রেলপথের উদ্যোগে মালদা টাউন ও উধনা এবং আসানসোল ও সাবরমতি বিজি-র মধ্যে চলবে গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ আসন্ন গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড় সামাল দিতে, রেল কর্তৃপক্ষ মালদা টাউন ও উধনা এবং আসানসোল ও সাবরমতি বিজি-র মধ্যে গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৯০৬৩ উধনা - মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনটি ১৫.০৪.২০২৬ এবং ২২.০৪.২০২৬ তারিখে উধনা থেকে রাত ২০.১৫ ঘটিকায় ছেড়ে তৃতীয় দিন সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় মালদা টাউনে পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ০৯০৬৪ মালদা টাউন - উধনা স্পেশাল ট্রেনটি ১৭.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬ তারিখে মালদা টাউন থেকে বিকেল ১৭.৩৫ ঘটিকায় ছেড়ে তৃতীয় দিন সকাল ১০.০০ ঘটিকায় উধনায় পৌঁছাবে। যাত্রাপথে উভয় দিকেই পূর্ব রেলের আওতাধীন নিউ ফারাক্কা, বরহরওয়া, সাহেবগঞ্জ, কাহালগাঁও, ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর এবং অভয়পুর স্টেশনে ট্রেনটি থামবে। এই ট্রেনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) বসার ও শোয়ার ব্যবস্থা থাকবে। ০৯০১৩ উধনা - মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনটি ১৭.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬ তারিখে উধনা থেকে দুপুর ১৪.৩০ ঘটিকায় ছেড়ে তৃতীয় দিন ভোর ০৫.১০ ঘটিকায় মালদা টাউনে পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ০৯০১৪ মালদা টাউন - উধনা স্পেশাল ট্রেনটি ১৯.০৪.২০২৬ এবং ২৬.০৪.২০২৬ তারিখে মালদা টাউন থেকে সকাল ০৮.১০ ঘটিকায় ছেড়ে পরের দিন রাত ২৩.৪৫ ঘটিকায় উধনায় পৌঁছাবে। যাত্রাপথে উভয় দিকেই পূর্ব রেলের আওতাধীন নিউ ফারাক্কা, বরহরওয়া, সাহেবগঞ্জ, কাহালগাঁও, ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর এবং অভয়পুর স্টেশনে ট্রেনটি থামবে। এই ট্রেনে স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বসার ব্যবস্থা থাকবে। ০৯৪৩৫ সাবরমতী বিজি-আসানসোল স্পেশাল ট্রেনটি ১৭.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬ তারিখে রাত ২২.৫৫ ঘটিকায় সাবরমতী বিজি থেকে ছেড়ে তৃতীয় দিন দুপুর ১৩.১৫ ঘটিকায় আসানসোলে পৌঁছাবে এবং ০৯৪৩৬ আসানসোল-সাবরমতী বিজি স্পেশাল ট্রেনটি ১৯.০৪.২০২৬ এবং ২৬.০৪.২০২৬ তারিখে বিকেল ১৬.১০ ঘটিকায় আসানসোল থেকে ছেড়ে তৃতীয় দিন সকাল ০৭.১৫ ঘটিকায় সাবরমতী বিজি-তে পৌঁছাবে। এই ট্রেনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বসার ব্যবস্থা থাকবে। উপরোক্ত বিশেষ ট্রেনগুলোর টিকিট বুকিংয়ের তারিখ শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে।

পূর্ব রেলওয়ের নিরাপত্তার মাস্টারক্লাস ভুয়ো কল থেকে হাতকড়া-১২ ঘণ্টারও কম সময়ে

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ ৫৪ বছর বয়সী প্রদীপন ভট্টাচার্যের কাছে এই যাত্রাটি ছিল সিমলার পাহাড়ে সস্ত্রীক একটি স্বপ্নের ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা। তবে সেই ছুটির মেজাজ দ্রুত এক দু ঃস্বপ্নে পরিণত হয়, যার জন্য দায়ী ছিলেন তিনি নিজেই। গত ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে এই দম্পতি যখন হাওড়া রেল স্টেশনের দিকে ছুটছিলেন, তখন তাঁরা বুঝতে পারেন যে তাঁদের দেরি হয়ে গেছে। তাঁরা যখন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছান, তখন ১৩০০৫ আপ হাওড়া-অমৃতসর মেল ইতিমধ্যেই ছেড়ে চলে গেছে, যা তাঁদের ভ্রমণের পরিকল্পনাকে তছনছ করে দেয়। ঘড়ির কাঁটাকে থামিয়ে ট্রেনটিকে আটকানোর এক বেপরোয়া ও মরিয়া প্রচেষ্টায়, ভট্টাচার্য মশাই একটি বিপজ্জনক চাল চালেন। তিনি রেলওয়ে হেল্পলাইন ১৩৯-এ কল করেন এবং 'রেল মদত'-এ একটি মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেন যে, যে ট্রেনটি তিনি মিস করেছেন তাতে বোমা রাখা আছে। সিমলার তুষারশুভ্র শৃঙ্গে পৌঁছানোর পরিবর্তে, তার এই চাতুরি তাকে শ্রীঘরের গারদের পেছনে পৌঁছে দিল। এই ঘটনাটি পূর্ব রেলওয়ের জন্য একটি বড় সাফল্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে, যা যাত্রী সুরক্ষায় তাদের নিরাপত্তা শাখার অবিচল প্রতিশ্রুতি এবং অক্লান্ত পরিশ্রমকে তুলে ধরেছে। পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং উচ্চ চাপের মধ্যেও নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় প্রদর্শন করে। যখন কলার তার দাবির সত্যতা যাচাই করতে অস্বীকার করেন, তখন পূর্ব রেলওয়ের আরপিএফ এবং জিআরপি যাত্রী নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো ঝুঁকি নেয়নি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে চন্দনপুর রেল স্টেশনে ট্রেনটিকে আটকে দেওয়া হয়। অবিশ্বাস্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে, বোম্ব ডিটেকশন অ্যান্ড ডিসপোজাল স্কোয়াড এবং চারটি বিশেষায়িত ডগ স্কোয়াডসহ ৪০ জনের একটি বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তাঁদের কঠোর পরিশ্রম সফল হয় যখন প্রতিটি কামরায় নিবিড় তল্লাশির পর তাঁরা নিশ্চিত করেন যে হুমকিটি ছিল একটি ভুয়ো কল এবং ট্রেনটি এগিয়ে যাওয়ার জন্য নিরাপদ। অপারেশনের সাফল্য এরপর তদন্তের দিকে মোড় নেয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন সিনিয়র ডিএসসি (কো) হাওড়া এবং এসআরপি হাওড়া। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বিএনএস- ২০২৩ (BNS-2023) এর অধীনে একটি আনুষ্ঠানিক মামলা দায়ের করে এবং অভিযুক্তকে ট্র্যাক করতে উন্নত প্রযুক্তিগত নজরদারি ব্যবহার করে। পূর্ব রেলওয়ের নিরাপত্তা দলগুলি রাতভর কাজ করে দানাপুর ও সমস্তিপুর ডিভিশনের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে জাল গুটিয়ে আনে। তাঁদের দক্ষতা পুরস্কৃত হয় যখন ১২ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে পাটনার কাছ থেকে সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়। যদিও তিনি শুরুতে তার ফোন লুকানোর এবং অপরাধ অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কর্মকর্তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় তিনি অপরাধ স্বীকার করেন এবং কল করতে ব্যবহৃত ডিভাইসটি উদ্ধার করা হয়। এই দ্রুত সমাধান পূর্ব রেলওয়ের পেশাদারিত্বের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। অপরাধীকে এত দ্রুত ধরে ফেলে তারা একটি শক্তিশালী বার্তা দিয়েছে যে, তাদের নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিয়ে কোনো ছিনিমিনি খেলা সহ্য করা হবে না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পূর্ব রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন যে, মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা, বিশেষ করে নিরাপত্তা সংক্রান্ত হুমকির ঘটনা একটি গুরুতর অপরাধ যা অপ্রয়োজনীয় আতঙ্ক সৃষ্টি করে, গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন চলাচল ব্যাহত করে এবং জরুরি নিরাপত্তা সংস্থানগুলির অপব্যবহার করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে ভারতীয় রেলওয়ে এই ধরণের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের প্রতি 'জিরো টলারেন্স' নীতি বজায় রাখে, যার ফলে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। তিনি রেল নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে যাত্রীদের দায়িত্বশীলতার সাথে 'রেল মদত' প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার আহ্বান জানান।

শক্তি বাড়ল বিজেপির, গেরুয়া শিবিরে সামিল বহু মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৩ এপ্রিল ঃ নির্বাচনী প্রচার অভিযানের মধ্যেই কেশিয়াড়ি বিধানসভা এলাকায় নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি আরও বাড়িয়ে তুলল বিজেপি। দলের প্রার্থী ভদ্র হেমব্রমের উপস্থিতিতে রবিবার রাতে এবং সোমবার সকালে যোগদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে কয়েকশো মানুষ বিজেপিতে যোগদান করেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই যোগদান কর্মসূচিতে 'আদিবাসী নেগা চারি কুর্মি সমাজ'-এর বহু সদস্য বিজেপির ঝান্ডা হাতে তুলে নেন। এর ফলে ওই এলাকায় গেরুয়া শিবিরের আধিপত্য আরও সুদৃঢ় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রার্থী অবিনাশ মাহাতোর নেতৃত্বে অসিত মাহাতো, করুণাময় মাহাতো, বিবেকানন্দ মাহাতো, ক্ষিতীশ মাহাতো-সহ প্রায় ১৫০টি পরিবার এই যোগদান কর্মসূচিতে অংশ নেয়। কেশিয়াড়ি বিধানসভার বালিভাসা বুথের বুড়িমালা গ্রামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রার্থী ভদ্র হেমব্রম এবং মন্ডল সভাপতি সনাতন মাণ্ডি। নতুন সদস্যদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের দলে স্বাগত জানানো হয়।

দ্বারকেশ্বর নদে তলিয়ে মৃত্যু কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৩ এপ্রিল ঃ সোমবার সকালে দ্বারকেশ্বর নদে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় এক কিশোর। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম কৃষ্ণ ঘোষ (১২)। বাড়ি বিষ্ণুপুরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাগীশ পাড়ায়। সে বিষ্ণুপুর হাই স্কুলের ছাত্র। স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি বলেন, তার গাজন উৎসবে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। রবিবার ধর্মীয় অনুষ্ঠান সেরে রাতে বাড়ি ফেরে কৃষ্ণ। সোমবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে মন্দিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগে দ্বারকেশ্বরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় সে। পুলিশ তার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে।

আমমোক্তারনামা

ইব্রাহিম সেখ, পিতা- আমিন সেখ, সাং- রমজানপুর তালাই, পোঃ- জরুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৩ সালে Book-I, 19148 নং আমমোক্তার দলিল মূলে মহঃ ইসমাইল সেখ, পিতা -ফেরদাউস সেখ আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১২২ নং কুলোরী মৌজাস্থিত এল. আর. ৩৬, ৩৬ /১১০৫ নং দাগের এল. আর. ৫৪১৮, ৫০৫১ নং খতিয়ানের মোট ১৪.৫০৯ শতক সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
April 17, 2026	05:00 P.M.	Middleton Chambers,10, Middleton St, Near Maidan, Park Street Area, Kolkata, West Bengal - 700 071.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Format C-1
(for candidate to publish in News papers, TV)

Declaration about criminal cases:

(As per the judgment dated 25" September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. -VS- Union of India & Anr.)

Name and address of Candidate: **MD. GHULAM RABBANI**
Village: Uttar Biprit, PO- Bahar, PS- Goalpokhar, District- Uttar Dinajpur (West Bengal), PIN- 733210

Name of Political Party: **ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS.**
(independent Candidate should write "Independent" here)

Name of Election: **GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF WEST BENGAL, 2026**

* Name of Constituency: **30-GOALPOKHAR ASSEMBLY CONSTITUENCY**

I, **MD. GHULAM RABBANI** (name of Candidate), a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents.

(A) Pending Criminal cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. and Dated	Status of case (s)	Section(s) of Acts concerned & brief description of offence(s)
1.	Ld. Additional Chief Judicial Magistrate, islampur, District Uttar Dinajpur (West Bengal)	Islampur PS Case No. 13/2002 (G.R. No. 36/2002) Date: 17-01-02	Charge framed Next date 14-05-2026 for evidence	Alleged offences under Sections 147/148/325/427/506 of Indian Penal Code 1860 (Punishment for rioting, armed with deadly weapons, Punishment for voluntarily causing grievous hurt, Mischief causing damage to the amount of fifty rupees, and punishment for criminal intimidation)

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment	Maximum Punishment Imposed
1.	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE
2.	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE
3.	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE

বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স! মাঠকর্মীদের পুরস্কৃত করল এসিএ

গুয়াহাটি, ১৩ এপ্রিলঃ ক্রিকেটাররা আলো কাড়েন। কিন্তু ম্যাচ যাতে ঠিকমতো আয়োজিত হয়, তার পিছনে যাঁদের নীরব অবদান, তাঁদের কথা অনেক সময়ই চাপা পড়ে যায়। গুয়াহাটি সেই পরিচিত ট্রেন্ড বদলে দিল। টানা বৃষ্টি, বারবার ম্যাচ থামার আশঙ্কা-তবু চলতি আইপিএলে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে খেলা ওভার কমালেও শেষ হয়েছে। ভেস্তে যায়নি। এই কৃতিত্ব মাঠকর্মীদের। আর সে কারণে তাঁদের জন্য বড় পুরস্কার ঘোষণা করল অসম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। আর্থিক মূল্য-২৫ লক্ষ টাকা। গুয়াহাটিতে রাজস্থান রয়্যালসের তিনটি হোম ম্যাচই বৃষ্টির দাপটে বারবার বাধা পেয়েছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে লড়াই কমে দাঁড়ায় ১১ ওভার। অন্য দুই ম্যাচ-

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধেও প্রতিকূল আবহাওয়া ছিল বড় ফ্যাক্টর। কিন্তু এখানেই পার্থক্য গড়ে দেন গ্রাউন্ডস্টাফ। বারবার পিচ ঢেকে রাখা, জল নামানো, আউটফিল্ড শুকনো রাখা-সবই এত দ্রুত, যে ম্যাচগুলো শেষ হয় বিলম্ব ছাড়াই। অসম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বিবৃতিতে স্পষ্ট বলেছে-এই কঠিন পরিস্থিতিতে পিচ ও আউটফিল্ড ম্যাচের জন্য প্রস্তুত রাখা সহজ কাজ ছিল না। তবু কিউরেটর ও মাঠকর্মীরা সব সময় সর্বোচ্চ মান বজায় রেখেছেন। তাঁদের এই পরিশ্রমই নিশ্চিত করেছে, যাতে ম্যাচ নির্বিঘ্নে আয়োজন করা সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, এমন পারফরম্যান্স গুয়াহাটির ভেন্যুর গুরুত্বও বাড়িয়েছে জাতীয় স্তরে। সেই স্বীকৃতি হিসেবে ২৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার। এই মরসুমে গুয়াহাটি ছিল রাজস্থানের দ্বিতীয় হোম ভেন্যু। জয়পুরের সওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়ামে এতদিন সংস্কারের কাজ চলছিল। সেই কারণে কয়েকটি ম্যাচ সরিয়ে আনা হয় এখানে। আপাতত কাজ শেষের পথে। নতুন স্ট্যান্ড, এলইডি ফ্লাডলাইট, আধুনিক ড্রেসিংরুম-সব মিলিয়ে প্রস্তুত জয়পুর। ২৫ এপ্রিল থেকে ফের সেখানে খেলবে রাজস্থান। চার ম্যাচে চার জয় ছিনিয়ে এই মুহূর্তে রিয়ান পরাগের দল পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে।

হার্দিকের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন, হারের জন্য কাকে দায়ী করলেন অশ্বিন?

হায়দরাবাদ, ১৩ এপ্রিলঃ আইপিএলে মুম্বই-বেঙ্গালুরু সবসময়ই বড় ম্যাচ। ট্রফির বিচারে রোহিত শর্মারা অনেক এগিয়ে থাকলেও, এই দ্বৈরথ মানেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। আইপিএলের মঞ্চে অন্যতম আকর্ষণীয় লড়াই। রবিবার সব বিভাগেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে টেক্কা দেয় বেঙ্গালুরু। হারের জন্য হার্দিকের অধিনায়কত্বকে দায়ী করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বিশেষ করে রজত পতিদারের মারেন। অশ্বিন বলেন, ‘‘২০২৪ সালে সানরাইজার্স ম্যাচে নিজেকে স্পিন হিটার হিসেবে প্রতিপন্ন করেন পতিদার। মারকান্ডেকে মাঠের প্রতি কোনায় মারেন। সেদিনের ওভারের সঙ্গে এদিনের ওভারের মিল আছে। ওভারের প্রথম বলে রান নেন বিরাট কোহলি। বাকিটা একই। সেদিন চারটে ছয় মেরেছিল। এদিন তিনটে মেরেছে। স্পিনারদের বিরুদ্ধে বড় হিটার পতিদার। ও ব্যাট করতে আসা মাত্র তুমি মারকান্ডেকে বল দিলে?

বিরুদ্ধে বোলিং বিকল্প বাছাই নিয়ে। চোখে আঙুল দিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়কের ভুল দেখিয়ে দেন। নিজের ইউ টিউব চ্যানেলে ম্যাচ বিশ্লেষণে ২০২৪ সালের সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচের উদাহরণ টানেন। সেই ম্যাচে মারকান্ডেকে এক ওভারে ছয় ছক্কা মারেন রজত পতিদার। স্পিনের বিরুদ্ধে আরসিবির নেতার রেকর্ড ভাল। বিশাল ছক্কা হাঁকাতে পারেন। তাসত্ত্বেও মারকান্ডেকে বল দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই ভুলের খেসারত দিতে হয় মুম্বইকে। ১১তম ওভারে তাঁকে পরপর তিনটে ছয় মোটেই বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নয়। খুবই গড়পড়তা। মারকান্ডে কী ভাবছে সেটা জানা দরকার। হায়দরাবাদে ওকে ধুইয়ে দেয়। এখানে প্রথম বল থেকেই মারতে শুরু করে পতিদার।’’ রবিবার স্পিন একেবারেই কার্যকরী হয়নি। ৪৩ রান দেন মিচেল স্যান্টনার। পুরো চার ওভার বল করেন। ৬ ওভারে স্পিনাররা ৮৩ রান দেয়। এই প্রসঙ্গে অশ্বিন বলেন, ‘‘পার্থক্য ২১০ এবং ২৪০ রানের মধ্যে। ২ ওভারে ৪০ রান দেয় মারকান্ডে। স্পিনাররা মোট ৮৩ রান দেয়।’’ হারের জন্য মূলত হার্দিকের ভুল সিদ্ধান্তকেই দায়ী করেন প্রাক্তন ভারতীয় তারকা।

১২২ বল, উইকেট ০!

বুমরাহর ব্যর্থতায় দায়ী হার্দিকের রণকৌশল?

নিজস্ব প্রতিবেদন

আরসিবির বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষে মাথা নিচু করে মাঠ ছাড়লেন জসপ্রীত বুমরাহ। রাগে মাটিতে লাথি মারলেন। কারণ যথেষ্ট গুরুতর-চার ম্যাচে ১২২ বল করেছেন, ঝুলিতে একটিও উইকেট নেই। আইপিএল কেরিয়ারে এটাই দীর্ঘতম উইকেটের খরা। ফর্মের খোঁজে বুমরাহ। ছন্দহীন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। হার্দিক-রোহিতরা আপাতত পয়েন্ট টেবিলের আটে-নেট রানরেট মাইনাস ০.৭৭২। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে টি-২০ বিশ্বকাপে দেশের জার্সিতে দারুণ বল করা বুমরাহকে মুম্বইয়ের তুরুপের তাস বলে মনে করা হচ্ছিল। অথচ আইপিএলের শুরুতেই ছন্নছাড়া দলের তারকা পেসার। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক-দুনিয়ার অন্যতম সেরা বোলারের হঠাৎ করে হয়েছেটা কী? শুরুর চার ম্যাচে বুমরাহর ওভারগুলো দেখলে একটা প্যাটার্ন চোখে পড়েঃ কেকেআরের বিরুদ্ধে-৫, ১২, ১৮, ২০ নম্বর ওভার। দিল্লির বিরুদ্ধে-২, ৬, ১৩, ১৬। রাজস্থানের বিরুদ্ধে-২, ৭, ১০। আরসিবির বিরুদ্ধে- ৪, ৬, ১৭, ১৯। অর্থাৎ, ধারাবাহিকতা নেই। একটা ওভার পাওয়ারপ্লে-তে, একটা মিডল ওভারে, একটা ডেথে-এভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। টানা দুটো ওভার একসঙ্গে পাচ্ছেন না বুমরাহ। বিশেষজ্ঞের মতে, সমস্যাটা শিকড় এখানেই। বুমরাহকে ব্যবহার করা হচ্ছে রান আটকানোর জন্য। বার্তা একটাই-‘ইয়র্কার, ভেরিয়েশন দিয়ে স্কোরিং কমাও। তোমায় উইকেট নিতে হবে না।’ এই নির্দেশই বিপক্ষ শিবিরের ব্যাটাররা পড়ে ফেলেছেন। প্রায় সবাই বুমরাহর ওভারে ঝুঁকি না নিয়ে নিশানা করছেন পরের বোলারকে। অতিসাম্প্রতিক নমুনা-আরসিবি-ম্যাচ। টিম ডেভিড বুমরাহকে চার ও ছয় মারলেন। দিল্লির বিরুদ্ধে ডেভিড মিলার শেষ ওভারে দুটো বাউন্ডারি হাঁকালেন। শুধু রাজস্থানের বিরুদ্ধে বৈভব সূর্যবংশী প্রথম ওভারেই দুটো ছয় মেরে ছন্দ ভেঙেছিলেন। মুম্বইয়ের বোলিং কোচ লাসিথ মালিঙ্গা বিষয়টা অহেতুক গুরুত্ব দিতে নারাজ।

সহজ সুরেই জানালেন, বেশি উইকেট-নেওয়া বল করতে গেলে উল্টো ফল হয়। ব্যাটার লাইন আপ করে ফেলেন। মালিঙ্গার পরামর্শ-প্রতি ওভারে সর্বোচ্চ এক-দুটো ‘উইকেট-বল’ দাও। স্লো বাউন্সার, নাকল বল-এগুলো স্পেশাল। বেশি দিলেই বিপদ। বাকিটা স্টক ডেলিভারিতে চালাও। রবিচন্দ্রন অশ্বিন অবশ্য অন্য কথা বললেন। তাঁর মতে, বুমরাহ উইকেট না পেলেও রান আটকে রাখাটা সমান মূল্যবান। ওয়াংখেড়ের মতো ব্যাটিং উইকেটে রান কমানোই বড় দায়িত্ব। প্রত্যাশিতভাবে, টি-২০ বিশ্বকাপে সূর্যকুমার যাদব কীভাবে বুমরাহকে ব্যবহার করতেন-উঠে আসছে সেই প্রসঙ্গও। টিম ইন্ডিয়ার দলনেতা পরিষ্কার পরিকল্পনা নিয়েছেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী পাওয়ারপ্লে-তে দুটো ওভার। মাঝে একটা, ডেথে একটা। কিন্তু হার্দিকের সিদ্ধান্তে সেই স্পষ্টতা নেই। যার চরম মূল্য চোকাচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। চার ম্যাচে মাত্র একটি জয়। বুমরাহর ব্যর্থতার ধারা কবে ভাঙবে, ফর্মে ফিরবেন রোহিতরা দুটো প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা।

পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা! ইরান না খেললে বিশ্বকাপে যাবে ইতালি?

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ১৩ এপ্রিলঃ বসনিয়ার কাছে প্লে-অফে হেরে ফের বিশ্বকাপের টিকিট হাতছাড়া হওয়ার পর কোচ জেনারো গাত্তুসো পদত্যাগ করলেন। ইতালির তৃতীয়বার এই গ্র্যান্ড টুর্নামেন্ট মিসের যন্ত্রণা তখন তাজা। কিন্তু একরাশ হতাশার মধ্যেও জোরালো আলোচনায় অপ্রত্যাশিত খবর-ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তার জেরে ফিফা নাকি বিকল্প পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে! আর সেই ভাবনায় উঠে আসছে ইতালির নাম। আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে চলমান ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বিশ্বকাপকে জটিল করে তুলেছে। টুর্নামেন্ট আয়োজিত হবে আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোতে। ইরানের সব ম্যাচ আমেরিকার মাটিতে-লস অ্যাঞ্জেলেস ও সিয়াটলে। সে দেশের প্রশাসন আগেই ‘বৈরী দেশে’ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে, যে তালিকায় রয়েছে আমেরিকাও। পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানি খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে সমস্যা ঘোরালো করেছেন। এখনও পর্যন্ত ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো সরকারিভাবে বলছেন, ‘কোনও প্ল্যান বি নেই। ইরান খেলবে!’ কিন্তু পর্দার আড়ালে যে বিকল্প আলোচনা চলছে, সেটা ইতিমধ্যে বিভিন্ন মিডিয়ায় উঠে আসছে। ইরান গ্রুপ জি-তে। বেলজিয়াম, মিশর ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে। অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি থাকলেও পরিস্থিতি যে কোনও মুহূর্তে বদলাতে পারে। সরাসরি বলা যাক-আজুরিদের পথ সম্পূর্ণত ইরানের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। তারা সরে দাঁড়ালে ফিফাকে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় দল বাছাই করতে হবে। যে সব সম্ভাবনার কথা আলোচনা হচ্ছে-একটি মিনি ইন্টারকন্টিনেন্টাল প্লে-অফ, যেখানে ইউরোপ ও এশিয়ার বাদ পড়া দল থেকে দুটি দল নেওয়া হবে। ইউরোপ থেকে র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী ইতালি প্রথম সারিতেই থাকবে। এশিয়া থেকে আরব আমিশাহি বা ইরাক আসতে পারে। যদিও এত কিছু নিয়ে ভাবিত নন ইতালির ক্রীড়ামন্ত্রী আন্দ্রেয়া আবোদি। বললেন, ‘আমি এমনটা আশাও করি না। এটা ইউরোপের বিষয় নয়!’ খুব কম। কিন্তু শূন্য নয়। ইরান যদি শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ায়, তাহলে ফিফাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যেখানে ইতালির নাম আসা খুব স্বাভাবিক। তবে আজুরিদের জন্য এটা পরিকল্পনার নয়, বরং অপেক্ষার সময়। ভিনদেশের রাজনৈতিক সংকটে নিজের ভাগ্য নির্ভর করছে-এটা হয়তো চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নের সঙ্গে ঠিক সাজে না। ফিফা বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে ১১ জুন। ইরান প্রসঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কবে আসে-এখন সেটাই দেখার।

হাজার ডলার দিয়ে প্রিমিয়াম ক্যাটাগরি কেটে জুটছে জঘন্য সিট! নজরে বিশ্বকাপের টিকিট কেলেঙ্কারি

নিজস্ব প্রতিবেদন

হাজার ডলার দিয়ে বিশ্বকাপের সেরা টিকিট কিনেছিলেন। মাঠের কাছের সিট পাবেন-এই আশায়। কিন্তু আসন বরাদ্দ হতেই দেখা গেল, সিট গোলপোস্টের পেছনে বা কর্নারে। আর সেই প্রিমিয়াম আসন? ‘অবিক্রিত’ দেখিয়ে এখন তিনগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে। ফিফার এই তুঘলকি কাণ্ডে ক্ষুব্ধ হাজারো দর্শক। ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোতে। গত বছর থেকে চারটি ক্যাটাগরিতে টিকিট বিক্রি শুরু হয়। ক্যাটাগরি ১ সবচেয়ে দামি, মানে সেরা আসন। বুক করার আগে প্রতিটি স্টেডিয়ামের রঙিন ম্যাপ দেখানো হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছিল, ক্যাটাগরি ১ কিনলে মাঠের নিচতলার সাইডলাইন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাল জায়গায় আসন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ গত সপ্তাহে যখন নির্দিষ্ট আসন বরাদ্দ হল, অনেক ক্যাটাগরি ১ কেনা গ্রাহক দেখলেন-তাঁদের আসন পড়েছে কর্নারের পাশে বা গোলপোস্টের পেছনে। আরও বড় সমস্যা-যে সাইডলাইনের আসন দেখানো হয়েছিল, সেগুলো আসলে কেউ-ই পায়নি। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, ওই সমস্ত সিট নাকি আগে থেকেই কর্পোরেট হসপিটালিটি প্যাকেজের জন্য সরিয়ে রাখা হয়।

অথচ বুকিংয়ের মানচিত্রে তা নজরে আসেনি। এটুকুই পুরো ছবি নয়। বিক্রির সময়জুড়ে ফিফা একাধিকবার স্টেডিয়ামের নকশা বদলেছে-কোনও ঘোষণা ছাড়াই। যাঁরা শুরুতে টিকিট কেনেন, তাঁরা এক ম্যাপ দেখে সিদ্ধান্ত নেন। পরে সেটা মেলেনি। নিউ ইয়র্কের দর্শক অ্যান্ড্রু সোয়ার্ট ফিফার রিসেল সাইটে একটি ক্যাটাগরি ১ টিকিট কেনেন প্রায় ৭২ হাজার টাকায়। আসন পেলেন যে জায়গায়, সেটা কেনার সময় ক্যাটাগরি ২ হিসেবে দেখানো হল। সোয়ার্টের মন্তব্য, ‘‘যত টাকা লাগছে আর আসন যেখানে জুটছে দুইয়ের মধ্যে তফা বিশাল। ফিফার উপর আস্থা ছিল না। এই কাণ্ড সেটা প্রমাণ করল!’’ আরেক দর্শক কিয়ারা গিলমোর কথায়, ‘‘এক জিনিস কিনতে গিয়ে অন্যটা পেলাম। তারপর ম্যাপও বদলে দিল। এটা হতাশাজনক!’’ বিতর্ক শুরু হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই নজরে এল আরও অবাক করা ব্যাপার। ইতিমধ্যে নতুন ক্যাটাগরি চালু করেছে ফিফা-‘ফ্রন্ট ক্যাটাগরি ১’। সেই আসনগুলোই, যেগুলো ক্যাটাগরি ১ কিনদারদের পাওয়ার কথা ছিল। দাম? অনেক ক্ষেত্রে তিনগুণ। আর্জেন্তিনার গ্রুপ ম্যাচে ক্যাটাগরি ১-এর দাম ছিল প্রায় ৬৪ হাজার টাকা। ফ্রন্ট ক্যাটাগরি ১-এর দাম বেড়ে প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। আমেরিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে ক্যাটাগরি ১ বিক্রি হচ্ছে ৮০ হাজার টাকায়। কিন্তু সামনের সারির আসনের দাম প্রায় ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। দর্শকদের অভিযোগ, ম্যাপে ভাল আসন দেখিয়ে প্রথমে সাধারণ দামে টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। তারপর সেই ভালো আসন তিনগুণ দামে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। যে কারণে ফিফার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার কথা ভাবছেন অনেকে। যদিও বিতর্ক মুছে ইনফান্তিনোদের জবাব-মানচিত্রগুলো ‘সাংকেতিক’ নির্দিষ্ট আসনের নিশ্চয়তা নয়। ক্ষুব্ধ দর্শকদের পালটা প্রশ্ন-এত টাকা দিয়ে কেনার আগে এই ব্যাখ্যা কেন দেওয়া হয়নি?

বিতর্কে জড়ালেন রাজস্থান রয়্যালসের ম্যানেজার

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৩ এপ্রিলঃ আইপিএলের ম্যাচ চলাকালীন ডাগ-আউটে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছিলেন রাজস্থান রয়্যালসের ম্যানেজার রোমি ভিন্ডের।

বিষয়টি ক্যামেরাবন্দি হতেই শুরু জল্পনা। নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে রাজস্থান রয়্যালস কর্তার বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর ম্যানেজারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে গত শুক্রবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচে। এদিন ডাগ-আউটে বৈভব সূর্যবংশীর পাশে বসেই মোবাইল ফোন চালাচ্ছিলেন রাজস্থান রয়্যালস ম্যানেজার রোমি ভিন্ডের। আইপিএল প্লেয়ার্স অ্যান্ড ম্যাচ অফিসিয়ালস এরিয়া (পিএমওএ) প্রোটোকল অনুযায়ী, ম্যাচ চলাকালীন ডাগ-আউটে কেউ মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে না। শুধু ড্রেসিং রুমে ম্যানেজারদের ছাড় আছে। এক্ষেত্রে ড্রেসিং রুমে ছিলেন না তিনি। ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি হয় এবং সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর শুরু হয় বিতর্ক। বিষয়টি চোখে পড়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। বিসিসিআই নোটিশ পাঠিয়েছে তাঁকে। বিষয়টি তদন্তও করছে বিসিসিআই কর্তারা। এবিষয়ে এক বিসিসিআই কর্তা বলেন, ‘‘তিনি হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে করেননি। তবে বিধিভঙ্গ হয়েছে। তাই সতর্ক করার পাশাপাশি শাস্তিও হবে।’’ রাজস্থান ম্যানেজারকে নিয়ম কানুন নিয়ে সাবধান করা হবে। পাশাপাশি নিয়ম ভঙ্গের অপরাধে শাস্তিও হবে, তা নিশ্চিত। জানা গিয়েছে, হয়তো চিকিৎসাজনিত জরুরি অবস্থা কারণে তিনি ফোন ব্যবহার করছিলেন। উল্লেখ্য, এদিন ম্যাচটি ৬ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে জিতেছিল রাজস্থান।

চেলসির দুর্দশা বাড়িয়ে আর্সেনালের সঙ্গে ব্যবধান কমাল সিটি

বিরতির পর যে আগ্রাসী রূপে ধরা দিল ম্যানচেস্টার সিটি, তার জবাব খুঁজে পেল না চেলসি। অল্প সময়ে তিনবার জালে বল পাঠিয়ে দারুণ এক জয় তুলে নিল পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১৩ এপ্রিলঃ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছে সিটি। নিকো ও'রাইলি দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, ব্যবধান বাড়ান মার্ক গেয়ি। তৃতীয় গোলটি করেন জেরেমি ডোকু। চেলসির বিপক্ষে আসরে প্রথম দেখায় জানুয়ারির শুরুতে ঘরের মাঠে ১-১ ড্র করেছিল সিটি। এবার প্রথমার্ধে ভুগতে হলেও, পরে দারুণ পারফরম্যান্স উপহার দিল তারা। শিরোপা লড়াইয়েও যোগ হলো নতুন রোমাঞ্চ। ৩১ ম্যাচে ১৯ জয় ও সাত ড্রয়ে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে সিটি। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। বল দখলে পিছিয়ে থাকলেও, ম্যাচের শুরুর দিকে ভালো কয়েকটি আক্রমণ করে চেলসি। তাদের কোনো আক্রমণের শেষটা অবশ্য ভালো হয়নি। দলটির অভিজ্ঞ লেফট-ব্যাক মার্ক কুকুরেইয়া দারুণ এক শটে বল জালে পাঠালেও, অফসাইডে তা কাটা পড়ে। প্রথমার্ধে দুই দলই গোলের জন্য সমান পাঁচটি করে শট নিতে পারে, যদিও উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করতে পারেনি কেউ। দুই গোলরক্ষকের কাউকেই খুব কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধ

শুরু হতেই যেন সিটির খেলায় নতুন গতি পায়। ৪৭তম মিনিটে ডি-বক্সে অরক্ষিত আর্লিং হলান্ডের শট রক্ষণে প্রতিহত হওয়ার খানিক পর, ডোকু ডি-বক্সেই কোল পামারের সঙ্গে বল দখলের লড়াইয়ে পড়ে গেলে পেনাল্টির আবেদন করে সফরকারীরা। তবে রেফারির সাড়া মেলেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য গোল পেয়ে যায় শিরোপাপ্রত্যাশী দলটি। ৫১তম মিনিটে ডান দিক থেকে হায়ান শেহকির বাড়ানো ক্রসে হেডে গোলটি করেন নিকো ও'রাইলি। এবারের লিগে এই নিয়ে পাঁচটি গোল করলেন ২১ বছর বয়সী এই লেফট-ব্যাক, এর চারটিই এই নিয়ে পাঁচ ম্যাচে। ছয় মিনিট পর আরেক ডিফেন্ডার গেয়ির নৈপুণ্যে গোল উদযাপনে মাতে সিটি। এই গোলেও অবদান রাখেন শেহকি। এই ফরাসি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার বল পায়ে আড়াআড়ি এগিয়ে দুজনকে কাটিয়ে ডি-বক্সে খুঁজে নেন গেয়িকে। আর দারুণ প্রথম ছোঁয়ায় বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে, কোনাকুনি শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ইংলিশ সেন্টার-ব্যাক। ৬৮তম মিনিটে নিজেদের ভুলে তৃতীয় গোল হজম করে চেলসি। ডি-বক্সের বাইরে গোলরক্ষকের পাস পেয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি মোইসেস কাইসেদো, তার থেকে বল কেড়ে নিয়ে ক্ষিপ্রতায় বক্সে ঢুকে নিচু শটে জালে পাঠান বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড ডোকু। সিটির বিপক্ষে আরেকটি পরাজয় এড়ানোর চেষ্টায় বাকি সময়ে ন্যূনতম চ্যালেঞ্জও জানাতে পারেনি চেলসি। ২০২১ সালের মে মাসে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে মুখোমুখি লড়াইয়ে সেই যে ১-০ গোলে জিতেছিল চেলসি, এরপর সিটিকে আর কোনো প্রতিযোগিতাতেই হারাতে পারেনি তারা। এবারের লিগে টানা তৃতীয় ও এই নিয়ে সবশেষ পাঁচ রাউন্ডের চারটিতে হারল চেলসি। ৩২ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আছে তারা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com